যৌতুক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা — ৬

আমার

পরম স্নেহভাজন জ্যেষ্ঠ জামাতা

শ্রীমান সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের

করকমলে-

কতকটা পরিহাসেরই সহিত বলেছিলেন) হ'লেই বা ছেলের বাপ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, শেষ পর্যন্ত সাধারণ লোক ছাড়া আর কিছুই নয় ত; রায়চৌধুরীদের মেয়ের সঙ্গে চাটুযোদের ছেলের বিবাহ হ'লে কৌলিক আচারে সিংহ-ছাগ দোষ হয়। এ রকম বিবাহ কিছুতেই সুখের হয় না।

কথাটা অবিকৃতভাবে, শুধু চাটুযোদের কর্ণে ই নয়, সমস্ত গ্রামবাসীদের কর্ণে প্রবেশ করলে। সকলের কাছে চাটুয্যেদের মাথা হেঁট হল; কিন্তু আপমানটা তারা নির্বিবাদে পরিপাক করলে না, প্রতিবেশীদের কাছে বললে, কৌলিক আচারে দোষ হয় বটে, কিন্তু সে ত' সিংহ-ছাগ দোষ নয়; সিংহ হ'লে হয়ত' সেই দোষই হোত, কিন্তু এ যে সিংহের চামড়া মোড়া গৰ্দভের ব্যাপার আওয়াজেই তা প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে ছাগ-গর্দভের দোষ। এরূপ অবস্থায় সত্যই বিবাহ হ'তে পারে না। গর্দভদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া ছাগদেরও পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়।

কথাটা যথাস্থানে উপনীত হ'তে কিছুমাত্র বিলম্ব হ'ল না। ইতর চাকরিজীবীর স্পর্ধার প্রকাশে অভিজাত জমিদার রক্তে রোষ ও বিরক্তি আগুন ধরিয়ে দিলে। সেই দিনই উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষিত হ'ল, এবং গভীর রাত্রে রায়চৌধুরী এবং চাটুয্যে পরিবারদ্বয়ের আমলা এবং পরিচারকবর্গের মধ্যে ছোটখাটো এক দফা দাঙ্গা হ'য়ে গেল। বহুদিন ধ'রে বিবাদটা নানাভাবে এবং নানাদিকে প্রকাশ পেয়ে অবশেষে দুই বাটির মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ডের মধ্যে মৌরসী বাসা বাঁধলে। এই ভূমিকে উপলক্ষ ক'রে সর্বদাই ছলে-ছুতায় বচসা, বিবাদ, গালিগালাজ এমন কি

লাঠালাঠি বাধতে লাগল, কিন্তু প্রকৃত অভিপ্রায়টা ভূমি নয় পরন্তু বিবাদ ব'লে কোনো পক্ষই বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেনি। কালক্ষয়ের প্রভাবে এই দেড় বিঘা জমির উপরও বিবাদটা ক্রমশঃ বিশীর্ণ হ'য়ে এসেছিল, এমন সময়ে একটা ঘটনায় ব্যাপারটা হঠাৎ সঙ্গীন হ'য়ে দাঁড়াবার উপক্রম করলে।

রায়চৌধুরী বংশের বর্তমান জমিদার উমাশঙ্কর সাধারণত তাঁর কলিকাতার গৃহেই বাস করেন। মাতৃহারা একমাত্র সন্তান সুধীরা স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রী। কিছুদিন থেকে উমাশঙ্কর বাত রোগে পঙ্গু হ'য়ে অতিকষ্টে দিনযাপন করছিলেন। উপস্থিত একটু ভাল আছেন, নিজ শক্তির সাহায্যে চ'লে ফিরে বেড়াবার অবস্থা এখনও প্রত্যাবর্তন করেনি, এমন সময়ে দেশের বাটি থেকে পুরাতন আমলা কানাই হালদার এসে উপস্থিত হ'ল। প্রাতঃকালে চা পানের পর চাকাওয়ালা চেয়ারের উপর ব'সে শয্যা থেকে বারান্দায় এসে উমাশঙ্কর সংবাদপত্র পাঠ করছিলেন, এমন সময় কানাই এসে কাছে দাঁড়াল।

কানাইয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে উমাশঙ্কর বললেন, "কাল রাত্রে আপনি এসেছেন তা আমি শুনেছি, কিন্তু হঠাৎ আবার এর মধ্যে এলেন কেন? বিশেষ দরকারী কোনো খবর আছে না-কি?"

কানাই বললে, "আজ্ঞে, আছে।"

"কি খবর? ওই বেঞ্চটায় বসুন।"

নিকটে একটা চওড়া বেঞ্চ ছিল, উপবেশন ক'রে কানাই বললে, "রুই পুকুরের দক্ষিণ দিকের জমিটা নিয়ে চাটুয্যেরা আবার শয়তানি আরম্ভ করেছে।"

যৌতুক

কানাইয়ের কথায় বিস্মিত হ'য়ে ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে উমাশঙ্কর বললেন, "এতদিন চুপচাপ থেকে আবার কি শয়তানি আরম্ভ করলে ?"

কানাই বললে, "এবারকার শয়তানিটা একটু বেয়াড়া রকমের, লাঠি-সোঁটার মধ্যে ঠিক আসে না, তাই একটু বিপদে পড়া গেছে। দিন দশ বারো হ'ল বিনোদ চাটুয্যের মেজ ছেলে বীরেন চাটুয্যে পলতাডাঙ্গায় গিয়ে বাস আরম্ভ করেছে। রোজ সন্ধ্যাবেলা একখানা ডেক-চেয়ার নিজের হাতে ক'রে নিয়ে গিয়ে বকুল গাছের তলায় বসে। রাত নটা সাড়ে নটা পর্যন্ত চুপচাপ নিঃশব্দে সেখানে প'ড়ে থাকে, তারপর নিজেই চেয়ারটা মুড়ে নিয়ে বাড়ি চ'লে যায়। নিজের একটা চাকর-বাকরকেও জমি মাড়াতে দেয় না, কাজেই দাঙ্গা করতে হ'লে শুধু তার সঙ্গেই করতে হয়।"

উমাশঙ্কর বল্‌লেন, "শুধু সে-ই যখন প্রতিদিন একা জমি চড়াও হ'য়ে বেদখল করবার পালা গাচ্ছে তখন শুধু তারই সঙ্গে দাঙ্গা করতে দোষ কোথায় পাচ্ছেন ? বারো বৎসর ধ'রে প্রতিদিন যদি সে এই রকম ভাবে জমিতে গিয়ে ব'সে ব'সে দখল চালাতে থাকে, তা হ'লে কি শেষ পর্যন্ত জমি থেকে স্বত্বহারা হ'তে হবে বলেন ?"

একটু ইতস্তত ভাবে কানাই বললে, "এত লোকজন রয়েছে আমাদের, একটা তেইশ চব্বিশ বছরের ছোকরাকে ঠাণ্ডা করতে কতক্ষণ লাগে ? কিন্তু ভয় হয় বাবু। বাপ আমাদের জেলার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ছেলেও এম-এ পাশ করেছে, শুনছি এ বৎসর ডেপুটি হবে,—তার দেহের ওপর একটা জুলুম জবরদস্তি করতে ভয় হয়।"

"প্রথমে নিষেধ করেন নি কেন ?"

কানাই বললে, "তাই কি করিনি,—তিন দিন করেছি। কিন্তু সে আমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা কওয়া অপমানজনক মনে করে। ভাবটা, যদি একান্তই কথাবার্তা কইতে হয় ত' মালিকদের সঙ্গে, চাকরবাকরদের সঙ্গে নয়।"

উমাশঙ্কর বললেন, "বুঝলাম। কিন্তু আপাতত অন্তত তিন-চার মাস তাঁর সে সৌভাগ্য হবার কোনো সম্ভাবনা নেই; এ পঙ্গু দেহ নিয়ে আমার পক্ষে পলতাডাঙ্গায় যাওয়া একেবারে অসম্ভব। সুতরাং আপনারাই যা ভাল মনে হয় করুন।"

চিন্তিত হ'য়ে কানাই বললে, "তাই না-হয় করব। কিন্তু ঐটুকু ত' ছেলে, ভারি রাশভারি চাল। আপনারা উপস্থিত থেকে আদেশ-পরামর্শ দিলে সাহস পেতাম।"

উমাশঙ্কর বললেন, "কিন্তু আমি ত' উপস্থিত কিছুতেই যেতে পারছিনে হালদার মশাই।"

ঘরের ভিতর সুধীরা সমস্ত কথোপকথন মনোযোগ দিয়ে শুনছিল; বেরিয়ে এসে বললে, "তোমার হ'য়ে আমাকে পাঠিয়ে দাওনা বাবা, আমি গিয়ে এর ব্যবস্থা ক'রে আসি।"

বিস্মিতকণ্ঠে উমাশঙ্কর বললেন, "সে কি মা! তুমি ছেলেমানুষ, তুমি গিয়ে এর কি করবে?"

সুধীরা বললে, "শুধু ছেলেমানুষ নয় বাবা, মেয়েমানুষও। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ তোমার হাতেই মানুষ। তুমি দেখো এর উচিত প্রতিকার আমি নিশ্চয় করতে পারব। তাঁর বাপ না-হয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি নিজেও না-হয় তাই হবেন, কিন্তু তাই ব'লে তাঁর

এতটা দম্ভ সহ্য করা যায় না। লোকজন নিয়ে লাঠালাঠি করার চেয়ে চেয়ার নিয়ে গিয়ে দিনের পর দিন আমাদের জমিতে এই রকম নিঃশব্দে বসে থাকা ঢের বেশী অপমানজনক। এ কিছুতেই উপেক্ষা করা উচিত নয় বাবা, আমাকে তুমি পাঠিয়ে দাও।"

উমাশঙ্কর বললেন, "কিন্তু আমি না গেলে একা তুমি কি করে যাবে সুধীরা?"

সুধীরা বললে, "একা কেন বাবা? সেখানে বাড়িতে পিসিমা রয়েছেন। এখান থেকে মোক্ষদা ঝিকে নিয়ে হালদার মহাশয়ের সঙ্গে যাব। একা বলছ কেন?"

"তোমার পিসিমারও ত' শরীর ভাল নয়।"

"কিন্তু তার সঙ্গ আর পরামর্শ ত পাব।"

এ বিষয়ে উমাশঙ্কর এবং সুধীরার মধ্যে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা হ'ল, কিন্তু কিছুই স্থির হ'ল না। অবশেষে উমাশঙ্কর বললেন, "আচ্ছা হালদার মশায়, আপনি এখন যান। আমরা বাপ-বেটিতে পরামর্শ ক'রে যেমন হয় পরে আপনাকে জানাব।"

"যে আজ্ঞে" ব'লে নত হ'য়ে নমস্কার ক'রে কানাই প্রস্থান করলে।

সুধীরার নিরতিশয় আগ্রহ বশত পরামর্শটা কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করলে না, কানাই হালদারের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হ'ল, এবং শেষ হ'য়েও গেল সঙ্গে সঙ্গে। ব্যাপারটা যা হ'ল তা খুবই সংক্ষিপ্ত, এবং পরামর্শ বললে তার যথোচিত আখ্যা দেওয়া হয় না। এক পক্ষ থেকে সনির্বন্ধ অনুরোধ, এবং আর পক্ষ কর্তৃক শনৈঃ শনৈঃ

সেই অনুরোধের বশীভূত হওয়া আর যাই হোক না কেন, পরামর্শ নিশ্চয়ই নয়।

উমাশঙ্কর যখন বিপত্নীক হন তখন সুধীরার মাত্র আট বৎসর বয়স। সে আজ প্রায় এগার বার বৎসরের কথা। এই দীর্ঘকাল পিতা এবং মাতা উভয়ের স্থান গ্রহণ করে লালনপালন করার জন্য সুধীরার প্রতি তাঁর স্নেহটা ক্রমশ এমন প্রবল মাত্রায় উপনীত হয়েছিল যে, শক্তি পরীক্ষার কালে সেই স্নেহকে অস্ত্রের মতো ব্যবহার ক'রে উমাশঙ্করকে পরাভূত করতে সুধীরাকে বিশেষ বেগ পেতে হ'ত না।

এ ক্ষেত্রেও হ'ল তাই। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সুধীরা যখন বললে, "আমি যে তোমার ছেলে নই বাবা, আমি যে তোমার মেয়ে, এ আমাদের বংশের পক্ষে একটা মস্ত দুর্ভাগ্য! মেয়ে না হয়েও আমি যদি তোমার ছেলে হ'তাম তা হলে আজ তোমার কর্তব্য পালন করবার জন্যে আমাকে পাঠাতে তুমি নিশ্চয় রাজি হ'তে।" তখন উমাশঙ্কর রাজি ত হ'লেনই অধিকন্তু কন্যার মন থেকে অভিমানটুকু অপসৃত করবার জন্য বললেন, "এ কিন্তু তোমার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তুমি যে আমার ছেলে নও, এটা আমার দুর্ভাগ্য একথা আমি ভুলেও মনে করিনে। তুমি যে আমার ছেলের অভাবও পূর্ণ কর তা কি তুমি জান না সুধীর?" উমাশঙ্কর অনেক সময়ই সুধীরাকে সম্বোধন করতেন আ-কারটি বাদ দিয়ে। হয়ত আকার হীন সুধীরার মধ্যে পুত্রের অভাব খানিকটা পূর্ণ হ'ত বলেই করতেন।

পিতার স্নেহ ব্যঞ্জনায় সুধীরার চক্ষু সজল হ'য়ে এল, বললে,

"তা আমি জানি ব'লেই ত' তোমার কাছে ছেলের মত আব্দার করি বাবা।" এক মুহূর্ত কি চিন্তা ক'রে বললে, "তুমি একটুও চিন্তিত হয়ো না, আমি সেখানে এমন কিছুই করব না যার জন্যে আমি তোমার ছেলে নই ব'লে তোমাকে পরিতাপ করতে হবে।"

উমাশঙ্কর বললেন, "তোমার বুদ্ধি বিবেচনার উপর সে বিশ্বাস আছে ব'লেই ত' তোমাকে যেতে দিতে রাজি হলাম মা।"

উমাশঙ্করের কথা শুনে সুধীরা হাসতে লাগল ; বললে, "শুধু আমার বুদ্ধি-বিবেচনারই উপর নির্ভর করতে হবে না বাবা। হালদার মশায় যথেষ্ট বুদ্ধিমান লোক, শুধু তাঁর একটু সাহসের দরকার। তোমার হ'য়ে আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তিনি সে সাহস পাবেন।"

স্থির হ'ল তিন দিন পরে পলতাডাঙ্গায় যাওয়া হবে, এবং যথাসময়ে ষ্টেশনে লোক-লস্কর, পাল্কী, গো-যান ইত্যাদি হাজির থাকবার জন্য আদেশ-রোকা চ'লে গেল।

২

পলতাডাঙ্গা যাওয়ার পূর্বদিন সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ রাখাল ঘটক এসে হাজির।

রাখাল উমাশঙ্করের দূরসম্পর্কীয়া শ্যালিকার ভাসুর-পুত্র। সম্পর্কের তুলনায় এ সংসারের সহিত তার ঘনিষ্ঠতা কিছু বেশী। বছর তিনেক গ্লাসগোয় একটা এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে যথাসাধ্য চেষ্টা-চরিত্র ক'রেও কোনো প্রকার সুবিধা করতে না পেরে, কোথাকার একটা নাম গোত্রহীন এঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা সার্টিফিকেট জোগাড় ক'রে বছর খানেক হ'ল সে দেশে ফিরেচে। সার্টিফিকেটটার উপর বিলাতী শিলমোহরের ছাপ থাকলেও তার বস্তুভাগ এমনই অকিঞ্চিৎকর যে, এ পর্যন্ত চাকরীর বাজারে তার দ্বারা কোনো প্রকার সুরাহা সম্ভবপর হয় নি। সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে গিয়ে তিন বৎসর পরে যারা এই রকম সার্টিফিকেট নিয়ে ফিরে আসে তাদের যোগ্যতার পরিচয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট অস্পষ্ট নয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সার্টিফিকেটের সহিত আর যে সামগ্রী নিয়ে রাখাল বিলেত থেকে ফিরেছিল তা হচ্ছে লঘু মার্কা একটা তৃতীয় শ্রেণীর

যৌতুক

চটুলতা,—যে সকল কলস জলে পূর্ণ না হ'য়ে বায়ুর দ্বারা পূর্ণ তাদেরই মত হাল্‌কা আর খ্যান্‌খেনে। এই চটুলতা প্রকাশ পেতে পোষাকে পরিচ্ছদে, ইংরাজি ভাষার শস্তা বকুনিতে, সময়ে অসময়ে অযথা জোরে হঠাৎ শীস্ দিয়ে ওঠার মধ্যে হয়ত বা স্ফূর্তির প্রাবল্যে কম্পিত মোটা গলায় এক কলি ইংরাজি গান গাইতে গাইতে এক পা তুলে খানিকটা নেচে দেওয়ার অশ্লীলতায়। এই চটুলতার কোন্ শ্রেণীর লোক মুগ্ধ হ'ত তা বলা সহজ না হ'লেও যে শ্রেণী হ'ত না তাদের অগ্রণীর দলে ছিল সুধীরা। ঠিক বিদ্বেষ বহন না করলেও মনে মনে সে যে রাখালের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সন্ধ্যা আগত-প্রায়। সুধীরা তাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকের বাগানে একটা বেঞ্চে ব'সে বই পড়ছিল। অনুজ্জ্বল আলোকে পড়া সবে মাত্র অসুবিধাজনক হ'তে আরম্ভ করেছে, উঠ্‌বে উঠ্‌বে ভাবছে, এমন সময় রাখাল এসে উপস্থিত হ'ল।

বইখানা বন্ধ ক'রে রাখালের দিকে চেয়ে সুধীরা বল্‌লে, "কি, রাখাল দাদা হঠাৎ কি মনে করে?"

কুর্ণীশের ভঙ্গী সহ রাখাল বল্‌লে, "তোমার কাছে একটা আবেদন পত্র নিয়ে এসেছি।"

"কিসের আবেদন?"

"শুনলাম কাল তুমি একটা expeditionএ যাচ্ছ; তোমার অধীনে ফার্ষ্ট লেফ্‌টেনাণ্ট্ হ'য়ে আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই।"

রাখালের কথা শুনে সুধীরার মুখে একটুখানি হাস্য স্ফুরিত হ'ল। তার মধ্যে বিরক্তিজনিত খানিকটা অংশও যে ছিল না তা নয়;

বললে, "ও এমন সামান্য ব্যাপার যে ওর জন্যে আমার লেফ্‌টেনান্টের দরকার হবে না।"

"তা হ'লে তোমার বডিগার্ড হ'য়ে যেতে চাই।"

সুধীরা বললে, "আমি রাজাও নই, রাণীও নই যে, আমার বডিগার্ডের দরকার।"

রাখালের মুখে একটা চাপা হাসি ফুটে উঠল; বললে, "রাজা তুমি নও তা নিশ্চয়ই কিন্তু ভবিষ্যতে কোনো ভাগ্যবান্ রাজার তুমি যে 'রাণী সুধীরা' হবে না তা' ত বলতে পারিনে।" তারপর সুধীরার মুখভঙ্গিতে এই পরিহাস-প্রসূত কোন উৎসাহোদ্দীপক লক্ষণ দেখতে না পেয়ে বললে, "আচ্ছা, সে ভবিষ্যতের কথা না হয় ভবিষ্যতের গর্ভেই আপাতন ডোবানো থাক, এবার আমার তৃতীয় আবেদন পেশ করি।" ব'লে সুধীরার দিক থেকে যা-হয়-কিছু উত্তরের প্রত্যাশায় ক্ষণকাল তার দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইল।

সুধীরা কিন্তু রাখালের কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে বন্ধ বইটা আবার খুলে অস্পষ্ট আলোকে মাথা নীচু ক'রে অহেতুক পাতা ওল্টাতে লাগল।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে কপট কাতরতার ভঙ্গিতে রাখাল বললে, "তা হলে কি আমার তৃতীয় আবেদন না শুনেই নামঞ্জুর?"

রাখালের নির্লজ্জ প্রগল্‌ভতা এবং অধ্যবসায় দেখে সুধীরা হেসে ফেললে, বললে, "অত ভণিতা করছ কেন রাখালদাদা?—যা বলবে সোজাসুজি বল না।"

রাখাল বললে, "অভয় যখন দিচ্ছ তখন সোজাসুজিই বলি। ইচ্ছে

ক'রে নিয়ে যেতে যখন চাচ্ছ না তখন না-হয় একটা আপদ মনে ক'রেই নিয়ে চল না ?"

সুধীরা বল্‌লে, "ক্ষেপেছ রাখালদাদা ! আপদ মনে ক'রে নিয়ে গেলে বিপদে পড়তে হয় তা বুঝি তুমি জান না ?"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে রাখাল বললে, "সব সময়েই তা হয় না সুধীরা ! এখানে যে তোমার আপদ, সেখানকার বিপদে সে তোমার সম্পদ হ'য়ে দাঁড়াতে পারে !" তারপর কপট খেদ এবং অভিমানের ভঙ্গিমায় বললে, "ছোটকে সব সময়েই ছোট ব'লে ঘৃণা কোরো না সুধীরা। জান ত' রামচন্দ্র কাঠবিড়ালীকেও উপেক্ষা করেন নি।"

রাখালের কাতরতা প্রকাশে সুধীরার মনে একটু দয়া হল ; বললে, "না, না রাখাল দাদা, তোমাকে ছোটই বা ভাবব কেন, আর উপেক্ষাই বা করব কেন ? অনর্থক সেই অজপাড়াগাঁয়ে গিয়ে কষ্ট পাবে সেইজন্যে বলছিলাম। তা ছাড়া, আমাকে সেখানে গিয়ে কতদিন যে থাকতে হবে তাও ঠিক নেই। তুমি কাজের লোক, মিছিমিছি সেখানে কেন আটকে থাকবে তা বল ?"

রাখাল বললে, "আমি আর কিছুই বলব না, স্পষ্টই যখন বুঝতে পারছি যে, যাই বলি না কেন, কিছুতেই কোনো ফল হবে ন—এমন কি আমার এই আবেদনের পিছনে কত বড় উপরিওয়ালার সাপোর্ট (support) আছে তা বললেও যখন হবে না।"

রাখালের কথায় কৌতূহলী হ'য়ে সুধীরা বললে, "কোন্ উপরিওয়ালার সাপোর্ট আছে ?"

যৌতুক

অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে রাখাল বললে, "সে কথা শুনে আর লাভ কি বল?"

সুধীরা বললে, "তবু শুনিই নে কেন?"

"মেসো মশায়ের।"

"বাবার?"

"সম্পূর্ণ!"

"বাবার সঙ্গে তোমার এ বিষয়ে কথা হয়েচে?"

"সবিস্তারে।"

সুধীরা চুপ ক'রে একটু কি ভাবলে, তারপর বললে, "বাবার কথার ওপর ত আমার কোনো কথা নেই। তবে চল।"

"অগত্যা?"

রাখালের কথা শুনে সুধীরা হেসে ফেললে; মনে মনে বললে, অগত্যা তাতে কি আর কোন সন্দেহ আছে?

কিছুক্ষণ পরে উমাশঙ্করের সঙ্গে যখন কথা হ'ল, সুধীরা বললে, "বাবা, রাখালদাদাকে আমার সঙ্গে কেন জুটিয়ে দিলে বল ত?"

উমাশঙ্কর বললেন, "নাছোড়বন্দা হ'লে কি আর করি বল? পেড়াপিড়িতে নিমরাজি হ'তেই হল।"

সবিস্ময়ে সুধীরা বললে, "নিমরাজি? তবে যে সে বললে সম্পূর্ণ রাজি হয়েছ?"

উমাশঙ্কর বললেন, "বললে কে আর তাকে আটকাচ্ছে বল। এ ত' মানুষের মনের কথা, ঘটিতে ঢেলে দেখাবার উপায় ত' নেই যে সম্পূর্ণ নয়, সত্যিসত্যিই নিম।" ব'লে হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন,

"যাচ্ছে যাক। নোংরা কাজের প্রয়োজন হ'লে, গালিগালাজ দিতে হ'লে, রাখালের চেয়ে উপযুক্ত লোক সেখানে খুঁজে পাবে না।"

সুধীরা বললে, "কিন্তু প্রয়োজন না হ'লেও নোংরা কাজ করবেন, সেই ভয়ই ত' করছি।"

"না, তা সহজে করবে না,···ও তোমাকে বেশ একটু ভয় করে।"

সুধীরা আর কিছু বললে না, চুপ ক'রে রইল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আসাম মেলে কানাই হালদার, মোক্ষদা ঝি এবং রাখাল ঘটকের সহিত সে পলতাভাঙ্গার উদ্দেশে রওনা হ'ল। আসাম মেলে নাটোর পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে মোটরে বগুড়ার পথে মাইল দশেক, এবং সেখান থেকে মাইল দুয়েক কাঁচা রাস্তা দিয়ে পাল্কী এবং গোযানে পলতাডাঙ্গা। পলতাডাঙ্গা হ'তে আত্রাই নদী আধ মাইলটাক উত্তরে।

গৃহে যখন তারা উপনীত হ'ল তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা। দোতলার দক্ষিণ দিকের বারান্দায় সুধীরাকে নিয়ে গিয়ে কানাই হালদার বললে, "ঐ দেখ, এত রাতেও বকুলগাছ তলায় চেয়ারে শুয়ে রয়েছে।"

কৃষ্ণা প্রতিপদের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে সুধীরা দেখলে যুক্ত পদদ্বয় প্রসারিত ক'রে একজন যুবক ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে। হাতে একটা ধূমায়িত মোটা চুরুট, মাঝে মাঝে তাতে টান দিচ্ছে। কানাইয়ের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে সুধীরা বললে, "ঐ আপনাদের বীরেন চাটুয্যে?"

কানাই বল্‌লে, "ঐ।"

"ওর অত দম্ভ, অত প্রতাপ ?"

এ কথার কানাই কোন উত্তর দিলেনা।

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা ক'রে সুধীরা বললে, "আচ্ছা, আজ থাক্। কাল সকালে সমস্ত খোঁজ খবর নিয়ে সন্ধ্যাবেলা যা করবার করলেই হবে।" বলে' বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করবার জন্য প্রস্থান করলে।

৩

সকালবেলা চা পানের পর দক্ষিণ দিকের বারান্দায় ব'সে বীরেন অভিনিবেশ সহকারে পল্ আইন্‌ৎসিগের "এক্সচেঞ্জ কণ্ট্রোল" নামক অর্থনীতি বিষয়ের পুস্তক পাঠ করছিল। 'আর্বিট্রেজ অপারেশনের' দুশ্চেছ্য জটিলতায় মনটা গভীরভাবে ব্যাপৃত রয়েছে এমন সময় রতন বাঁড়ুয্যের কন্যা প্রভা এসে উপস্থিত হ'ল।

উপমার ভাষা দিয়ে যদি প্রভাময়ীকে বর্ণিত করতে হয় তাহ'লে সে যেন বসন্ত সন্ধ্যার খানিকটা অনিশ্চিত দমকা হাওয়া,—হঠাৎ কখন আসে আর হঠাৎ কখন যায় তার কিছুই স্থিরতা নেই। তার বয়স যখন পনের বৎসর তখন সে একবার বাতশ্লেষ্ম বিকারে মরণাপন্ন হয়। আয়ুর কাছে হার মেনে ব্যাধি যখন বিকারগ্রস্ত মস্তিষ্ককে পরিত্যাগ ক'রে গেল, তখন দেখা গেল প্রভাময়ীর প্রকৃতির মধ্যে সে একটা স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছে—এমন একটু উচ্ছলতা অস্থিরতা যার অস্তিত্ব রোগের পূর্বে কোনো দিনই দেখা যায় নি। সে-ও হ'ল আজ প্রায় পাঁচ বৎসরের কথা।

এই দীর্ঘকালের মধ্যে উপশমের কিছুমাত্র লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়ায় প্রভাময়ীর প্রকৃতির এই চপলতাকে লোকে ক্রমশঃ মস্তিষ্ক

যৌতুক

বিকৃতির প্রথম অবস্থা ব'লে স্থির ক'রে নিয়েছে। এই রকম একটা অপবাদের জনশ্রুতি থাকৃলে কন্যার বিবাহ দেওয়া, বিশেষত রতন বাড়ুয্যের মত অর্থ এবং সামর্থ্যহীন অলস পিতার পক্ষে কি রকম কঠিন ব্যাপার সে কথা না বললেও চলে। তা ছাড়া, সংসারে আপনার জন বলতে রতনলালের এই মেয়েটি ভিন্ন দ্বিতীয় আর কেউ নেই। গৃহিণী অনেক দিন হ'ল গত হয়েছেন, এবং একমাত্র পুত্র রামলাল এমন হুঁসিয়ার ব্যক্তি যে, উপার্জ্জনহীন বৃদ্ধ পিতা এবং অনূঢ়া বয়স্থা ভগ্নী জীবনযাত্রার পথে শুধু অনাবশ্যকই নয় পরন্তু গুরুভার বস্তু বিবেচনায় বন্ধ্যা পত্নীসহ সে শ্বশুরালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সেখানকার আর্থিক অবস্থা এরূপ যে, খানিকটা কায়িক পরিশ্রমের পরিবর্তে এবং খানিকটা তুষ্টিসাধনের সহায়তায় দুটি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করা খুব কঠিন নয়।

এই সকল কারণে কুড়ি বৎসর বয়সেও পলতাডাঙ্গার মত পল্লীগ্রামেও প্রভার বিবাহ হ'য়ে ওঠেনি। তা ছাড়া, অন্ধের একমাত্র যষ্টি অপসৃত হ'লে পথ চলার কি উপায় হবে তার দুশ্চিন্তা রতনলালের গোপন মনে বোধ করি এই কর্ত্তব্য-বিচ্যুতি অপরাধের একটা কৈফিয়ৎ স্বরূপ বর্তমান ছিল।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বীরেনের পিছন দিকে উপস্থিত হ'য়ে প্রভা ডাক দিলে, "বীরুদা!"

পুস্তকের মার্জিনে পেন্সিল দিয়ে নিবিষ্ট মনে নোট লিখতে লিখতে অবনত মুখে বীরেন বললে, "কি বল?"

"আমি এলাম।"

তেমনি অবনত মুখেই বীরেন বললে, "বেশ করলে। চেয়ারটা টেনে নিয়ে মিনিট পাঁচেক একটু চুপ ক'রে বোসো।"

"বসবার আমার সময় নেই।"

"তা হ'লে দাঁড়াও।"

"দাঁড়াবারও সময় নেই।"

অগত্যা বইটা বন্ধ ক'রে টেবিলের উপর রেখে প্রভার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বীরেন বললে, "তা হ'লে কি বলবে বল।"

এবার চেয়ারখানা বীরেনের কাছে টেনে নিয়ে উপবেশন ক'রে প্রভা বললে, "জমিদার বাড়ির টাটকা খবর কিছু জান?"

মাথা নেড়ে বীরেন বললে, "না। তুমি না বললে কেমন ক'রে জানব?"

প্রভাময়ীর মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল; বললে, "কি আশ্চর্য! আমি ছাড়া কি তোমার আর কেউ বলবার নেই?"

প্রসন্নস্মিতমুখে বীরেন বললে, "নেই, তা'ত তুমি নিজেই জান প্রভা। তোমাদের জমিদার বাড়ির গোপন খবর জানবার আর আমাকে জানাবার তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বল? আমার নামে জমিদারের কাছে নালিশ করতে কানাই হালদার কলকাতায় গিয়েছে, সে খবরও ত তুমিই আমাকে দিয়েছিলে।"

প্রভা বল্‌লে, "কানাই হালদার কাল সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে ফিরে এসেছে,—কিন্তু একা নয়।"

বিস্মিত কণ্ঠে বীরেন বললে, "একা নয়? সঙ্গে গুণ্ডা নিয়ে এসেছে না-কি?"

যৌতুক

বীরেনের কথা শুনে প্রভা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল ; বললে, "গুণ্ডাই বটে। তবে, এ গুণ্ডার মাথায় খোঁপা, হাতে চুড়ি, পরণে শাড়ি।"

শুনে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বীরেন বললে, "সর্ব্বনাশ! তোমার বিবরণ শুণে প্রাণে যে কাঁপুনি ধরে গেল! এ-ও ত' গুণ্ডাই দেখচি! দেহে হানা না দিয়ে এ একেবারে মনের মধ্যে হানা দেবে!"

বিরক্তি ও বিস্ময় মিশ্রিত স্বরে প্রভা বললে, "মনের মধ্যে হানা দেবে বলছ?"

"দেবে না?—মাথায় খোঁপা, হাতে চুড়ি, পরণে শাড়ি যদি চুল ছাটা, গায়ে পাঞ্জাবী, পরণে ধুতির মনে হানা না দেয় ত' কে দেবে শুনি?"

"ওমা! তা হ'লে তোমার স্বভাব ত ভাল নয় দেখচি!"

প্রভার কথা শুনে বীরেন উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল ; বললে, "আমার স্বভাব যে ভাল নয়, তা কি তুমি আজ দেখচ প্রভা?"

বীরেনের মন্তব্যে প্রভা একেবারে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠল। তীক্ষ্ণ খন্‌খনে কণ্ঠে বললে, "মিথ্যে অপবাদ দিয়োনা বলছি! তুমি আমার ওপর কি অন্যায় ব্যবহার করেছ শুনি, যাতে তোমার স্বভাব ভাল নয়, এর আগে আমি দেখেছি?"

অপ্রতিভ হ'য়ে বীরেন ব্যগ্র কণ্ঠে বললে, "না, না প্রভা, আমি কি তোমার মতো লক্ষ্মীমেয়ের উপর অন্যায় ব্যবহার করতে পারি? —ও মিছিমিছি বলছিলাম।"

বীরেনের অনুতাপ প্রকাশে প্রভা খানিকটা নরম হ'ল বটে, কিন্তু

তবুও গজ্ গজ্ করতে করতে বল্‌তে লাগল, "মিছিমিছিই বা বলবে কেন? একে ত' যখন-তখন তোমার কাছে আসি ব'লে লোকে কত কথা শোনায়—তার ওপর তুমি যদি নিজেই বল যে তোমার স্বভাব ভাল নয়, তা হ'লে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায় বল দেখি?"

মুখের মধ্যে একটা কপট গাম্ভীর্যের রেখাপাত ক'রে বীরেন বললে, "খুবই খারাপ দাঁড়ায়। কিন্তু তুমি যখন-তখন আমার কাছে আস ব'লে লোকে তোমাকে কী বলে প্রভা?"

প্রভার মুখের উপর একটা ক্ষীণ রক্তিম আভা দেখা দিলে; বললে, "তা-ও শুনতে হবে না-কি?"

"বল না, শুনি।"

মুখে অঞ্চল চাপা দিয়ে বীরেনের প্রতি পুলককুঞ্চিত কটাক্ষপাত ক'রে প্রভা বললে, "বলে, আমি তোমার কাছে আসি ঘটকালি করবার জন্যে।"

বিস্ময়বিমূঢ়কণ্ঠে বীরেন বললে, "ঘটকালি করবার জন্যে? কার ঘটকালি প্রভা?"

"আমার নিজের গো!" ব'লে প্রভা খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

"উত্তরে তুমি কি বল?"

"উত্তরে?—উত্তরে আমি বলি, পাগল ব'লে সত্তিসত্যিই ত আমি এমন পাগল নই যে, বীরুদার সঙ্গে নিজের ঘটকালি করতে যাব।"

অসন্তোষসূচক মাথা নেড়ে বীরেন বললে, "না, ও-রকম কথা ব'লে নিজেকে খাটো কোরো না, আর আমাকেও অযথা বাড়িয়ে তুলোনা;—অন্য কথা বোলো।"

"কি কথা বলব তবে?" সবিস্ময়ে প্রভা জিজ্ঞাসা করলে।

বীরেন বললে, "কি কথা বলবে, তা ভেবে-চিন্তে তোমাকে আমি অন্য সময়ে বল্‌ব অখন। এখন জমিদার বাড়ির কি খবর বল? কানাই হালদার কাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে?"

প্রভা বললে, "জমিদারের মেয়ে সুধীরাকে, আর রাখাল নামে অ...-একটা লোককে।"

"এই রাখাল লোকটি কে? জমিদারের ভাবী জামাই?"

সজোরে মাথা নেড়ে প্রভা বললে, "না গো না! রাখাল হচ্ছে সুধীরার দূর সম্পর্কের দাদা।"

বীরেন বললে, "তা হবে। কিন্তু অনেক সময়েই বড় লোকদের বাড়ির এই দূর সম্পর্কের দাদারা পরে নিকট সম্পর্কের স্বামী হয়, তা জান?"

প্রভা বললে, "তা আমি জানিনে। কিন্তু তুমি একটু সাবধানে থেকো বীরুদা; ওই রাখাল লোকটাকে আমার ভারি ভয় করে।"

মাথা নেড়ে বীরেন বললে, "রাখালকে তেমন ভয় করিনে প্রভা,— হাজার হোক সে পুরুষ মানুষ, তাকে কতকটা বুঝি। বড় জোর সে না হয় লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসবে। কিন্তু সত্যি ভয় করি তোমার ওই সুধীরাকে। মেয়ে-মানুষ, বিশেষত বিয়ে হ'য়ে যে মেয়েমানুষের মুখে লাগাম পড়ে নি, সে যে কি বিষম উৎপাত তা তুমি একটুও জান না। যে-সব প্রাণী হেরে কাঁদে আর কেঁদে জেতে, তাদের কি ক'রে হারাতে হয় তা আমি একেবারেই বুঝিনে।"

প্রভা বললে, "তোমার এ-সব কথাও আমি ঠিক বুঝিনে বীরুদা,

কিন্তু মোট কথা, তুমি একটু সাবধানে থেকো। রাখাল লোক ভাল নয়

"কি করে জানলে? তুমি আজ তোমাদের মন্দাকিনী পিসীর কাছে গিয়েছিলে না-কি?"

"আজ নয়, কাল সন্ধ্যার পর গিয়েছিলাম। তার একটু আগে ওরা এসেছে। তুমি তখনো বকুল গাছ তলায় চেয়ারে ব'সে আছ। জানালা দিয়ে রাখাল তোমাকে দেখে এসে বললে, "আচ্ছা আজকের দিনটা যাদুমনি থাকুন, কাল একেবারে চেয়ার শুদ্ধ তুলে পুকুরে ফেলে দেবো।' শোন কথা!"

বীরেন বললে, "কথা শুনে রাখালকে ত খানিকটা বোঝা গেল, কিন্তু সুধীরাকে একটুও বুঝতে পারছিনে। সে আমাকে কোথায় ফেলে দেবে?—একেবারে আত্রাই নদীর গর্ভে না-কি? তুমি তাকে কিছু বুঝলে কি-না বল।"

প্রভা বল্‌লে, "সুধীরাকে ত' এই নতুন দেখছিনে, অনেকবারই দেখেছি। আর যাই হোক, সে যে রাখালের মত অভদ্র হবে না তা নিশ্চয়।" এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে বললে, "রাখালটা কি ছোটলোক জান বীরুদা? কাল রাত্রে যখন চ'লে আসছি তখন একলা পেয়ে আমাকে বলছে, এরি মধ্যে চললে কেন? আর একটু থাক না, আমি পৌছে দিয়ে আসব অখন।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বীরেন বললে, "তোমাকে তুমি ব'লে সম্বোধন করলে?"

প্রভা বললে, "তা'ত করলেই, পরে যা করলে তা আরো বিশ্রী।"

"কি করলে ?"

প্রভাময়ী বলতে লাগল, "আমি যখন বললাম যে, এ গ্রামের পথ-ঘাটে আমাকে কারো এগিয়ে দেবার দরকার হয় না, তা যত রাত্রিই হোক না কেন, তখন বললে, 'তা না হ'লেও ঐ ছল করে তোমার বাড়িটা ত আমার দেখা হয়ে থাকত।' ব'লে নিঃশব্দে এমন একটা কুৎসিৎ হাসি হাসলে যা মনে ক'রে এখনো আমার গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করছে! ওরা মনে করে বীরুদা, ওরা জমিদার পক্ষের লোক ব'লে আমাদের মত গরীব লোকদের ওপর ওরা যা খুসী তাই দুর্ব্যবহার করতে পারে।"

প্রভাময়ীর কথা শুনে বীরেনের সমস্ত অন্তরটা ক্রোধে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠল। ক্ষণকাল নিঃশব্দে অবস্থান ক'রে সে বললে, "আচ্ছা, এর শাস্তি আমার হাত থেকে শীঘ্রই হয়ত সে পাবে, কিন্তু ও হতভাগা গ্রামে থাকতে তুমি আর জমিদার বাড়ি যেয়ো না প্রভা।"

সহাস্যমুখে প্রভা বললে, "তা কি ক'রে হবে বীরুদা? তোমার বিষয়ে খবর নেবার জন্যে আমাকে দিনে অন্তত একবার ক'রে জমিদার বাড়ি যেতেই হবে। কিন্তু তুমি ভয় ক'রো না একটুও,—সাধ্য কি রাখালের আমার কোনো অনিষ্ট করে, বিশেষত ও বাড়িতে যতক্ষণ মন্দাকিনী পিসি আছেন।" ব'লে আর বীরেনের কথার জন্য অপেক্ষা না ক'রে ক্ষিপ্রপদে প্রস্থান করলে।

৪

এই মন্দাকিনী পিসী সুধীরার পূর্বোক্তা মেজ পিসিমা। এঁরই সহিত বছর পঁচিশেক পূর্বে বীরেনের পিতা বিনোদবিহারীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হ'য়েছিল। কিন্তু কি কারণে সে সম্বন্ধ চৌধুরী বংশের তদানীন্তন কর্তা বিজয়শঙ্কর অর্থাৎ উমাশঙ্করের জ্যেষ্ঠতাত, নাকচ ক'রে দিয়েছিলেন, সে কথা এই আখ্যায়িকার সূত্রপাতেই কথিত হ'য়েছে। ব্যাপারটা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুধু কৌলিক প্রশ্নের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। একটা ফৌজদারী মকর্দমায় বীরেনের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ পিতামহ ফরিয়াদি বিজয়শঙ্করকে অসঙ্গতভাবে সাহায্য করতে স্বীকৃত না হওয়ায় বিজয়শঙ্করের মনের মধ্যে একটা আক্রোশ বর্তমান ছিল। বাহিরের লোক অবশ্য একথা কিছুই অবগত ছিল না, সেজন্য তারা বিজয়শঙ্করের কৌলিক মর্য্যাদা বিষয়ে অত্যধিক নিষ্ঠা দেখে একটু বিস্মিত হয়েছিল।

বিনোদবিহারীর সহিত সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েই বিজয়শঙ্কর পলতাডাঙ্গা হ'তে ক্রোশ দশেক দূরবর্তী চণ্ডীতলা গ্রামের এক জমিদার-পুত্রের সহিত মন্দাকিনীর বিবাহ স্থির ক'রে ফেললেন। বিবাহের পর স্বামীগৃহে উপনীত হ'য়ে মন্দাকিনীর বুঝতে বিলম্ব হ'ল না যে, এই বিবাহের দ্বারা চৌধুরী বংশের আভিজাত্য যদি বা একান্তই রক্ষিত হ'য়ে থাকে

ত' দুশ্চরিত্র মণ্ডপ স্বামীর যূপকাষ্ঠে তাঁকে নিবেদিত ক'রেই তা হয়েছে।

সে যাই হোক, কোথাকার কোনো একটা স্থূল বিচারবোধের অনুগ্রহেই বোধকরি, মন্দাকিনীকে তাঁর গ্লানিকর সধবা-জীবনের সৌভাগ্য বেশিদিন বহন করতে হয়নি; নিঃসন্তান বৈধব্যের পরম সম্পদ মাথা পেতে নিয়ে চরিত্রহীন দেবরের অবৈধ আচরণে উত্যক্ত হ'য়ে তিনি একদিন পলতাডাঙ্গার জমিদারগৃহে ফিরে এলেন। সেই যে প্রবেশ করলেন, তারপর একদিনেরও জন্ম সে গৃহ হ'তে নির্গত হননি; এমন কি চিকিৎসার্থে কলিকাতা যাবার জন্য উমাশঙ্করের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও নয়। এই দুরপনেয় একগুঁয়েমির মূলে বোধ হয় সেই দলের উপর একটা দুশ্ছেদ্য অভিমান ছিল, যে দল শুধু তাদের কুলমর্যাদার দিকেই দৃষ্টি রেখেছিল, একটি অসহায়া কুলকন্যার ব্যক্তিগত শুভাশুভের প্রতি রাখেনি।

প্রভা চ'লে যাওয়ার পর 'আরবিট্রেজ' সমস্যার মোহ গেল কেটে, 'এক্স্‌চেঞ্জ্‌ কন্‌ট্রোলে'র বন্ধ-করা পাতা আর খুলতে ইচ্ছা হ'ল না। বই, খাতা, পেন্সিল টেবিলের দেরাজের মধ্যে পুরে বীরেন দ্বিতলের বারান্দায় উপস্থিত হ'ল। উত্তরের বারান্দা থেকে চৌধুরীবাড়ি স্পষ্ট দেখা যায়। বীরেনদের বাড়ির কিছু উত্তরেই বিবাদী জমি, তার উত্তরে চৌধুরীদের বিখ্যাত রুইপুকুর, এবং পুষ্করিণীর অপর পারে আর-কিছু দূরে জমিদারদের সুবৃহৎ অট্টালিকা।

রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্চেনা, কিন্তু মনে হ'ল চৌধুরী বাড়ির দ্বিতলের বারান্দায় ইজি-চেয়ারে শয়ন ক'রে একটি তরুণী বই

পড়ছে। সে-ই বোধ হয় সুধীরা। আর এক ব্যক্তি চঞ্চলভাবে চেয়ারের আশে-পাশে ইতস্তত বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। সে নিশ্চয় রাখাল।

রাখালকে বীরেন ইতিপূর্বে কখনো দেখেনি, কিন্তু সুধীরা তার কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। বৎসর দুই পূর্বে কলিকাতার কয়েকটি কলেজের ছাত্রছাত্রী কর্তৃক অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভায় সুধীরা চৌধুরী প্রবন্ধ পাঠ করেছিল। প্রবন্ধের মধ্যে রচনা-শক্তির অসংশয়িত প্রমাণ লাভ ক'রে বীরেন খুসি হয়েছিল যথেষ্ট, কিন্তু সুন্দরী কিশোরী রচয়িত্রীর অপরূপ মূর্ত্তি এবং সুমধুর কণ্ঠস্বর যে তন্মধ্যে অনেকখানি মাধুর্য্যের সঞ্চার করেছিল সে বিষয়েও সন্দেহ ছিল না। বীরেন তখন জানত না যে, সুধীরা চৌধুরী তাদের গ্রামের জমিদার-দুহিতা সুধীরা রায়চৌধুরী। জানলে হয়ত অতটা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সে করত না, আলোচনায় আহূত হ'য়ে যতটা সেদিন করেছিল; হয়ত বা আলোচনা থেকে একেবারে নিরস্তই থাকত।

পরিচয় জানবার একটা আগ্রহ ছিল ব'লেই বোধ হয় অল্পদিনের মধ্যেই একজন সহপাঠীর নিকট হ'তে পরিচয়টা জানতে পারলে। জেনে কিন্তু মনটা দ'মে গেল। মনে হ'ল, শীতল বলিয়া ও চাঁদে সেবিনু, ভানুর কিরণ দেখি! পুরাতন বংশবিদ্বেষের স্মৃতিটা আবার নূতন ক'রে আলোড়িত হ'য়ে মনটাকে ঘুলিয়ে দিলে।

আজ কিন্তু দীর্ঘকাল পরে দূর থেকে সুধীরার অস্পষ্ট আকৃতি দেখে স্পষ্ট মনে পড়ে গেল সেই সাহিত্য-সভার দিনের তার প্রশংসাবিমূঢ় মুখের শোভা,—আনন্দে আরক্ত, কিন্তু সঙ্কোচে বিহ্বল,—মনে প'ড়ে

গেল বীরেনের প্রতি তার চকিত-কৃতজ্ঞ চক্ষের কয়েকবারের ঘনঘন দৃষ্টিপাত এবং ঘনঘন দৃষ্টি নত করা। মোহ সেদিন হ'য়েছিল তা অস্বীকার করা চলে না, এবং একথাও অস্বীকার করা চলে না যে,পরিচয় অবগতির পর সে মোহের প্রায় সবটাই কেটেও গিয়েছিল। কিন্তু আজ যখন এই উপলব্ধি মনের মধ্যে সুস্পষ্ট হ'ল যে, একটা আসন্ন সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে দুরতিক্রম্য বংশবিদ্বেষগত ব্যবধানটা সহসা বিলুপ্ত হবার উপক্রম করেছে, তা সে বিলুপ্তির যথার্থ মূল্য যাই হোক না কেন, তখন মনের এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যলোকে নূতন ক'রে একটা মোহ উৎপন্ন হ'ল। মনে হ'ল সংঘর্ষ তা হ'লে মিলনেরই রুদ্রমূর্তি, বিরোধ তা হ'লে বৈরাগ্য নয়।

রেলিং-এর উপর ভর দিয়ে বীরেন সকৌতুক চিত্তে তার একটি মাত্র দিবসের চিত্তজয়িনীকে জয় করবার উপায় নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হ'ল। আসন্ন বৈরাচরণের কথা মনে হ'তেই মনের মধ্যে কেমন ক'রে কোথা দিয়ে একটা করুণার অনুভূতি জেগে উঠল। মনে হ'ল, সংগ্রামে যখন অবতরণ করতে হচ্ছে তখন আঘাত দিতেই হবে, কিন্তু সংগ্রামের কোনো অবস্থাতেই তা যেন অযথা-কঠোর না হয়। সুকুমার শিকারকে ব্যাধের জাল যেন আবদ্ধই করে, আহত না করে। এ কথা তাকে সব সময়ে মনে রাখতে হবে যে, এ পর্যন্ত সে শুধু বিদ্যালয়ের সব-কটা পরীক্ষাই খ্যাতির সহিত পাশ ক'রে আসেনি, মোহনবাগান ক্লাবের একজন শ্রেষ্ঠ ফুটবল, হকি ও টেনিস খেলোয়াড়রূপে সব খেলাতেই সে প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়ের নীতি অনুসরণ ক'রে এসেছে। সুতরাং, জয়-পরাজয় যে একই মালার দু'টি ফুল, এ কথা তার কোনো সময়েই ভুললে চলবে না।

৩

যৌতুক

বৈশাখের রৌদ্র প্রখর হ'য়ে উঠেছে। বিবাদী জমির বকুল গাছের উপর একটা দোয়েল বহুক্ষণ ধ'রে শিস দিচ্ছিল। অদূরে নোনা বনে গোটা দুই হাঁড়িচাচা পাখী ঝপ্ ঝপ্ ক'রে এ গাছ থেকে ও গাছে উড়ে বেড়াচ্ছে। বাড়ির কাছেই একটা কলমের আমগাছে কড়াই বেরিয়েছে, কিন্তু তখনো সমস্ত মঞ্জরী ঝ'রে পড়েনি ব'লে শাখায় শাখায় মৌমাছির ভন্‌ভনানি। বীরেন তার চিন্তাস্বপ্ন থেকে জাগ্রত হ'য়ে নিচে নেমে এল।

রান্নাঘরে উপস্থিত হ'য়ে সে পাচককে জিজ্ঞাসা করলে, "বামনঠাকুর, রান্নার কত দেরী ?"

পাচকের নাম হরিরাম চক্রবর্তী। নিবাস বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর মহকুমায়। হরিরাম গত দশ বৎসর চাটুজ্যে পরিবারে পাচকের কাজ করছে। অধ্যয়ন কালে বীরেন যখন কলিকাতায় স্বতন্ত্র বাসা ক'রে বাস করত, তখন হরিরামই বরাবর তথায় পাচকের কার্যে নিযুক্ত ছিল। এখনও বীরেন একাকী কোথাও গেলে সে ই তার সঙ্গে যায়।

হরিরাম বললে, "আর দেরী নেই দাদাবাবু, আপনি চান করতে করতে রান্না শেষ হ'য়ে যাবে।"

বীরেন বললে, "আচ্ছা, আমি তা হ'লে স্নান করতে চললাম।" মনে মনে বললে, সকাল সকাল আহার সেরে দিব্যি একটা নিদ্রা দেওয়া, নিদ্রাভঙ্গে বৈকালিক চা-পান শেষ ক'রে মোটা একটি চুরুট ধরানো. তারপর ডেক্-চেয়ারটি মুড়ে নিয়ে বকুলতলায় অবতীর্ণ হ'য়ে যুদ্ধ ঘোষণা করা। তারপর হার জিত,—সে রইল ভাগ্যদেবীর অঞ্চলে

বাধা। হারলেও যেখানে জিত, জিতলেও যেখানে হার, সেখানে কোন্ মূর্খ হার জিত নিয়ে মাথা ঘামায়।

"গণ্শা!"

প্রবল চীৎকারে সমস্ত বাড়িটা কেঁপে উঠ্‌ল। অদূরে শ্রীমান গণেশ মনের সুখে বৃহৎ তাম্রকূট সেবনে নিযুক্ত ছিল, প্রভুর হুঙ্কার শুনে কলকে ফেলে ছুটে এল।

"দাদাবাবু!"

"স্নানঘর্ ঠিক?"

"ঠিক দাদাবাবু!"

"অল্ রাইট্! থ্যাঙ্ক ইউ গণেশ!"

ইংরাজি কথার বুকনি শুনে কথোপকথন সাঙ্গ হয়েছে মনে ক'রে গণেশ পরিত্যক্ত কলকের দিকে পা চালিয়েছিল, এমন সময়ে বীরেন পুনরায় ডাক দিলে, "গণ্শা!"

একটু অপ্রসন্ন চিত্তে ফিরে এসে গণেশ বল্‌লে, "দাদাবাবু!"

"তোর শুঁড় গেল কোথায়?"

সবিস্ময়ে গণেশ বললে, "শুঁড়?"

"শুঁড়?"

"শুঁড় কোথায় পাব গো? শুঁড় ছিল না-কি যে যাবে?"

চক্ষু কুঞ্চিত ক'রে বীরেন বললে, "না গেলেই যদি না থাকে, তা হ'লে নেই কেন শুনি?"

গণেশের মুখমণ্ডলে উৎকণ্ঠার চিহ্ন দেখা দিলে; বল্‌লে, "এই দেখ, কথার ফের দিয়ে মাথা গুলিয়ে দেবার মতলব। ভাল করে আবার বল, বুঝে দেখি।"

যৌতুক

বীরেন বললে, "আর বুঝে দেখতে হবে না। যা পালা, আজকে আমার সময় নেই।"

"তা আমারই আছে না-কি?" ব'লে গণেশ প্রস্থান করলে। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পুনরায় ফিরে দাঁড়াল; বললে, "চান্ করতে গেলে না যে? আবার পাছু ডাকবে না তো?"

বীরেন হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল, "এঁহ্, ভারি ত তিথি করতে চলেছেন, যে, পাছু ডাকবে না-তো। এদিকে আয়!"

নিকটে উপস্থিত হ'য়ে গণেশ বললে, "কি বলবে বল।"

"এই সকাল বেলা তোর মুখে কিসের গন্ধ বেরুচ্চে বল্।"

গণেশের মুখে বিমূঢ়তার চিহ্ন ফুটে উঠল; মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, "বোধ হয় নেবু পাতারই হবে।"

কষ্টে হাস্য দমন ক'রে বীরেন বল্‌লে, "নেবুপাতার গন্ধ কি মড়া-পোড়া গন্ধের মত হয়?"

"তবে বোধ করি কম হ'য়ে থাকবে, বলত আর কিছু পাতা চিবিয়ে আসি।"

বীরেন বললে, "ওই পাতকুয়োর ধারের বাতাবি নেবু গাছের সমস্ত পাতা মুড়িয়ে চিবোগে যা।"

"শোন কথা! তাই কথনো কোনো মনিষ্যি পারে!" ব'লে গণেশ প্রস্থান করলে। বীরেনও সহাস্যমুখে স্নানঘরে প্রবেশ ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে।

৫

"পিসিমা!"

অপরাহ্ণে খিড়কির পুষ্করিণী থেকে স্নান ক'রে এসে মন্দাকিনী সবেমাত্র শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করেছেন, সুধীরার আহ্বান শুনে দ্বারের সম্মুখে এগিয়ে এসে বললেন, "আয় সুধা, ঘরের ভেতর আয়।"

মন্দাকিনীর সম্বোধন শুনে সুধীরার পরলোকগতা জননীর কথা মনে প'ড়ে গেল। পদান্তের আকারটিকে 'ধ'-র পশ্চাতে টেনে এনে তিনি সুধীরাকে সংক্ষিপ্ত ক'রে সুধা বলে ডাকতেন। মন্দাকিনী কিন্তু চিরদিনই সুধীরাকে সুধীরা ব'লেই সম্বোধন করেন; আজ হঠাৎ কি কারণে বহু-পুরাতন দিনের ডাকটি মনে পড়ল এবং সেই ডাকই অবলীলাক্রমে মুখের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এল, তা তিনি নিজেও হয়ত ঠিক বুঝতে পারলেন না। আজকের সন্ধ্যাকাল কোন্ দুর্ঘটনার পথে কি ভাবে পরিণতি লাভ করবে তার দুশ্চিন্তায় সমস্ত দিন তাঁর মনের মধ্যে একটা উদ্বেগ বাসা বেঁধে আছে। পাছে তার পঙ্ক কোনো প্রকারে সুধীরাকে মলিন করে সেই মাতৃজনোচিত উৎকণ্ঠাবশতই বোধকরি এই বিস্মৃতপ্রায় মাতৃ ব্যবহৃত সম্বোধনের স্বতঃপ্রকাশ।

ভয় সুধীরাকে নিয়ে তত নয়, যত রাখালকে নিয়ে। তার বচনে-

আচরণে এমন একটা ইতরতার পরিচয়, যার দ্বারা রায়চৌধুরী পরিবারের আভিজাত্য খর্ব হবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। তবে এ কথাও মন্দাকিনীর কয়েকবার মনে হয়েছে যে, গত সন্ধ্যা হ'তে আজ সমস্ত দিন যে ব্যক্তি অবিরত কদর্য প্রস্তাব এবং উৎকট আস্ফালন ক'রে বেড়াচ্ছে, কার্যকালে তার বস্তুত্ব হয়ত দেখা যাবে না। কিন্তু নির্মল ক্ষেত্রের উপর পঙ্কলেপনের জন্যে তেমন-কিছু শক্তিরও ত প্রয়োজন হয় না।

মন্দাকিনীর আহ্বানে দ্বারের দিকে খানিকটা অগ্রসর হ'য়ে সুধীরা বললে, "তোমার ঘরের ভেতর ঢুকতে কিন্তু ভয় করে পিসিমা।"

সহাস্যমুখে মন্দাকিনী বললেন, "কেন, ভয় কিসের শুনি? আমার ঘরে বাঘ আছে, না ভালুক আছে?"

সুধীরা বল্‌লে, "না, সে-সব কিছু নেই। কিন্তু এমন সব ধোয়া মোছা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে, ভয় হয় কোথায় কি নোংরা ক'রে দেবো।" বলে মৃদুস্মিতমুখে হাসতে লাগল।

এক ধমক দিয়ে মন্দাকিনী বললেন, "ঢের হয়েছে। আর ভদ্রতা করতে হবে না, ঘরে এসে বোস্!" তারপর হাসতে হাসতে সুধীরা ঘরে প্রবেশ ক'রে আসন গ্রহণ করলে বললেন, "আজ না হয় কলেজে-পড়া মেয়ে হ'য়ে খুব কায়দা ক'রে কথা বলতে শিখেছিস্; কিন্তু তোর মা মারা যাওয়ার পর ক্রমান্বয়ে তিন বছর যখন আমার কাছে ছিলি, তখন আমার বিছানা যে তোর ঘর-বাড়ি ছিল সে-কথা ভুলে গিয়েছিস্?"

সুধীরা বল্‌লে, "একটুও ভুলিনি পিসিমা। আর, আদর-যত্নের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে মার কথা কতখানি আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিলে সে-কথাও

একটু ভুলিনি। মনে হ'ত একজনকে হারিয়ে আর-একজনকে পেয়েছি।" মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে বললে, "পিসিমা!"

"কি মা?"

"তুমি আজ আমাকে সুধা ব'লে ডাকলে কেন? কোনো দিন ত আমাকে ও নামে ডাকোনি।"

এক মুহূর্ত নীরব থেকে মন্দাকিনী বললেন, "ও নামে তোকে কে ডাকত তা' জানিস্?"

"জানি। মা ডাকতেন।"

"তোর মা বেঁচে থাক্‌লে আজ যে-ভাবে তোকে ডাকতেন সেই ভাবে তোকে ডাকবার দরকার আছে ব'লে হয়ত আমার মনে হয়েছিল সুধীরা।"

আবদারের সুরে সুধীরা বল্‌লে, "আর সুধীরা নয় পিসিমা, এবার থেকে তুমি আমায় সুধা ব'লেই ডেকো।"

"ভাল লাগবে?"

"লাগবে। কিন্তু তুমি অকারণে বড্ড বেশী ভাবছ পিসিমা। কি এমন পরাক্রান্ত লোক বীরেন চাটুয্যে যে, এত লোক-লস্কর আমলা-কর্মচারী নিয়ে তাকে জব্দ করতে আমাদের বেগ পেতে হবে।"

মন্দাকিনী বললেন, "পরাক্রান্ত কি-না জানিনে, কিন্তু নিতান্ত সহজ লোক নয় ওই বীরেন চাটুয্যে। রূপে-গুণে বিদ্যা-বুদ্ধি শক্তি-সামর্থ্যে মানে-মর্যাদায় ওর মতন আর একটি ছেলে শুধু পলতাডাঙ্গায় কেন, সারা বগুড়া জেলায় নেই। লাঠির চোটে ওকে জব্দ করা খুব সহজ হবে না সুধা। আর, তাই কি লাঠিতেই ও কারুর চাইতে কম? হাতে

যদি একখানা লাঠি কোনো রকমে জোটে তা হ'লে একাই সে পঁচিশটে লেঠেলের রোক সামলাতে পারে।"

বিস্মিত কণ্ঠে সুধীরা বললে, "ও লাঠি খেলতেও পারে না-কি?"

মন্দাকিনী বল্‌লেন, "কি যে ও পারে না, তা'ত জানি নে। কেন, ও ত' তোদের কলকাতারই মোহনবাগান ক্লাবের বীরেন চাটুয্যে—ওর নাম তোরা শুনিস্ নি?"

মন্দাকিনীর কথা শুনে সুধীরার বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না। চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বললে, "ও মা, তাই না-কি? সেই বীরেন চাটুয্যে?"

দুই বৎসর পূর্বে সাহিত্য-সভায় যে তরুণ সমালোচক তার প্রবন্ধের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল সে যে মোহনবাগান ক্লাবেরই বীরেন চাটুয্যে এ কথা তার জানা ছিল। দৈবক্রমে তারই সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত! অপরিমিত প্রশংসা প্রাপ্তির ফলে সেদিন মনের মধ্যে যে সুমিষ্ট কৃতজ্ঞতা উদ্ভূত হয়েছিল তার কথা স্মরণ ক'রে সুধীরা মনে মনে একটু বিমূঢ়তা বোধ করলে। কিন্তু সে মুহূর্তেরই জন্যে; পরমুহূর্তেই নিজের দুর্বলতাকে অপসৃত ক'রে দিয়ে সে বল্‌লে, "কিন্তু পিসিমা, তোমার পরামর্শ মত আজকে হবে মুখে মুখে বাক্‌যুদ্ধ, লাঠির যুদ্ধ ত' আজ নয়।"

একটু চুপ ক'রে থেকে মন্দাকিনী বল্‌লেন, "সেই জন্যে ত আজকেই বেশি ভয়। মুখ যত সহজে ভদ্রলোকের মান নষ্ট করতে পারে, লাঠি তত সহজে পারে না।"

সুধীরা বল্‌লে, "কিন্তু যে লোক পরের জমিতে চড়াও হ'য়ে দখল-

জারি করতে আসে তার কি বিপক্ষ পক্ষের কাছ থেকে ভদ্র ব্যবহার প্রত্যাশা করা উচিত ?"

এ প্রশ্নের কতখানির উত্তর দেওয়া সমীচীন হবে ঠিক নির্ণয় করতে না পেরে একটু ইতস্ততভাবে মন্দাকিনী বল্‌লেন, "কিন্তু এর মূলে কতখানি ভদ্রব্যবহারের কথা আছে তা জানা থাকলে তুই হয়ত এত জোরের সঙ্গে এ কথা বলতে পারতিসনে সুধা।"

সুধীরা বললে, "আমি সব জানি পিসিমা। যেটুকু ভাল ক'রে জানতাম না, পলতাডাঙ্গায় আসবার আগে বাবার মুখ থেকে তা-ও শুনে এসেছি। কিন্তু সে ত' অনেক দিনের কথা চুকে-বুকে গেছে, এতদিন পরে আবার সেই পুরোণো বিবাদটা ঝালিয়ে তোলা উচিত হচ্ছে কি ওদের ?"

মন্দাকিনী মনে মনে বল্‌লেন, আক্রোশ আর বিদ্বেষ নিয়ে যারা একদিন মাতামাতি করেছিল তাদের হয়ত চুকে বুকে গিয়েছে, কিন্তু সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ পর্যন্ত যে বুকের রক্ত দিয়ে পলে পলে শোধ করছে তারও চুকে গিয়েছে কি ? প্রকাশ্যে বললেন, "সব জিনিষ অত সহজে চুকে যায়না সুধা। কোথাকার জল কতদূরে গড়িয়ে আসে তা' কি কেউ বলতে পারে ? কিন্তু সে কথা যাক, আমাদের হচ্ছে জমিদারের ঘর, একবার যা গেলে জমিদার সহজে তা ওগরায় না। ও জমি বীরেন চাটুয্যেকে কিছুতেই দখল করতে দেওয়া হবে না, জমি থেকে তাকে তাড়াতে হবেই। সেই কাজের ভার নিয়ে তুই দাদার কাছ থেকে এসেছিস্ তা জান্‌তে এ গ্রামের আর কারো বাকি নেই। যা করবি, এই পুরানো জমিদার বংশের মর্যাদার মতন ক'রেই করিস। এমন কোন

নোংরা কাজ যেন না হয় যাতে তোর গায়ে তার কাদা ছিটকোয়। তোর প্রতি আমার এই একান্ত অনুরোধ সুধা।"

সুধীরা বললে, "অনুরোধ কেন বলছ পিসিমা, আদেশ বল। কিন্তু আমার ওপর কি সেটুকু বিশ্বাস নেই তোমার?"

মাথা নেড়ে মন্দাকিনী বললেন, "তোকে নিয়ে আমার একটুও ভয় নেই মা। কিন্তু, কিন্তু—"

মন্দাকিনীর বিমূঢ় অপ্রতিভ ভাব দেখে সুধীরা হেসে ফেললে; বললে "যার নাম করতে তোমার অত কিন্তু হচ্ছে পিসিমা, স্বচ্ছন্দে তার নাম ক'রে যা খুসি বলতে পার, কারণ তোমার চেয়ে আমার তার ওপর একবিন্দুও বেশি শ্রদ্ধা নেই।"

"তবে নিয়ে এলি কেন ওকে?"

সুধীরার ওষ্ঠে মৃদু হাস্য দেখা দিলে; বললে, "নিয়ে আসিনি পিসিমা, জোর ক'রে এসেছে।"

মন্দাকিনী বললেন, "তা হ'লে জোর ক'রে ওকে আটকে রাখিস - বীরেনের কাছে যেতে দিস্‌নে। তোর ত' একপাল লেঠেল আছে, তাদের লেলিয়ে দিস্‌, আমি কিছু বলব না; কিন্তু মেথরের হাঁড়ি, কেরাসিন তেলের পিচকিরি—এ সব কি ব্যাপার সুধা? এতখানা বয়সে এই রায় চৌধুরীদের ঘরে বিবাদ-বিসম্বাদ ত কম দেখলাম না, কিন্তু সব সময়েই সামনা-সামনি লাঠালাঠি দিয়ে তার আরম্ভ আর শেষ হয়েছে। এ রকম হাঁড়ি আর পিচকিরির ইতরোমি ত' কখনো শুনিনি!"

মন্দাকিনীর কথা শুনে সুধীরার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; বললে, "এ সব কথা তুমি কার কাছে শুনলে পিসিমা? রাখল দাদার মুখে?"

যৌতুক

মন্দাকিনী বললেন, "না, ঠিক এ কথাগুলো তার মুখে শুনিনি; ঘণ্টাখানেক আগে হালদার মশায় এসে বলছিলেন যে, এই সব ব্যবস্থা তৈরি রাখবার জন্যে রাখাল হুকুম জারি করেছে।"

"হালদার মশায় হুকুম তামিল করতে রাজি হয়েছেন?"

"রাজি হওয়া ত' দূরের কথা, অতিশয় বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু কুটুম্বের ছেলে, কিছু বলতেও পারছেন না। শুধু কি হালদার মশায়ই বিরক্ত হয়েছেন? রাখালের ইতর বুদ্ধি আর তম্বিতম্বার জন্যে পাইক-বরকন্দাজ থেকে আরম্ভ ক'রে সরকার-গোমস্তা পর্যন্ত কেউ তার ওপর সন্তুষ্ট নয়।"

ক্ষণকাল মনে মনে কি চিন্তা ক'রে সুধীরা বললে, "তুমি নিশ্চিন্ত থেকো পিসিমা, এসব কিছুই আমি হ'তে দেবোনা। কিন্তু একটা কথা যদি জিজ্ঞাসা করি, রাগ করবে না ত?"

মৃদু হেসে মন্দাকিনী বললেন, "বল্‌না কি বল্‌বি। রাগ করব কেন?"

পুনরায় অল্প একটু চিন্তা ক'রে একটু ইতস্ততভাবে সুধীরা বললে, "বীরেন চাটুয্যের জন্যে তোমার মনে একটু সহানুভূতি আছে,—না?"

মন্দাকিনী এক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলেন; তারপর মৃদুস্বরে বললেন, "সহানুভূতি বল্‌তে তুই কি মনে করছিস তা আমি ঠিক জানিনে সুধা; কিন্তু তাকে আমি শ্রদ্ধা করি।"

মন্দাকিনীর উত্তর শুনে সুধীরার চক্ষু বিস্ফারিত হ'য়ে উঠল। বীরেনের প্রতি সামান্য একটু সহানুভূতি হয়ত সে সহজেই সহ্য করতে পারত, কিন্তু শ্রদ্ধার কথা শুনে সে শুধু বিস্মিত নয়, একটু বিরক্তও হ'ল; বললে, "শ্রদ্ধা কর তুমি তাকে?—যে আমাদের সঙ্গে এমন ক'রে শত্রুতা করছে তাকে তুমি শ্রদ্ধা কর?"

মন্দাকিনীর ওষ্ঠাধরে মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিলে; শান্তকণ্ঠে বল্‌লেন, "শত্রু যদি মহৎ হয় তা হ'লে তাকেও শ্রদ্ধা না ক'রে উপায় নেই, এ কি তুই জানিসনে সুধা? বেশত, আমার চেয়ে তোর সঙ্গে তার বিবাদ ত' কম হবেনা, দেখি কেমন তুই তাকে শ্রদ্ধা না ক'রে রক্ষে পাস্।" ব'লে হাস্‌তে লাগলেন।

মন্দাকিনীর কথা শুনে সুধীরাও হেসে ফেল্‌লে। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজের সমস্ত শক্তি এবং দৃঢ়তাকে কেন্দ্রিত ক'রে নিয়ে বললে, "না, পিসিমা, উপস্থিত মহত্ত্বকে আমার শ্রদ্ধা করলে চলবে না, ঔদ্ধত্যকে শাসন করতেই হবে। বাবাকে আমি কথা দিয়ে এসেছি যে, ছেলের মতো তাঁর কাজ শেষ ক'রে আমি ফিরে যাব। সে কথা আমাকে রাখতেই হবে। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে আমার চলবে না।"

সুধীরার নিকটে এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রেখে ধীরে ধীরে নাড়া দিয়ে মন্দাকিনী বল্‌লেন, "কিন্তু দুর্বলতা তুই কাকে বলছিস সুধা? শত্রু হ'লেও শ্রদ্ধার পাত্রকে শ্রদ্ধা না করাই দুর্বলতা, এ কথাও কি তোকে বোঝাবার দরকার আছে আমার?"

প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে সুধীরা বল্‌লে, "না, পিসিমা, না; ও সুর তুমি আমার কানে দিয়ো না। আগে বীরেন চাটুয্যেকে জব্দ করা, তারপর তাকে সহানুভূতি করা শ্রদ্ধা করা—যা বলবে তাই করব। আগে কিন্তু কিছু নয়।"

সুধীরার বাক্যের মধ্যে মন্দাকিনীর কানে বাজল পুরাতন রায় চৌধুরী বংশের পুরুষানুক্রমভুক্তিত মদগর্বের সুর—তবে নারীসুলভ কোমলতা বশত হয়ত কিছু স্তিমিত। মুখ দিয়ে কথাটা প্রকারান্তরে

বেরিয়েও গেল ; সহাস্যমুখে বল্‌লেন, "হাজার হোক্, দেহের মধ্যে রায় চৌধুরী বংশেরই রক্ত বইছে ত !"

মন্দাকিনীর মন্তব্য শুনে সুধীরা হেসে ফেল্‌লে ; বল্‌লে, "সে রক্ত কি তোমারও দেহে বইছে না পিসিমা ?"

মন্দাকিনী মাথা নেড়ে বল্‌লেন, "সে রক্ত আমার দেহে নেই। অদৃষ্ট শিরা কেটে সে রক্ত আমার দেহ থেকে বার ক'রে নিয়েছে।"

অদূরে রাখালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সুধীরা বল্‌লে, "যে মানুষ, কাণ্ডজ্ঞান নেই ত', হয়ত জুতো পরেই তোমার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বে।" ব'লে ব্যস্ত হ'য়ে ঘর থেকে দ্রুতপদে বারান্দায় বেরিয়ে এল।

সুধীরাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে রাখাল বললে, "Hello সুধ্রা, তুমি এখানে আন্টির সাথে গল্প লাগিয়েছ, আর আমি সারা বাড়ি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি !"

রাখালের চলনে-বলনে একটা হাল্কা উল্লাসের পরিচয়।

সুধীরা বল্‌লে, "আন্টির সঙ্গে গল্প করছিলাম না, পিসিমার সঙ্গে গল্প করছিলাম। তোমাদের দেশের আন্টিকে আমাদের দেশে পিসিমা বলে।"

"I know,—কিন্তু তোমাদের দেশের জেঠি খুড়ি মাসি পিসী মামীর universal term হচ্ছে আমাদের দেশের আন্টি। Isn't it ? সুতরাং ঢের বেশি convenient। কিন্তু সে কথা যাক্, তোমাদের মহাবীর চাটুয্যের আবির্ভাবের সময় ত' হয়ে এল। এখন,কিভাবে তার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেছ বল ? বীর রস দিয়ে অভ্যর্থনা হবে,না বীভৎস রস দিয়ে ?"

সুধীরা বল্‌লে, "আমাদের বংশে বীভৎস রসের কারবার নেই, সুতরাং যা-কিছু হবে বীর রস দিয়েই হবে।"

যৌতুক

"কিন্তু যেমন কুকুর তেমনি মুগুর বলেও ত একটা কথা আছে সুধীরা। শুনছি তোমাদের কানাই হালদার দশজন লাঠিয়ালকে তৈরী থাকতে বলেছে। কিন্তু যে really চাবুক deserve করে, লাঠি মেরে তাকে সম্মানিত ক'রে লাভ কি?"

"কিন্তু কে তাকে চাবুক মারবে রাখাল দাদা?—তুমি?"

"অনায়াসে,—তোমার যদি আপত্তি না থাকে।"

মন্দাকিনীও বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন; বললেন, "না বাবা রাখাল, ওর আপত্তি না থাকলেও আমার আছে। তুমি কুটুমের ছেলে দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছ, তুমি আমোদ-আহ্লাদ করে ভালয় ভালয় ফিরে যাও, এই আমি কামনা করি। লড়ালড়ির মধ্যে তুমি যেয়ো না। বীরেন চাটুয্যেকে তুমি চেনো না,—সহজ লোক ও নয়।"

এ যে তার শারীরিক অনিষ্টের আশঙ্কায় আন্তরিক উদ্বেগ প্রকাশ নয়,—এর মধ্যে যে শূন্যগর্ভ দম্ভের প্রতি বিদ্রূপেরও প্রচ্ছন্ন দংশন আছে, তা বুঝতে না পেরে রাখাল মন্দাকিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "Pooh, Pooh! পিসি, তোমার ওই পাড়াগেঁয়ে বীরেন চাটুয্যেকে আমি আমার কড়ে আঙ্গুলের সমানও মনে করিনে। আমোদ-আহ্লাদের কথা বলছ, তা ওকে নিয়ে খোঁচাখুঁচি করেও ত' বেশ একটু আমোদ-আহ্লাদ করা যেতে পারে।" ব'লে হো হো ক'রে হেসে উঠল।

সুধীরা বল্‌লে, "ও কিন্তু শুধু পাড়াগাঁয়েরই বীরেন চাটুয্যে নয় রাখালদাদা,—ও তোমার কলকাতার মোহনবাগান ক্লাবেরও বীরেন চাটুয্যে—একজন নামজাদা sportsman।"

"নামজাদা sportsman? The idea!—মাত্র ক্যালকাটা ইউনি-

ভার্সিটির এম্‌-এ পাশ করা একটা ছোকরা, যার অস্ত্র হ'ল ষ্টিলের কলম আর শস্ত্র হ'ল কালির দোয়াত, সে একজন নামজাদা sportsman? Dear, dear me!—কিন্তু সে-কথা যাক সুধীরা, তুমি যদি আমাকে তোমার War office-এ Secretary ক'রে আটকে না রেখে Field Marshal ক'রে ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দাও, তা হ'লে দুর্বৃত্তকে আজকেই কান ধ'রে তোমার পায়ের তলায় হাজির করতে পারি।"

মৃদু হেসে সুধীরা বল্‌লে, "দোহাই রাখালদাদা, জয়টা অত হুড়মুড় ক'রে এলে রসভঙ্গ হবে। তার চেয়ে পিসিমা যে স্কীম্‌ ক'রে দিয়েছেন সেইটেই আমরা মেনে চল্‌ব।"

"পিসি স্কীম্‌ করে দিয়েছে?"

"হ্যাঁ পিসিমা, স্কীম্‌ ক'রে দিয়েছেন।"

"পিসি স্কীম্‌ করতে পারে?"

স্পষ্টতর স্বরে সুধীরা উত্তর দিলে, "হ্যাঁ পিসিমা স্কীম্‌ করতে পারেন।"

এবার রাখালের খেয়াল হ'ল। বল্‌লে, "আচ্ছা, পিসিমা কি স্কীম্‌ ক'রে দিয়েছেন শুনি।"

মন্দাকিনীর সহিত চোখাচোখি হ'য়ে সুধীরা হেসে ফেললে; বল্‌লে, "আমার ঘরে চল, বলছি।" যেতে যেতে পিছন ফিরে বল্‌লে, "তুমি নিশ্চিন্ত থেকো পিসিমা, লাঠি ছাড়া আর কিছুই যখন তোমার স্কীমে নেই তখন লাঠিছাড়া আর কিছুই চলবে না।"

বিস্মিত হয়ে রাখাল বল্‌লে "পিসিমা স্কীম্‌ বোঝেন?"

"বোঝেন।" ব'লে সুধীরা খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

মন্দাকিনী তখন ঘরের ভিতর প্রবেশ করেছেন।

৬

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। সবেমাত্র সূর্য অস্ত গেছে। সমস্ত দিন প্রখর তাপে দগ্ধ হ'য়ে দিনান্ত হ'য়ে এসেছে সুশীতল। বৈকালিক চা দ্বিতীয়বার শেষ করে একটা মোটা চুরুট ধরিয়ে বীরেন উচ্চৈঃস্বরে হাঁক দিলে, "করিম বক্‌স্!"

"হজুর!"

আহূত ব্যক্তি নিকটেই কোথাও ছিল, বীরেনের আহ্বান শুনে দ্রুতবেগে দৌড়ে এসে এক লাফে আড়াই ফুট উঁচু বারান্দার উপর উঠে দাঁড়াল। দীর্ঘ ছয় ফুট আকৃতি, কৃশ-কঠিন দেহের সর্বত্র দৃঢ় পেশীর পাক। দীর্ঘ-বিলম্বিত বাহু যেন শক্তির প্রয়োগের আগ্রহে সর্ব্বদা চঞ্চল হ'য়ে রয়েছে। চক্ষু ঈষৎ রক্তাভ, সুর্মার অবলেপের জন্য গভীর এবং অস্পষ্ট। মূর্ত্তি দেখলে আতঙ্ক হয়; মনে হয়, এর পশু-শক্তি একবার উজ্জীবিত হ'লে একটা কিছু সর্ব্বনাশ না ঘটিয়ে নিবৃত্ত হবে না।

বীরেন বল্‌লে, "ওস্তাদ, অব্‌ হম চলতাহুঁ।"

"ময় ভি সাথ চলুঁ?"

"অভি তো কুছ দরকার দেখাই নেহি পড়তা হায়। হম সিটি দেনে সে তুরন্ত পঁহুচ যানা; নহি তো নহি। সমঝা?"

যৌতুক

"বহুৎ খুব ! মেরে কান ঔর আঁখ হজুরকা উপর মোতায়েন রহেগা।"

কলিকাতার সুবিখ্যাত গুণ্ডা করিম বক্‌সের নাম বোধকরি অনেকের কাছেই অবিদিত নেই। দাঙ্গা-বিবাদ কালে করিম যেখানে কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছে সেখানে কোনো প্রতিপক্ষই সুবিধা করতে পারেনি। প্রমত্ত হ'য়ে সে যখন লাঠি চালাতে আরম্ভ করে তখন সে গুণ্ডাদেরও পক্ষে ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই করিম বক্‌সের নিকটেই বীরেনের লাঠি শিক্ষা। কানাই হালদার কলিকাতা গমন করলে, দাঙ্গা হাঙ্গামার সম্ভাবনা আশঙ্কা ক'রে বীরেন লোক পাঠিয়ে কলিকাতা থেকে করিম বক্‌সকে আনিয়ে রেখেছে। প্রয়োজন হ'লে কাজে লাগবে।

দেরাজ খুলে একটা জোরালো হুইস্‌ল্ বার ক'রে বীরেন পকেটে রাখলে, চামড়ার খাপে আবদ্ধ একটা কোনো বস্তু জামার অন্তরালে কটিতটে বেঁধে নিলে, তারপর টেবিলের উপর থেকে রবীন্দ্রনাথের একখানা 'ক্ষণিকা' সংগ্রহ ক'রে সেটাও পকেটে পুরে যথানিয়ম ডেক্-চেয়ারটা মুড়ে নিয়ে ধীর মন্থর পদে বকুলতলার দিকে অগ্রসর হ'ল। ওষ্ঠাধরে আবদ্ধ মোটা বর্মা চুরুট, মাঝে মাঝে নিঃশব্দে ধূম ত্যাগ করছে।

বকুলতলায় উপনীত হ'য়ে বীরেন জমিদার বাড়ির দিকে পিছন ক'রে চেয়ারটা রেখে উপবেশন করলে, তারপর "ক্ষণিকা"টা বার ক'রে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে অনুচ্চকণ্ঠে একটা কবিতা পড়তে আরম্ভ করলে,—

আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি
সেই আমাদের সুখ।

যৌতুক

তাদের গাছে গায় যে দোয়েল পাখী
তাহার গানে আমার নাচে বুক।
তাহার দুটি পাগল-করা ভেড়া
চ'রে বেড়ায় মোদের বট-মূলে,—

আচ্ছা, 'বটমূলে'টা না-হয় সহজেই 'বকুল-মূলে' ক'রে নেওয়া যেতে পারে। তারপর দেখা যাক্,

যদি ভাঙে আমার ক্ষেতের বেড়া,
কোলের পরে নিই তাহারে তুলে।
আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,—

মাথা নেড়ে কবিতার সুরেই বীরেন বল্‌লে, একবারেই মিল্‌ল না! আমাদের এই গ্রামের নামটি পলতাডাঙ্গা, আমাদের এই নদীর নামটি আত্রাই, আর আমাদের সেই তাহার নামটিও রঞ্জনা নয়; সুতরাং অন্য কবিতা দেখা যাক্। কয়েক পাতা উল্টে সে পড়তে লাগ্‌ল—

"হে নিরুপমা,
চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে করিও ক্ষমা।
এল আষাঢ়ের প্রথম দিবস—"

"বীরেন বাবু!"

পিছন ফিরে বীরেন দেখ্‌লে, 'আষাঢ়ের প্রথম দিবস' নয়, চৌধুরীদের কানাই হালদার। পশ্চাতে অনতিদূরে জনদশেক লাঠিয়াল লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে।

চেয়ারটা একটু ফিরিয়ে নিয়ে বীরেন বল্‌লে, "ব্যাপার কি হালদার

মশায়! একেবারে ফৌজ নিয়ে সেনাপতি হ'য়ে বেরিয়েছেন দেখছি! তা, যুদ্ধটা আমারই সঙ্গে না-কি?"

কানাই হালদার বল্‌লে, "আজ্ঞে হাঁ্যা, আপনারই সঙ্গে।"

বীরেন বল্‌লে, "কিন্তু আপনাদের দলে অতগুলো লাঠি, আর আমার একহাতে চুরুট আর অন্য হাতে কবিতার বই,—এ যুদ্ধ কি ন্যায় যুদ্ধ হবে? হয়, কিছুক্ষণের জন্যে আমাকে একটা লাঠি ধার দিন; নয়, একটু অপেক্ষা করুন, বাড়ি থেকে একটা যা হয়-কিছু জোগাড় ক'রে আনি।"

বীরেনের কথা শুনে কানাই হালদারের মুখ কালো হ'য়ে উঠল; কঠোর স্বরে বল্‌লে, "আপনি যে পরিহাস করছেন তা বুঝতে পারছি; কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক পরিহাসের মতো হবে না, এ কথাও আপনাকে ব'লে রাখলাম। আজ অবিশ্যি লাঠালাঠি হবে না, কারণ মনিব-পক্ষ থেকে আজকের জন্যে সে বিষয়ে নিষেধ আছে; কিন্তু এখনো আপনি অবুঝ হ'লে ভবিষ্যতে লাঠালাঠি করতে ইতস্তত করব না, এ কথা আপনাকে জানাবার আদেশ পেয়ে এসেছি।"

বীরেন বল্‌লে, "তা'ত এসেছেন; কিন্তু আপনি আমাকে ভারি বিপদে ফেলেছেন হালদার মশায়।"

তীক্ষ্ণ কুঞ্চিত চক্ষে বীরেনের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে কানাই হালদার বল্‌লে, "অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ, আপাতত আপনার মনিব পক্ষ ত' স্ত্রীলোক?"

"হাঁ্যা, তিনি আমার প্রভুকন্যা।"

"একজন স্ত্রীলোককে এই লাঠালাঠির মধ্যে এনে ফেলে আপনি অত্যন্ত অন্যায় করেছেন।"

যৌতুক

কানাই হালদারের চক্ষু আরও কুঞ্চিত হয়ে উঠল; তীব্র কণ্ঠে বললে, "কেন, শুনি?"

"একজন স্ত্রীলোককে শিখণ্ডী ক'রে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমার প্রতি অবিচার হবেনা কি?"

উত্তেজিত কণ্ঠে কানাই হালদার বল্‌লে, "না, নিশ্চয়ই হবে না! তাঁকে শিখণ্ডী করা হবে, এ কথা আপনাকে কে বল্‌লে?" তারপর হঠাৎ মনে পড়ল সুধীরা বাপের কাছে দম্ভ ক'রে এসেছে যে, বীরেনকে শাসন করবার ব্যাপারে সে তাঁর একজন ছেলের মত আচরণ করবে। খুশি হ'য়ে কথাটা উমাশঙ্কর নিজেই কানাই হালদারের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। মনে হ'ল উপস্থিত সেই কথাটা প্রয়োজনের আকারে প্রয়োগ করতে পারলে বীরেনের অনুযোগের উপযুক্ত উত্তর দেওয়া হবে; বললে, "আর, তা ছাড়া আমার প্রভুকন্যাকে একজন স্ত্রীলোক ব'লেই বা আপনি মনে করবেন কেন? আপনার এই ব্যাপারের পক্ষে তাঁকে একজন পুরুষের মতই বিবেচনা করবেন।"

কানাই হালদারের কথা শুনে বীরেনের মুখে কৌতুকের মৃদু হাস্য ফুটে উঠল; বল্‌লে, "আপনি কিন্তু সত্যি-সত্যিই হাসালেন হালদার মহাশয়! আমাকে বলছেন আপনার প্রভুকন্যাকে একজন পুরুষের মতো বিবেচনা করতে, আবার তাঁকে হয়ত গিয়ে বলবেন আমাকে একজন স্ত্রীলোকের মত বিবেচনা করতে। আচ্ছা, এ আপনার কিরকম বিবেচনা বলুন দেখি? আপনার প্রভুকন্যা আপনার কাছে যাই হোন না কেন, আমার কাছে তিনি স্ত্রীলোক ভিন্ন আর কিছুই নন।"

এমন সময়ে অকস্মাৎ অতর্কিতে একটা ব্যাপার ঘ'টে সকলকে

একেবারে চমকিত ক'রে দিলে। নিকটবর্তী একটা আমগাছের অন্তরাল থেকে এক ব্যক্তি পলতেয় আগুন ধরানো ছুঁচো বাজির মতো চোঁ ক'রে বেরিয়ে এসে বীরেনের সামনে দাঁড়িয়ে তর্জনী আস্ফালন ক'রে কম্পিত উত্তেজিত কণ্ঠে বল্‌লে, "না, আমি বলছি স্ত্রীলোক নন্!" হাতে তার একগাছা লিকলিকে বেত।

গভীর বিস্ময়ে এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে বীরেন বল্‌লে, "স্ত্রীলোক যদি নন, তা হ'লে কী তিনি? পুরুষ?"

"Shut up you fool! মহিলা।-স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোক! জান তুমি কত বড় মহীয়সী মহিলার সম্পর্কে কথা বলছ?"

সহসা বীরেনের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর আকৃতি ধারণ করলে; গভীর স্বরে সে বল্‌লে, "হঠাৎ চিন্‌তে পারি নি!" তারপর কানাই হালদারের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করলে, "এ ব্যক্তি কে হালদার মশায়? -আপনাদের সেই রাখাল ঘটক না-কি?"

রাখাল ঘটকের এইরূপ নাটকীয় আবির্ভাবে এবং বীরেনের সহিত অমর্যাদাসূচক কথাবার্তায় কানাই হালদার একটু বিশেষ রকম বিমূঢ়তা অনুভব করছিল; স্খলিতকণ্ঠে বল্‌লে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি আমাদের দিদিমণির সম্পর্কীয় দাদা মিষ্টার রাখালচন্দ্র ঘটক।"

দৃঢ়স্বরে বীরেন বল্‌লে, "দেখুন আমি আপনাদের মনিবপক্ষকে বুঝি, তাঁদের আমলা পক্ষকেও বুঝি। কিন্তু যে ব্যক্তি আপনাদের মনিবপক্ষেরও কেউ নয় আমলা পক্ষেরও কেউ নয়, সেই বাজে তৃতীয় পক্ষকে আমি একটুও বুঝিনে, এবং সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করি!"

এই নিষ্করণ তাচ্ছিল্যের অপমানে রাখাল একেবারে ক্ষিপ্ত হ'য়ে

উঠল। সরু ক্যাঁক্‌কেঁকে গলায় উচ্চৈঃস্বরে বল্‌লে, "মনিব পক্ষের কেমন কেউ নই তা দেখাচ্চি তোমাকে! এখনি যদি এখান থেকে দূর না হও তা হ'লে এই বেত তোমার পিঠে ভাঙব!" তারপর সহসা সক্রোধে খানিকটা এগিয়ে এসে চিৎকার ক'রে উঠল, "Get you out, you damn swine!" হাতের বেতটাও একবার আকাশের দিকে আস্ফালিত হ'ল। যদিও আসল ভরসা তার দশজন লাঠিয়ালের লাঠির উপরই ছিল।

ধীরে ধীরে বীরেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটা সবেগে একদিকে নিক্ষেপ করলে, 'ক্ষণিকা'টা পাক দিয়ে ঘুরিয়ে চেয়ারের ক্যানভাসের উপর ফেললে, তারপর অকস্মাৎ অকারণ এমন একটা বিকট চিৎকার ক'রে উঠল যে, নিকটবর্ত্তী লোকদের ত' কথাই নেই, দূরে একতলার বারান্দায় সমবেত হ'য়ে সুধীরা প্রভৃতি যারা বকুলগাছ তলার ঘটনা-পরিণতির জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল, তারা পর্য্যন্ত চমকে উঠল।

সেই চিৎকারের মধ্যেই চক্ষের পলকে কোথা দিয়ে কেমন ক'রে কী যে হ'ল তা বোঝা গেল না। দেখা গেল নিমেষের মধ্যে বীরেন রাখালের পিছন দিকে উপস্থিত হয়েছে এবং পর মুহূর্ত্তেই দেখা গেল রাখালের হস্তচ্যুত হ'য়ে বেতটা সপাৎ ক'রে রুইপুকুরের জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাখাল সুড়ুৎ ক'রে বীরেনের দুই বাহুর উপর স্থানান্তরিত হ'য়ে প্রতিবাদ স্বরূপ সবেগে হাত পা ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে। রাখালের দুই হাঁটুর তলায় বীরেনের বাম বাহু, গলার তলায় দক্ষিণ বাহু।

অকস্মাৎ অচিন্তিত ভাবে মোড় নিয়ে ব্যাপারটা যেরূপ দাঁড়াল

তার মধ্যে কৌতুক এবং করুণ রসের এমন আধিপত্য যে, লাঠির কথা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হ'য়ে লাঠিয়ালরা কী যে করবে তা ভেবে পেলেনা, এবং কানাই হালদার অতিমাত্রায় বিপন্ন বোধ ক'রে হতাশভাবে একবার জমিদার বাড়ির দিকে এবং একবার বীরেনের বাহু-আবদ্ধ হতভাগ্য রাখালের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিক্ষেপ করতে লাগল। এ কীল নয়, চড় নয়, গালিগালাজ নয় যে, সোজাসুজি এর কোনোপ্রকার প্রত্যাঘাত করা চলে। বাহুবদ্ধ ক'রে কোনো ব্যক্তিকে বুকের উপর চেপে ধ'রে তুলিয়ে নিয়ে বেড়ানোকে সাধারণ প্রচলিত অপরাধ-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি-না, তা কানাই হালদার বা তার দলের কেহই নির্ণয় করতে পারলে না।

এদিকে রাখাল বীরেনের বজ্রবেষ্টনের মধ্যে বন্দী হ'য়ে সমানে দুই পা ছুঁড়ে চলেছে আর মুখে বলছে, "নাবিয়ে দাও!—ভাল হবে না বলছি! নাবিয়ে দাও আমাকে!"

অপদার্থ দুর্বৃত্তের পীড়নে সমবেদনা ত' কারো মনে নেই-ই, উপরন্তু যেন অচেতন মনে মজা-দেখার আনন্দের উৎস খুলেছে।

রুইপুকুরের জলের ধারে নিয়ে গিয়ে বীরেন বার তিন চার রাখালকে দোল দিয়ে বল্লে,"বলেছিলে না চেয়ার শুদ্ধ তুলে আমাকে জলে ফেলে দেবে?—কি রকম মজাটা হয় একবার ফেলে দিয়ে দেখাব না-কি?"

প্রস্তাব শুনে রাখাল আতঙ্কে কম্পিতকণ্ঠে চিৎকার ক'রে উঠ্‌ল, "হালদার মশায়, মেরে ফেল্‌লে!"

তখন কানাই হালদার ছুটে গিয়ে বীরেনের দুই হাত চেপে ধরলে; বল্লে, "করেন কি! কলকাতার লোক, সাঁতার জানেন না হয়ত।"

কানাই হালদারের কথা শুনে প্রাণের ভয়ে রাখাল প্রায় কেঁদে ফেল্‌লে; বললে, "হয়ত নয়, একটুও জানিনে!"

বীরেন বল্‌লে, "ভয় নেই, কীচক বধ করব না। শুধু ভয় দেখাচ্ছিলাম।"

তারপর পুকুরের অপর পাড়ে জমিদার বাড়ির দিকে চেয়ে দেখে বল্‌লে, "ঐ দেখুন, আপনার প্রভুকন্যারাও ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। চলুন, একে ওঁর কাছেই ফেলে দিয়ে আসি, উনি যা ভাল বোঝেন করবেন।" ব'লে রাখালকে বহন ক'রে ধীর পদক্ষেপে জমিদার গৃহের অভিমুখে অগ্রসর হ'ল।

এ অবস্থায় আর কী করা যেতে পারে ভেবে না পেয়ে নিরুপায় কানাই হালদার এবং তার লাঠিয়ালের দল বীরেনের পিছনে পিছনে খানিকটা ব্যবধান রেখে চলতে লাগল, এবং নিরতিশয় গোলযোগের জটিল ব্যাপারটা ধীর কিন্তু নিশ্চিত গতিতে তাদেরই মধ্যে এসে পড়বার উপক্রম করেছে দেখে জমিদার গৃহের বারান্দায় সুধীরা এবং তার দলবল উৎকট কৌতূহলে এবং উদ্বেগে চঞ্চল হ'য়ে উঠল।

পুষ্করিণীর একটা দিক প্রদক্ষিণ ক'রে বীরেন যখন অর্দ্ধাধিক পথের শেষে বারান্দার কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন তার বাম দিকে সহসা একটা প্রাণখোলা কৌতুকের উচ্চ হাসি খিল্ খিল্ ক'রে উচ্ছলিত হ'য়ে উঠল। একটা মাধবী লতার পাশে দাঁড়িয়ে প্রভাময়ী হেসে আকুল হচ্ছিল।

ধীরে ধীরে প্রভাময়ীর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে বীরেন বললে, "এ ভাল নয় প্রভা, কারো সর্বনাশ আর কারো পৌষ মাস,—এ কিন্তু

ভাল নয়।" তারপর প্রভার দিকে বার দুই রাখালকে ধীরে ধীরে দুলিয়ে দিয়ে আবার সুধীরাদের দিকে অগ্রসর হ'ল।

সুপ্রশস্ত বারান্দা; দুইখানা হেলান দেওয়া চওড়া বেঞ্চ এবং কতকগুলা চেয়ার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। বীরেন যখন সিঁড়ি ভেঙ্গে রাখালকে বহন ক'রে বারান্দায় প্রবেশ করল তখন উদগ্র উত্তেজনায় সকলে দাঁড়িয়ে উঠেছে।

পুষ্করিণী থেকে দূরে এসে এবং আপন জনের নিকটবর্তী হ'য়ে রাখালের সাহস কতকটা ফিরে এসেছিল, পুনরায় সজোরে হাত পা নাড়তে নাড়তে বলতে লাগল, "নাবিয়ে দাও বলছি! শীগগীর নাবিয়ে দাও!— নইলে মজা দেখিয়ে দেবো!"

নিঃশব্দে কিন্তু সজোরে রাখালকে টিপে ধ'রে বীরেন বললে, "দুষ্টুমি কোরোনা, তা হলে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাব।" তারপর সুধীরার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে মাথা একটু নত ক'রে স্মিতমুখে বললে, "নমস্কার। প্রথম সাক্ষাতে দু'হাত জোড় ক'রে যে একবার নমস্কার ক'রে নেবো সে সৌভাগ্য হ'লনা, দু'হাতই জোড়া।"

যুক্তকরে সুধীরা বললে, "নমস্কার। কিন্তু এ কি ব্যাপার বলুন তো। এ আপনি কেন করলেন?" এ ছাড়া আর কি ব'লে প্রতিবাদ করবে, তা ভেবে পেলে না।

বীরেন বললে, "কেন করলাম তা বলছি। তার আগে বন্ধুকে ভাল ক'রে শুইয়ে দিই।" ব'লে একটা ইজিচেয়ারের ক্রোড়ে রাখালকে শুইয়ে দিয়ে বললে, "লক্ষ্মী হ'য়ে চুপটি করে শুয়ে থাক, দুষ্টমি করেছে কি, আবার তুলে নিয়েছি।" তারপর সুধীরার সম্মুখে এসে বললে,

"আচ্ছা, আপনি কলকাতা থেকে এসেছেন, বেশ করেছেন ;—একটা লাঠালাঠির ব্যবস্থা ক'রে দিন, আমরা দুই পক্ষ উৎসাহের সঙ্গে মাথা-ফাটাফাটিতে লেগে যাই। কিন্তু দেহে শক্তি নেই, মুখে ময়লা কথা,—এমন একটা নোংরা লোককে কেন সঙ্গে এনেছেন বলুন ত ?"

বীরেনের কথা শুনে সুধীরার মুখমণ্ডলে উদ্বেগ ঘনিয়ে এল ; ব্যগ্র কণ্ঠে বললে, "কি আপনাকে বলেছেন উনি ?"

"এমন বিশেষ কিছু বলেন নি, শুধু বলেছেন, তাঁর হাতের বেতটা আমার পিঠের উপর ভাঙ্গবেন, আর damn swine ব'লে আমার প্রতি মধুর সম্ভাষণ করেছেন। মাত্র এই পর্যন্ত,—আর বেশী-কিছু নয়।" ব'লে বীরেন হো হো ক'রে হেসে উঠল। নিতান্ত অবজ্ঞার সহিত কৌতুক-পরিহাসের মধ্য দিয়ে ষোল-আনা প্রতিশোধ গ্রহণ ক'রে তার মন হাল্কা হ'য়ে গিয়েছিল।

বিরক্তি এবং ক্রোধে সুধীরার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল। মুহূর্তের জন্যে রাখালের উপর তীব্র ভ্রুকুটি ক'রে বীরেনের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "অন্যায়! ভারি অন্যায়! আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্চি বীরেনবাবু।"

বীরেন কিছু উত্তর দেওয়ার পূর্বেই চেয়ারের উপর সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে রাখাল বললে, "তুমি ওর কাছে ক্ষমা চাইছ সুধীরা? আর ও তোমাকে কি বলেছে জান? ও তোমাকে স্ত্রীলোক বলেছে, আর আমাকে বলেছে তৃতীয় পক্ষ!"

রাখালের অভিযোগ শুনে এত বিরক্তির মধ্যেও সুধীরার মুখে অতি ক্ষীণ একটা হাস্যরেখা মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল।

যৌতুক

বীরেন বললে, "এ অপরাধ আমি সত্যিই করেছি। আপনাকে স্ত্রীলোক বলেছি, আর যে প্রথম পক্ষও নয়, দ্বিতীয় পক্ষও নয়, তাকে বলেছি তৃতীয় পক্ষ। এ'তে যদি অপরাধ হ'য়ে থাকে ত দণ্ড দিন, গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমি বলি মিস্ চৌধুরী, স্ত্রীলোককে স্ত্রীলোক না বললেই অপরাধ করা হয়। সেই জন্যে হালদার মশায় আপনাকে পুরুষ ব'লে বিবেচনা করতে আমাকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমি আপনাকে স্ত্রীলোক ব'লেই বিবেচনা করব স্থির করেছি।"

কানাই হালদার এতক্ষণ অনেকটা নিশ্চিন্ত চিত্তে একদিকে দাঁড়িয়ে আপন মনে কৌতুক উপভোগ করছিল; বীরেনের কথা শুনে ব্যস্ত হ'য়ে হাঁ হাঁ করে এগিয়ে এসে বললে," আরে, কি কথায় কি কথা বলছেন বীরেন বাবু! আমি কি ছাই ঐ অর্থে ও কথা বলেছিলাম? আম্যর বলবার উদ্দেশ্য ছিল"—

কিন্তু উদ্দেশ্যটা প্রকাশ ক'রে বলবার সময় পাওয়া গেল না,— বীরেনের জামার হাতায় হঠাৎ দৃষ্টি পড়ায় সুধীরা চমকে উঠল; বললে, "ইস্! আপনার জামায় এত রক্ত কিসের? হাত কেটে গেছে না-কি? হাতাটা সরান ত', দেখি।"

জামার হাতাটা বীরেন সরিয়ে দিতে একটা বেশ বড় রকম ক্ষত দৃষ্টিগোচর হ'ল। আর্ত কণ্ঠে সুধীরা বললে, "তাই ত, এ যে অনেকটা কেটে গেছে। কেমন ক'রে কাটল?"

বীরেনের মুখে নিঃশব্দ হাস্য দেখা দিলে; বললে, "এ কাটা নয় মিস্ চৌধুরী, এ কামড়। আপনার রাখালদাদার শুধু জিভই চলে না, দাঁতও চলে।" ব'লে হাসতে লাগল।

যৌতুক

বীরেনের কথা শুনে ঘৃণায় এবং বিরক্তিতে সুধীরার মুখ মলিন বর্ণ ধারণ করলে। অর্ধাবরুদ্ধ কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হ'ল, "ছি, ছি, লজ্জার কথা!" তারপর ইতস্তত দৃষ্টিপাত ক'রে মোক্ষদা ঝিকে দেখতে পেয়ে বললে, "শীগগির আমার ঘর থেকে টিঞ্চার আয়োডিনের শিশটা নিয়ে আয় মোক্ষদা।"

বীরেন বললে, "কেন? টিঞ্চার আয়োডিন কি হবে? হাইড্রো-ফোবিয়ার ভয় করছেন না-কি?" ব'লে হো হো ক'রে হেসে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তেই গম্ভীর হ'য়ে বললে, "আমি অন্যায় করেছি মিস্ চৌধুরী,—আমার এই অসঙ্গত মন্তব্যের জন্যে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সুধীরা বললে, "ক্ষমা করবার কথা ত' আমার নয়। অপরাধ যখন আমাদের দিকে প্রথম, তখন আপনার সব-কিছু বলাই শোভা পায়।"

বীরেন বললে, "কিন্তু আপনার ক্ষমা চাওয়ার পর আর একটা কথাও বলা শোভা পায় না, মিস্ চৌধুরী। অপরের অপরাধের জন্যে আপনি নিজে ক্ষমা চেয়েছেন,—একথা আমার এত শীঘ্র ভুলে যাওয়া উচিত হয়নি।"

এ কথার আর কোনো উত্তর না দিয়ে একটা চেয়ার বীরেনের দিকে একটুখানি ঠেলে দিয়ে সুধীরা বললে, "ততক্ষণ বসুন।"

"ধন্যবাদ। এখন আর বসব না, চল্লাম।"

"টিঞ্চার আয়োডিনটা লাগিয়ে যান।"

বীরেন বললে, "আপনি দয়া ক'রে টিঞ্চার আয়োডিন আনতে

পাঠিয়েছেন সে জন্যে সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু টিনচার আয়োডিন আমার নিজের কাছেও আছে, গিয়ে লাগিয়ে নোবো অখন। আপনারা লাঠির ব্যবস্থা করেছেন সন্দেহ ক'রে। একেবারে আট আউন্স আয়োডিনের বোতল আনিয়ে রেখেছি।" ব'লে হাসতে লাগল। তারপর রাখালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "যদি তেমন কিছু অপরাধ ক'রে থাকি ক্ষমা কোরো রাখাল দাদা।"

উত্তরে রাখাল অস্পষ্ট স্বরে বিড়বিড় ক'রে কি বললে,—ক্ষমাই করলে, না অভিসম্পাত দিলে—তা ঠিক বোঝা গেল না।

সুধীরার দিকে ফিরে যুক্তকর উত্তোলিত ক'রে বীরেন বললে "আচ্ছা, নমস্কার।"

মৃদুস্বরে সুধীরা বললে, "নমস্কার।"

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে দ্রুতপদে মোক্ষদা উপস্থিত হ'য়ে সুধীরার হাতে তাড়াতাড়ি টিঞ্চার আয়োডিনের শিশিটা দিলে।

সুধীরা বললে, "এসেই যখন পড়ল, তখন না-হয় একটু লাগিয়ে যান।"

"আচ্ছা দিন। শাস্ত্রেও যখন আছে লব্ধং নৈব পরিত্যজেৎ।" ব'লে তার দক্ষিণ বাহুটা সোজাসুজি সুধীরার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, "দু-চার ফোঁটা ফেলে দিন, তা হ'লেই হবে।"

তাকে যে ঔষধও প্রয়োগ করতে হ'তে পারে, একথা সুধীরার পূর্বে খেয়াল হয়নি। কিন্তু ঘটনার সহজ গতিতে শিশিটা যখন তার নিজের হাতেই এসে পড়ল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আহত ব্যক্তিও তার দিকে হাত বাড়িয়ে ধরলে, তখন নিতান্ত সামান্য এই কাজটুকুর জন্য অপর কাহারও

হস্তে শিশিটা অর্পণ করতে সে সঙ্কোচ বোধ করলে। ছিপি খুলে শিশির মুখে লাগিয়ে সে সন্তর্পণে ফোঁটা ফেলতে লাগল—

এক ফোঁটা,
দু' ফোঁটা,
তিন ফোঁটা,
চার ফোঁটা,
পাঁচ ফোঁটা।

টাটকা ক্ষতর মুখে টিঞ্চার আয়োডিন প্রয়োগ করলে কিরূপ ভীষণ জ্বালা উপস্থিত হয় তা সুধীরার অবিদিত ছিল না। ফোঁটা ফেলতে ফেলতে একবার সে বীরেনের মুখের দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করলে। দেখলে সে মুখে জ্বালা-যন্ত্রণার চিহ্ন মাত্র নেই, শান্ত প্রসন্ননেত্রে সে তার সুন্দরী সেবিকার দিকে তাকিয়ে আছে, যেমন তাকিয়ে থাকে মুগ্ধ নিশীথিনী পূর্ণিমার চন্দ্রের দিকে।

ছ' ফোঁটা,
সাত ফোঁটা,
আট ফোঁটা,
ন' ফোঁটা।

শিশিটা তুলে ধ'রে সুধীরা জিজ্ঞেস করলে, "হয়েছে ?"

"আমার ত' মনে হয় হয়েছে।"

"এই দিকের কোণটায় আর একটু দিই।"

"দিন।"

যৌতুক

পুনরায় শিশির মুখে ছিপিটা ধ'রে সুধীরা সযত্নে ফোঁটা ফেলতে লাগল,—

দশ ফোঁটা,

এগার ফোঁটা,

বার ফোঁটা।

শিশির মুখে ছিপি এঁটে শিশিটা মোক্ষদার হাতে দিয়েই সুধীরা দেখলে একখণ্ড পরিষ্কার ফালি আর খানিকটা বোরিক উল হাতে নিয়ে মন্দাকিনী পাশে দাঁড়িয়ে। এতক্ষণ মন্দাকিনী অন্দর মহলে নিজের কাজকর্মে রত ছিলেন, প্রভাময়ীর মুখে দংশনের সংবাদ অবগত হ'য়ে তাড়াতাড়ি এই দু'টি দ্রব্য নিয়ে বাহিরে এসে দেখেন সুধীরা বীরেনের ক্ষতয় টিঞ্চার আয়োডিন প্রয়োগ করছে। তুলা এবং বস্ত্রখণ্ড সুধীরার হাতে দিয়ে বললেন, "ভাল ক'রে বীরেনের হাতটা বেঁধে দে সুধা।"

সজোরে মাথা নেড়ে বীরেন বললে, "না, না পিসিমা, বাঁধবার কোনো প্রয়োজন নেই। টিঞ্চার আয়োডিন দেওয়া হয়েছে, তাই যথেষ্ট।"

মন্দাকিনী কিন্তু বীরেনের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য ক'রে বললেন, "ধুলো-টুলো পড়লে বিষিয়ে উঠ্‌তে পারে। যতক্ষণ না বেশ শুকিয়ে যায় বেঁধে রাখাই ভাল। দে সুধা, ভাল ক'রে বেঁধে দে।"

ফোঁটা ফেলা একরকম চলেছিল, কিন্তু ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে সত্যই একটু কুণ্ঠার উদয় হ'ল। তুলা এবং ফালিটা মন্দাকিনীর দিকে এগিয়ে ধ'রে সুধীরা বললে, "তুমিই বেঁধে দাও না পিসিমা।"

মন্দাকিনী বল্‌লেন, "না, না,—দে না বাপু বেঁধে। তোর চেয়ে কি আমি ভাল বাঁধতে পারব?"

বাঁধতে কুণ্ঠা হয় বটে, কিন্তু বারংবার আপত্তি করার কুণ্ঠাও তদপেক্ষা কম নয়। অগত্যা তুলা্না সামান্য একটু পিঁজে নিয়ে ক্ষতর উপর স্থাপিত ক'রে সুধীরা ধীরে ধীরে কাপড়ের ফালিটা তার উপর জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধলে, তারপর হাতের কাছে অপর কোন জিনিষের অভাবে আপন ব্লাউজ থেকে একটা সেফটিপিন্ খুলে নিয়ে ব্যাণ্ডেজের আলগা মুখটা এঁটে দিলে।

সুধীরার মুখের উপর সহাস্য দৃষ্টিপাত ক'রে বীরেন বল্‌লে, "অসংখ্য ধন্যবাদ। আচ্ছা, এখন তাহ'লে চল্লাম।" মন্দাকিনীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বল্‌লে, "চল্লাম পিসিমা!"

মন্দাকিনী বললেন, "এস বাবা।"

রাখালের চেয়ারের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বীরেন বল্‌লে, "একি! রাখাল দাদা গেল কোথায়? ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সুযোগে বন্দী পলাতক!"

সকলের মুখে একটা অস্ফুট হাস্যধ্বনি উত্থিত হ'ল।

সিঁড়ি বেয়ে প্রাঙ্গণে অবতরণ ক'রে কয়েক গজ অগ্রসর হ'য়ে বীরেন ফিরে দাঁড়াল; সুধীরাকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লে, "দেখুন, আপনার সঙ্গে সামান্য একটু কথা ছিল। অনুগ্রহ ক'রে একটু যদি নেবে আসেন।"

কথাটা বীরেন জনান্তিকে বল্‌তে ইচ্ছা করে বুঝতে পেরে সুধীরা তার সহিত আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে এমন স্থানে দাঁড়াল যেখান থেকে তাদের সুস্পষ্ট কথোপকথনও অপরের শ্রুতিগম্য হবেনা।

বীরেন বল্‌লে, "লাঠালাঠি যে অনিবার্য তা বুঝতেই পারছি। আপনার লাঠিয়ালদের আজকের এই শাস্ত কুচকাওয়াজের গোপন অর্থও অস্পষ্ট নয়। কিন্তু আমি বলি, উপস্থিত যখন আমাদের ভারতবর্ষে মহাত্মাজীর

অহিংস নীতি প্রবল হ'য়ে বর্তমান রয়েছে তখন মাথাফাটাফাটির আগে একবার non-violent methodটা পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লে হয় না? লাঠি ত' আর সত্যিসত্যিই কেউ কেড়ে নিচ্ছে না।"

"Non-violent method-এর দ্বারা আপনি আমাকে নিরস্ত করতে পারবেন ব'লে মনে করেন?"

"আশা ত' করি। কিন্তু তাই ব'লে গাছতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নয়। একটু সময় আর দুখানা চেয়ারের প্রয়োজন।" ব'লে বীরেন হাসতে লাগ্‌ল।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে সুধীরা বললে, "আমার তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু এর জন্যে আমি বেশী বিলম্ব করতে পারব না।"

বীরেন বল্‌লে, "বিলম্ব করতে আমিও চাইনে। আজ এই মুহূর্তেই হ'তে পারে—এখনি।"

"না, আজ আর নয়। আজ আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন আছে।"

সুধীরার কথা শুনে বীরেনের চক্ষু বিস্ফারিত হ'ল; সবিস্ময়ে বল্‌লে, "এইটুকু কামড়ের জন্যে বিশ্রাম? সাপেও কামড়ায় নি, বাঘেও কামড়ায় নি,—মাত্র রাখাল দাদা কামড়েছে, তার জন্যে আমার বিশ্রামের একটুও প্রয়োজন নেই।"

সুধীরা বল্‌লে, "আপনার না থাকে, আমার আছে।"

বিস্ময়ের সুরে বীরেন বল্‌লে, "আপনার আছে?" পরমুহূর্তেই কিন্তু হেসে ফেলে বল্‌লে, "ও!—আচ্ছা। কিন্তু কাল সকালেই তা হ'লে আসব, বেলা আটটার সময়ে। কেমন? অসুবিধে হবে না ত?"

"না, হবে না।"

"আর একটা অনুরোধ আছে।"

"কি বলুন?"

"আমাদের কথাবার্তার সময়ে আপনি আর আমি ছাড়া তৃতীয় কোনো ব্যক্তি উপস্থিত থাক্‌বে না।"

একটু চিন্তা ক'রে সুধীরা বল্‌লে, "আচ্ছা, তাই না-হয় হবে।"

সুধীরার দ্বিধাগ্রস্ত ভাব লক্ষ্য ক'রে বীরেন স্মিতমুখে বললে, "আপনার চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই মিস্ চৌধুরী। সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থায় কাল আমি আপনার কাছে উপস্থিত হব। এমন কি, আমার আজকালকার নিত্য সঙ্গীটিকে পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে আসব না।"

কৌতূহল সহকারে সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "কে আপনার আজ-কালকার নিত্যসঙ্গী?—প্রভাময়ী?"

সুধীরার কথা শুনে বীরেন হেসে উঠল; বল্‌লে, "প্রভাময়ী নয়, তবে প্রভাময় বটে।" ব'লে জামার তলায় চামড়ার খাপে আবদ্ধ একটা সুবৃহৎ ছোরা মুহূর্তের জন্যে নিষ্কাসিত ক'রে সকলের দৃষ্টির অগোচরে সুধীরাকে দেখিয়ে পুনরায় খাপের মধ্যে রেখে দিলে। গোধূলি আলোকের স্তিমিত কিরণেও সেই ভয়াবহ রক্ত-পিপাসু অস্ত্র উজ্জ্বল প্রভায় চকচক্ ক'রে উঠল। বীরেন বললে, "কাল কিন্তু আপনার কাছে আসব একেবারে নিরস্ত্র হ'য়ে।"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সুধীরা বললে, "না. তা আপনি আসবেন না। শত্রুপুরীতে আস্‌বেন, কখন কি প্রয়োজন হয় বলা যায় না ত, অস্ত্র আপনি সঙ্গে রাখবেন।"

বীরেনের মুখে নিঃশব্দ হাস্য ফুটে উঠল; বললে, "এটা যদি আপনার নিজের পুরী হয় তা হ'লে এটাকে ঠিক শত্রুপুরী ব'লে মনে হচ্ছে না মিস্ চৌধুরী।" ব'লে হাস্তে হাস্তে প্রস্থান করলে।

৭

ঘণ্টা দুই পরে দ্বিতলের বারান্দার এক প্রান্তে নির্জনে একটা ইজি-চেয়ারে শয়ন ক'রে সুধীরা বীরেনের ঠিক এই শেষোক্ত কথাটাই মনের মধ্যে তন্ন তন্ন ক'রে ভেবে দেখছিল। সহজ স্বল্পতম ভদ্রতার অতিরিক্ত এমন কোন্ বস্তু বীরেন তার আচরণের মধ্যে আজ খুঁজে পেলে যে-হেতু এই গৃহকে শত্রুপুরী ব'লে মনে হ'ল না, তা সে কিছুতেই নির্ণয় করতে পারছিল না। অথচ এই গৃহেই সে আজ রাখাল কর্তৃক কুৎসিতভাবে অপমানিত হয়েছে, এবং তার নিপীড়নের জন্য উৎক্ষিপ্ত বংশদণ্ডের সংক্রুদ্ধ আস্ফালন স্বচক্ষে দেখে গিয়েছে। তবে সে কি কারণে এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হ'ল ?

রাখালের অভদ্র আচরণের জন্য তার ক্ষমা প্রার্থনা, অথবা বীরেনের ক্ষতস্থানে তার পরিচর্যা যদি এই ধারণা উৎপন্ন ক'রে থাকে তা হ'লে বীরেন যৎপরোনাস্তি ভুল করেছে। বৈরসাধনের প্রখরতম মুহূর্তেও উপযুক্ত কারণে শত্রু সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা চলতে পারে, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আহত শত্রুপক্ষীয় সৈনিকের সাধারণ নীতিগত শুশ্রূষা মূল বিরোধ-ব্যাপারে অবৈরিতার বিন্দুমাত্র লক্ষণ নয়,—বীরেনের মত শিক্ষিত ব্যক্তির ধারণায় এই ধরণের বস্তু-বিচার শক্তির পরিচয় থাকা উচিত

ছিল। শত্রুতা এবং ভদ্রতার মধ্যে এমন দুশ্ছেদ্য অসঙ্গতি নেই যে, কোন অবস্থাতেই উভয়কে একত্র করা চলে না। সুতরাং সুধীরার গৃহকে বীরেনের শত্রুপুরী মনে না করবার সপক্ষে কোনো যুক্তি নেই।

বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিল না, তবুও সুধীরা তার নিজ মনের অন্তঃপুরে একবার দৃষ্টি প্রসারিত করলে। সুদূর দিগন্তেও সেখানে কোনো আবছা নেই। এমন কোনো ঝোপ-ঝাপ আড়াল-অন্তরাল চোখে পড়ল না যেখানে কোনো প্রকার দুর্বলতার অগোচর বসবাস সন্দেহ করা যেতে পারে। তবু মনে হ'ল অবস্থাটা একবার নিরপেক্ষ কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে যাচাই ক'রে নিলে মন্দ হয়না। তৃতীয় পক্ষের দৃষ্টিতে তার আচরণ কিরূপ ঠেকছে জানবার জন্যে মনের মধ্যে একটা কৌতূহল জেগে উঠল।

আসন ত্যাগ ক'রে দুই তিনটা বারান্দা পার হয়ে সুধীরা পূর্বদিকের একটা কক্ষের সম্মুখে এসে ডাক দিলে, "পিসিমা!"

ঘরের ভিতর থেকে মন্দাকিনী বললেন, "আয় সুধা, ঘরে আয়।"

কক্ষে প্রবেশ ক'রে সুধীরা দেখলে মন্দাকিনী শয্যায় শয়ন ক'রে আছেন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বল্‌লে, "তুমি ত' এমন সময়ে শোও না পিসিমা, শরীর খারাপ হয়েছে না কি?"

মন্দাকিনী বললেন, "কোমরটা কেমন কন্‌কন্ করছিল, তাই একটু শুয়েছি, বিশেষ কিছু নয়।" তারপর পাশের দিকে একটু স'রে গিয়ে বললেন, "বোস্ মা, আমার কাছে এসে বোস্।"

"বিছানায় কেন পিসিমা, আমি এই চেয়ারটায় বসছি।" ব'লে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সুধীরা মন্দাকিনীর নিকটে উপবেশন করলে।

মন্দাকিনী কিন্তু সে কথা শুনলেন না, বাহু ধ'রে টেনে নিয়ে

সুধীরাকে নিজের পাশে বসিয়ে বল্‌লেন, "না, তোর চেয়ারে বসতে হবে না, তুই আমার কাছে বোস্।"

মন্দাকিনীর কোমরের উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপন ক'রে সুধীরা বল্‌লে, "একটু টিপে দেবো পিসিমা? আস্তে আস্তে একটুখানি?"

সুধীরার হাত টেনে নিয়ে মন্দাকিনী বল্‌লেন, "না না, টিপে দিতে হবে না। টিপে দিলে আমার কন্‌কনানি আরও বেড়ে যাবে।"

অভিমানের ক্ষুণ্ণ স্বরে সুধীরা বল্‌লে "তোমার সেবা ক'রে একটু যে পুণ্যি অর্জন করব, সে সুবিধেটুকুও তুমি দেবে না পিসিমা!"

সহাস্যমুখে মন্দাকিনী বললেন, "তোর শাশুড়ীর কোমর কন্‌কন্ ক'রলে সেবা ক'রে পুণ্যি অর্জন করিস্। কিন্তু আমাকে দিয়েও আজ তোর পুণ্যি অর্জন বাদ যায় নি সুধা,—আজ তুই ভারী খুসী করেছিস আমাকে।"

"কিসে পিসিমা?"

"বীরেনের সঙ্গে তোর ব্যবহারে।"

মন্দাকিনীর কথা শুনে সুধীরার মুখমণ্ডলে উৎকণ্ঠার ছায়াপাত হ'ল। ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে সে বল্‌লে, "আমি কিন্তু খুসী হতে পারছিনে পিসিমা,—আমার ভয় হচ্ছে বীরেন বাবু আমাকে ভুল বুঝে না থাকেন।"

বিস্মিত কণ্ঠে মন্দাকিনী বল্‌লেন, "কেন, ভুল তোকে কিসে বুঝবে সে?"

এক মুহূর্ত স্থির নেত্রে মন্দাকিনীর দিকে চেয়ে থেকে সুধীরা বল্‌লে, "আমার আজকের ব্যবহার থেকে তিনি না মনে ক'রে থাকেন আমি

এমন একজন শান্ত-শিষ্ট মানুষ যে, শুধু ক্ষমা চাইতেই জানে, আর ব্যাণ্ডেজ বাঁধতেই পারে।"

মন্দাকিনীর মুখে নিশঃব্দ মৃদু হাস্য দেখা দিলে ; বল্লেন, "এ ভয় তোর করবার দরকার নেই সুধা, তুই যা মনে করছিস তার চেয়ে বীরেন অনেক বুদ্ধিমান। কোন্ জিনিষের কি অর্থ তা বোঝবার শক্তি তার আছে।"

সুধীরা বললে, "তা হয়ত আছে, কিন্তু আজ যাবার সময় তিনি যে কথা ব'লে গেলেন তা'তে আমার মনে হচ্ছে, আজ আমাকে তিনি ভুল বুঝেছেন।"

মন্দাকিনী বল্লেন, "কিন্তু তুই-ই যে তাকে আজ ভুল বুঝিসনি, তা-ই বা কি ক'রে জান্‌লি ?"

সুধীরা বল্লে, "সমস্ত কথাটা শুনলে তুমি বুঝতে পারবে আমি ভুল বুঝেছি, না তিনি ভুল বুঝেছেন। যাবার সময়ে তিনি ব'লে গেলেন, লাঠালাঠি 'ত আছেই, তার আগে তিনি একবার দেখতে চান বিনা লাঠিতে এ বিবাদের নিষ্পত্তি হয় কি না। সেই উদ্দেশ্যে তিনি কাল সকাল আটটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।"

"বেশ ত, ভাল কথা। কিন্তু বিনা লাঠিতে কি ভাবে নিষ্পত্তি হবে তা কিছু বলেছে ?"

"এখনো স্পষ্ট ক'রে কিছু বলেন নি। বোধ হয় তর্ক ক'রে, যুক্তি দেখিয়ে, ধর্মের দোহাই দিয়ে!" ব'লে সুধীরা খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠল।

মন্দাকিনী নীরবে ক্ষণকাল কি চিন্তা করলেন ; তারপর সুধীরার দিকে শান্ত দৃষ্টিপাত ক'রে বল্লেন, "কিন্তু তর্ক ক'রে, যুক্তি দেখিয়ে সে

যদি তোকে হার মানায়? ধর্মের দোহাই সত্যিসত্যিই যদি সে তার দিক থেকে দিতে পারে,—তা হ'লে?"

"তা হ'লে, সে কথার মীমাংসার জন্যে তাঁকে বাবার কাছে যেতে বল্‌ব,—সে কথার বিচার বাবা করবেন,—আমি নয়। কিন্তু উনি যদি মনে করে থাকেন যে, আমি মেয়েমানুষ বলে মিষ্টি কথায় আমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কার্যোদ্ধার করবেন, তা হলে ভুল করেছেন। রুই-পুকুরের জমি থেকে ওঁকে ষোল আনা বেদখল না ক'রে আমি কলকাতায় ফিরচিনে।"

"তবে তাকে কাল সকালে আসতে মানা করলিনে কেন? লাঠালাঠি ভিন্ন আর যদি কোনো উপায় না থাকে তবে তার এসে ত কোনো লাভ নেই।"

সুধীরা বললে, "কিন্তু পিসিমা, বীরেন বাবু যদি অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পেরে ভয় পেয়ে নিজে থেকে সমস্ত জমির দখল ছেড়ে দেবার কথা বলেন? এ সুবুদ্ধিও ত তাঁর হতে পারে?" এক মুহূর্ত নীরব থেকে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "যুদ্ধের ভাষায় বলি,—বিনা যুদ্ধে বীরেন বাবু যদি আত্মসমর্পণ করেন?"

মন্দাকিনী বল্‌লেন, "বিনা যুদ্ধে বীরেন যদি আত্মসমর্পণ করে তা হ'লে সেটা লাঠালাঠির চেয়ে সহজ হবে না। আত্মসমর্পণ করলে ওকে সামলাতে সামলাতে তুই অস্থির হ'য়ে উঠবি, এ আমি ব'লে রাখলাম। খুব সাধারণ মানুষ সে নয়।"

মহাত্মাজীর অহিংস নীতির উল্লেখ বীরেন করেছিল, সে কথা সুধীরা বিস্মৃত হয়নি; বল্‌লে, "সত্যাগ্রহ করবেন না-কি তিনি?"

মন্দাকিনী বল্‌লেন, "কি করবে তা সে-ই ব'লতে পারে। এমনও ব'লতে পারে যে, ও জমি ওদেরও হবেনা ; আমাদেরও হবেনা, ও জমির ওপর গ্রামের লোকের ব্যবহারের জন্যে লাইব্রেরী, হরিসভা বা ঐ ধরণের কিছু হবে।"

সুধীরা বললে, "এমনই কোনো প্রস্তাব যদি তিনি করেন, তা হ'লে তারও বিচার হবে বাবার কাছে। আমি এখানে কোনো মাঝামাঝি রফা-নিষ্পত্তি ক'রতে আসিনি পিসিমা।"

সহাস্যমুখে বিস্ময় ও বিরক্তি মিশ্রিত সুরে মন্দাকিনী বল্‌লেন "কি জ্বালা! তুই কি তা হ'লে এখানে শুধু লাঠালাঠি করতেই এসেছিস্!"

মন্দাকিনীর কথা শুনে সুধীরাও হেসে ফেল্‌লে ; বল্‌লে, "তাও আসিনি পিসিমা। এসেছি রুইপুকুরের জমি থেকে বীরেন চাটুয্যেকে বেদখল করতে। কিন্তু তার জন্যে আমাদের যদি লাঠালাঠি করতে তিনি বাধ্য করেন তা হ'লে অপরাধ কোথায় বল ?"

মন্দাকিনী বল্‌লেন, "তা বল্‌তে পারিনে, কিন্তু বীরেনদের সঙ্গে লাঠালাঠিটাও খুব সহজ হবে না সুধা। সে নিজে একজন পাকা লাঠিয়াল, তার ওপর কলকাতা থেকে করিম নামে একজন নামজাদা গুণ্ডা এনেছে। দশটা লোককে ভূমিশায়ী করবার আগে একটা চোট্‌ খাবে না, এমন দুর্দান্ত লেঠেল সে।"

সুধীরা বল্‌লে, "জানি।"

"কিন্তু আর একটা কথা বোধ হয় জানিস নে।"

"কি কথা ?"

কি ভাবে কথাটা ব্যক্ত করবেন বোধ করি তাই ভাবতে মন্দাকিনী

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন; তারপর সুধীরার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "কুমারগঞ্জের জমিদার রঘুনাথ রায়কে জানিস ত?"

ঘাড় নেড়ে সুধীরা বল্‌লে, "জানি।"

"আমাদের একটা ব্যবহারে রঘুনাথ রায় আমাদের ওপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হ'য়ে আছে, তাও বোধ হয় জানিস?"

মন্দাকিনীর প্রতি একবার চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে মৃদুস্বরে সুধীরা বল্‌লে, "হ্যাঁ, তা-ও জানি।"

"রঘুনাথ রায় বীরেনকে ব'লে পাঠিয়েছে যে, দরকার হ'লে তার কৈবর্ত আর বাগ্দী প্রজাদের মধ্য থেকে পঁচিশ জন বাছা লেঠেল বীরেনের সাহায্যে পাঠিয়ে দেবে।"

মন্দাকিনীর কথা শুনে মুহূর্তের জন্যে সুধীরার মুখে উদ্বেগ দেখা দিলে; কিন্তু পরক্ষণেই শান্তমুখে সে বল্‌লে, "এ কথা তুমি জানলে কেমন ক'রে পিসিমা?—বীরেনবাবু তোমাকে বলেছেন?"

মন্দাকিনী বল্‌লেন, "বীরেন হ'ল শত্রুপক্ষ,—সে কখনো তার সুবিধে অসুবিধের কথা আমাকে বলে? রঘুনাথ রায়ের একজন আমলা আমাদের মহেশ গোমস্তাকে এ কথা বলেছে। আধ ঘণ্টাটাক হ'ল মহেশ আমাকে এ কথা বল্‌তে এসেছিল।"

সুধীরা বল্‌লে, "মহেশবাবু যখন তোমার কাছে আসছিলেন, আমার সঙ্গে বারান্দায় দেখা হয়েছিল। আমাকে কিন্তু তিনি কিছু বলেননি।"

"সব কথাটা তোকে বল্‌তে সাহস করেনি ব'লেই বলেনি।"

বিস্মিতকণ্ঠে সুধীরা বল্‌লে, "কেন? সাহস করেননি কেন?"

যৌতুক

মন্দাকিনী বল্‌লেন, "রঘুনাথ রায় শুধু বীরেনকে সাহায্য করবার কথাই বলেনি; বলেছে আমরা যদি এখনও তার কথায় রাজি হই তা হ'লে বীরেনের বিরুদ্ধে আমাদেরই সাহায্য করবে। এ কথা মহেশ তোকে সোজাসুজী বলতে পারেনি।"

সুধীরার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "না, আমাদের সাহায্য করবার দরকার নেই, বীরেনবাবুকেই তিনি সাহায্য করুন।"

কুমারগঞ্জের রায়েরা পলতাডাঙ্গার ঠিক পার্শ্ববর্তী জমিদার। বগুড়া এবং রাজসাহী জেলায় তাদের বিস্তৃত ভূসম্পত্তি। রঘুনাথ রায় তরফ আট আনার একমাত্র স্বত্বাধিকারী। বৎসর দুই হ'ল সে পিতৃহীন হয়েছে, এবং এখনও এক বৎসর হয়নি তার স্ত্রী তিন বৎসরের একটিমাত্র কন্যা রেখে পরলোক গমন করেছে। মৃত্যুর মাস আষ্টেক পূর্বে পীড়িতা পত্নীকে নিয়ে রঘুনাথ চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় যাচ্ছিল, দুর্গাপূজা সমাপন ক'রে কন্যাসহ উমাশঙ্কর চৌধুরীও কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন, নাটোর রেল ষ্টেশনে উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ। পূর্বে সীমানা সংক্রান্ত বিবাদ-বিসম্বাদ ও মামলা-মকর্দমা হেতু কুমারগঞ্জ এবং পলতাডাঙ্গার জমিদারদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না, কিন্তু রঘুনাথের পিতামহর আমলে একটি বিবাহ-ঘটনা উভয় পক্ষকে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ করে, এবং তদবধি পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্যের কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি। উমাশঙ্কর নাটোর থেকে কলিকাতা পর্যন্ত একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করেছিলেন, রঘুনাথের কিন্তু রিজার্ভের ব্যবস্থা ছিল না। রোগাতুর রঘুনাথ-পত্নীর যন্ত্রণা এবং অবসন্নতা দেখে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে উমাশঙ্কর স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সযত্নে নিজ কক্ষে স্থান দিয়েছিলেন, এবং

সুধীরা যথাসাধ্য সাহচর্য এবং সেবা-পরিচর্যার দ্বারা পীড়িতার কষ্টের লাঘব করতে চেষ্টা করেছিল।

সেই সময়ে পাঁচ ছয় ঘণ্টাকালব্যাপী একত্র যাপনের সুযোগে সুন্দরী সুধীরার অপরূপ লাবণ্য এবং সুমধুর ব্যবহার দেখে রঘুনাথ মুগ্ধ হয়। সেই মোহ মনের মধ্যে লোভের সঞ্চার যে করেনি তা নয়, কিন্তু মৃত্যুলোকযাত্রিণী স্ত্রীর স্বল্পাবশিষ্ট আয়ু সেই লোভকে তখন নিরুপায় ক'রে রেখেছিল। কিন্তু বাধা অপসৃত হওয়ার মাস তিনেকের মধ্যে রঘুনাথের পক্ষ হ'তে উমাশঙ্করের নিকট বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত হ'ল।

নাটোর রেল ষ্টেশনে সুধীরার সাক্ষাৎলাভ এবং কলিকাতা পর্যন্ত তার সহিত একত্র যাপন দৈবের অঙ্গুলি-সঙ্কেত ব'লে রঘুনাথের মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, সে ঘটনা যেন রিক্ত করবার পূর্বেই সৌভাগ্য-দেবতা কর্তৃক ক্ষতিপূরণের আশ্বাস প্রদান,—নদীর এক কূল ভাঙবার আগে অপর কূলে চর জাগাবার পূর্ব লক্ষণ। সুধীরার বয়সের তুলনায় বয়স তার বেশি নয়, এবং সুধীরার পৈত্রিক সম্পত্তির তুলনায় তার সম্পত্তি যথেষ্ট বেশি। সুতরাং সফলতার বিষয়ে মন একপ্রকার নিশ্চিন্তই ছিল। কিন্তু তথাপি কুলপুরোহিত যাদবনাথ তর্কালঙ্কার যখন উমাশঙ্করের অসম্মতির দুঃসংবাদ বহন ক'রে বিরসমুখে কলিকাতা থেকে ফিরে এলেন তখন রঘুনাথের বিস্ময় ক্রোধকে পরাভূত করলে। মনে হ'ল অকৌশলী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কার্যপটুতার অভাব বশত সমস্ত ব্যাপারটা পণ্ড ক'রে এসেছে। শেষ পর্যন্ত, লালসার রসায়নে প্রত্যাখ্যানের অবমাননা এবং গ্লানি জীর্ণ হ'ল। রঘুনাথ তার ম্যানেজার রামশরণ লাহিড়ীকে পুনর্বার উমাশঙ্করের নিকট প্রেরণ করে।

যৌতুক

উমাশঙ্করের নিকট উপস্থিত হ'য়ে রামশরণ কুমারগঞ্জ আট আনী জমিদারের সম্পদ এবং প্রতিপত্তির বিস্তারিত ফিরিস্ত খুলে বসল। শত শত ক্রোশব্যাপী সুবিস্তৃত ভূসম্পত্তি, লক্ষ লক্ষ টাকার বৃহৎ মহাজনী কারবার, কত ক্ষেত খামার, কত খাল বিল পুষ্করিণী, কত জলকর বনকর ফলকর, কত নদ নদী চরভূমি, কত তালুক মৌজা মহাল! এই বিপুল সম্পত্তির সহিত পলতাডাঙ্গার বিস্তৃত সম্পত্তি মিলিত হ'লে একটা ছোট-খাট রাজ্যে পরিণত হবে। কুমারগঞ্জের একমাত্র মালিক রঘুনাথ রায়. পলতাডাঙ্গার একমাত্র অধিকারিণী সুধীরা রায় চৌধুরী। এত বড় সংযুক্ত ভূখণ্ডের সরিক নেই, ভাগ নেই, বাটোয়ারা নেই।

এত প্রলোভনেও কিন্তু উমাশঙ্কর প্রলুব্ধ হ'লেন না; বললেন, এ যদি শুধু কুমারগঞ্জের সহিত পলতাডাঙ্গার মিলনের কথা হ'ত তা হ'লে আপত্তির কারণ ছিল না; কিন্তু এর সহিত যখন দুটি মানব-চিত্তের পরস্পর যোগের কথাও জড়িত রয়েছে তখন কেবলমাত্র জমিদারীর যোগের কথা ভাবলেই চলবে না।

নির্লোভতার অতল গর্ভে তালুক মৌজা মহাল মগ্নপ্রায় দেখে প্রভুর নিকট প্রতিষ্ঠানাশের দুশ্চিন্তায় রামশরণের মুখ শুষ্ক হ'য়ে উঠল। সে অনেক যুক্তি-তর্ক দেখালে, অনেক উপরোধ-অনুরোধ করলে, এমন কি অবশেষে খানিকটা বিরক্তি এবং অসন্তোষ প্রকাশ করতেও ছাড়লে না। কিন্তু সসন্তান স্বল্পশিক্ষিত দ্বিতীয়পক্ষ পাত্রের হস্তে সুধীরাকে অর্পণ করতে উমাশঙ্কর কিছুতেই স্বীকৃত হ'লেন না, আশাহত অসন্তুষ্ট রামশরণকে মিষ্টি কথায় বিদায় দিলেন।

পুনরায় দ্বিতীয়বার বিফল মনোরথ হ'য়ে রঘুনাথ ক্রোধে এবং

অপমানে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। প্রকাশ্যে উমাশঙ্করকে অভিসম্পাত দিলে, এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, প্রথম সুযোগেই এই দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। সুযোগ উপস্থিত হ'তেও অধিক বিলম্ব হ'ল না। তার নিজ এলাকার অধিবাসী সুপ্রসিদ্ধ দাঙ্গাবাজ বাগ্দী এবং কৈবর্ত প্রজাদের মধ্য থেকে পলতাডাঙ্গার চৌধুরীরা লাঠিয়াল সংগ্রহের চেষ্টা করছে জানতে পেরে অনুসন্ধানের দ্বারা সে চাটুয্যেদের সহিত চৌধুরীধের বিবাদের কথা অবগত হ'ল। এই বিবাদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে সহজে তার অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে বিশ্বাস ক'রে অবিলম্বে সে তার বিশ্বস্ত আমলা গোবিন্দ ঘোষকে বীরেনের কাছে পাঠালে চৌধুরীদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ সহযোগিতার প্রস্তাব ক'রে। শুধু লোকবলই নয়, প্রয়োজন হ'লে অর্থবলের দ্বারাও সহায়তা করতে প্রস্তুত আছে এমন ইঙ্গিতও করলে। এই অযাচিত উপচিকীর্ষার আন্তরিকতার বিষয়ে বীরেনের মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য গোবিন্দ রঘুনাথের প্ররোচনার গোপন হেতুটিও বীরেনের নিকট কতকটা প্রকাশ করলে।

বীরেন কিন্তু রঘুনাথের প্রস্তাবিত সাহায্য গ্রহণ করতে অসম্মত হ'ল; বিশেষত রঘুনাথের উপচিকীর্ষার যথার্থ কারণ অবগত হ'য়ে সে বিষয়ে তার আদৌ প্রবৃত্তি হ'ল না। বিবাহের প্রস্তাবে যে অযোগ্য পাত্র কন্যাপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তার উত্তেজনাকে অস্ত্রের মত ব্যবহার করতে বীরেন হীনতা বোধ করলে। ভগ্নমনোরথ গোবিন্দ ঘোষ বীরেনের নিকট হ'তে শুধু শুষ্ক ধন্যবাদ বহন ক'রে পথে এসে দাঁড়াল।

যৌতুক

গ্রামেই তার দূরসম্পর্কিত বৈবাহিক এবং বাল্যবন্ধু মহেশ মিত্রের বাস। মহেশ মিত্র চৌধুরী বংশের একজন কর্ম্মচারী। মহেশের গৃহে উপস্থিত হ'য়ে গোবিন্দ একেবারে তার হাত চেপে ধরলে; ব'ল্‌লে, "দোহাই বেই, যেমন ক'রে পার এর একটা ব্যবস্থা কর, নইলে যে, মুখ থাকবে না তাই নয়, বোধহয় চাকরীও থাক্‌বে না।" সব কথা শুনে বিপন্ন মহেশ বিমূঢ়ভাবে বল্‌লে, "কিন্তু বীরেন চাটুয্যেকে রাজী করতে চেষ্টা করছি জানতে পারলে আমারও ত চাকরী থাকবে না গোবিন্দ!"

গোবিন্দ বল্‌লে, "আহা হা, বীরেন চাটুয্যেকে রাজী করবার চেষ্টা করতে কে তোমাকে বলছে? চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা ত এখন এখানেই রয়েছে, যেমন ক'রে পার তাকে রাজী করো। যে যদি আমাদের মহারাজাকে বিয়ে করতে রাজী হয় তা হ'লে বীরেন চাটুয্যের অরাজি হওয়াই শুধু সামলে যাবে না, সমস্ত চাটুয্যে গুষ্টিকে এই পলতাডাঙ্গা গ্রাম থেকে উচ্ছেদ ক'রে দোবো, আর পাঁচ শ টাকার তোড়া নিজে ব'য়ে এনে তোমার বাড়িতে রেখে যাব।" শুনে মহেশ মিত্রের লোভ হ'ল, কিন্তু ভরসা হ'ল না; বল্‌লে, "তুমি যখন এত ক'রে বলছ তখন একবার দস্তুর মত চেষ্টা ক'রে দেখব, কিন্তু আশা-টাশা কোরো না। বাপের চেয়ে মেয়ে এক কাঠি দড়ো এ মনে রেখো।" চক্ষু কুঞ্চিত ক'রে গোবিন্দ বল্‌লে, "লোভ দেখাও না! দশ হাজার টাকার অলঙ্কারের লোভ দেখাও। যতই হোক, শেষ পর্যন্ত মেয়েমানুষ ত?" গোবিন্দর পরামর্শ শুনে মহেশ মিত্রের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিলে; বল্‌লে, "বাপকে পিছনে রেখে যে-লোক বীরেন চাটুয্যের মতো একজন পুরুষমানুষের সঙ্গে লাঠালাঠি করতে আসে সে কেমন মেয়েমানুষ তা বুঝতে পারছ না?

আমি তাকে দশ হাজার টাকার অলঙ্কার দেখাতে গেলে সে আমাকে কী মূর্ত্তি দেখাবে তাই ভাবছি!"

ভেবে-চিন্তে মহেশ প্রথমে মন্দাকিনীর নিকটে কথাটা পাড়লে, কিন্তু ফল হ'ল একই। মন্দাকিনী বল্‌লেন, "দশ হাজার টাকার অলঙ্কার কি রঘুনাথ রায়ের জমিদারী ছাড়া আলাদা জিনিষ যে, দশ হাজার টাকার লোভ দেখাচ্ছ মহেশ? সে ত তার সমস্ত জমিদারীরই লোভ দেখিয়েছিল। দোজবেরে পাত্রে আমরা কিছুতেই মেয়ে দেবো না, এ তুমি ভাল ক'রে তোমার বেইকে বুঝিয়ে দিয়ো।"

এই হ'ল পূর্ব্বের কথা। সুতরাং সুধীরার সহিত মন্দাকিনীর খুব সংক্ষেপেই এ বিষয়ে কথা শেষ হ'ল। মন্দাকিনী বল্‌লেন, "রঘুনাথ রায়ের কথা নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না সুধা, সে-কথার শেষ উত্তর আমি মহেশকে দিয়ে দিয়েছি। কাল বীরেনের সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখ্‌, কী সে বলে। তারপর তার সঙ্গে রঘুনাথ একান্তই যদি যোগ দেয় তাহ'লে কি ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে না-হবে সে কথা তখন ভেবে দেখা যাবে।"

আরও কিছুক্ষণ মন্দাকিনীর সহিত কথোপকথনের পরে সুধীরা ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে বারান্দায় এল। অদূরে প্রভাময়ীকে মন্দাকিনীর কক্ষাভিমুখে আসতে দেখে সে দাঁড়িয়ে রইল। প্রভাময়ী নিকটে এলে বল্‌লে, "কোথায় যাচ্ছ?—পিসিমার কাছে?"

অপ্রতিভ মুখে প্রভা বল্‌লে, "হ্যাঁ।"

"পিসিমা চিরকাল এখানে আছেন. তাঁর ঘরে ত' গেলেই হ'ল; আমি দুদিনের জন্যে এসেছি, আমার ঘরে যাও না কেন?"

এ কথার কোন উত্তর প্রভা দিলে না, শুধু তার মুখমণ্ডলে মৃদু হাস্য ফুটে উঠল।

সুধীরা বল্‌লে, "আসবে আমার ঘরে?"

"আপনার কোনো অসুবিধা হবে না ত?"

"তোমার কোনো অসুবিধা হবে না ত?"

মাথা নেড়ে প্রভা বল্‌লে, "না।"

"তবে এস আমার সঙ্গে।" ব'লে সুধীরা অগ্রসর হ'ল। সুধীরাকে অনুসরণ ক'রে প্রভাময়ী তার কক্ষের ভিতর প্রবেশ করলে।

একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে সুধীরা বল্‌লে, "বোসো।"

কুণ্ঠিতভাবে প্রভা চেয়ারের সম্মুখ ভাগের একটু অংশ অধিকার ক'রে উপবেশন করলে।

শয্যার উপর পাশ ফিরে শুয়ে করতলে মাথা রেখে প্রভাময়ীর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সুধীরা বল্‌লে, "তুমি বীরেনবাবুর চর, —না?"

অকস্মাৎ সুধীরার এই প্রশ্নে প্রভাময়ীর মুখ পাংশু বর্ণ ধারণ করলে; ভয়ে ভয়ে বল্‌লে, "চর আপনি কাকে বলেন?"

সুধীরা বল্‌লে, "শত্রুপক্ষের বাড়ীতে এসে যে গুপ্ত কথা জেনে নিয়ে গিয়ে জানিয়ে দেয়, তাকে চর বলি।"

শুনে প্রভাময়ীর মুখ থেকে উদ্বেগের চিহ্ন কতকটা অপসৃত হ'ল; বল্‌লে, "তা হ'লে আমি চর নই; আমি গুপ্ত কথা শুনিইনে, তা বলব কেমন ক'রে!"

"তা হ'লে কোন্ কথা বল?"

এক মুহূর্ত সুধীরার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মনে মনে কি চিন্তা

ক'রে প্রভাময়ী বল্‌লে, "যে কথা এমনি শুন্‌তে পাই তা হয়ত বলি।"

"কিন্তু বীরেনবাবুর তেমন কোনো কথা ত' আমাদের কাছে তুমি বলো না।"

সকৌতূহলে প্রভা জিজ্ঞাসা করলে, "কি কথা?"

"যে সব কথা এমনি তাঁর কাছে শুনতে পাও? এই ধর, কবে তিনি তোমাকে বিয়ে করবেন্ সেই কথা?" তারপর প্রভাময়ী কোন উত্তর দেবার পূর্বেই বল্‌লে, "না, সে বুঝি তোমার গুপ্তকথা? সে কথা বুঝি বল্‌তে নেই?"

প্রভাময়ীর মুখে বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশিত হ'ল। বল্‌লে, "দেখুন দেখি, আপনিও যদি এই সব কথা বল্‌বেন, তা হ'লে অন্যের আর দোষ কি!"

প্রভাময়ীর প্রতিবাদের ভঙ্গী দেখে সুধীরা হেসে ফেল্‌লে; বল্‌লে, "সত্যিই অন্যের কোনো দোষ নেই। বীরেনবাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, এ ত' ভাল কথা। বীরেনবাবুকে তুমি কি তোমার অযোগ্য পাত্র মনে কর?"

সুধীরার কথা শুনে প্রভা চকিত হয়ে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "ছি, ছি! আমি কি তাই বল্‌ছি? রাজকন্যের সঙ্গে বীরুদার বিয়ে হ'লে তবে শোভা পায়, আর আমার মতো গরীবের মেয়ে তাঁকে অযোগ্য পাত্র মনে করবে!"

সুধীরা বল্‌লে, "তা হ'লে কিন্তু তোমার বীরুদার বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। আমাদের এই গরীবের বাঙলা দেশে রাজকন্যে তিনি পাবেন কোথায়?"

সুধীরার কথোপকথনের মধ্যে সরসতার পরিচয় পেয়ে প্রভাময়ীর মনে

সাহসের সঞ্চার হয়েছিল; বল্‌লে, "কেন পাবেন না? এই ত আপনিই রয়েছেন।"

বিস্ময়ের কপট স্বরে সুধীরা বল্‌লে, "আমি! আমি ত' রাজকন্যে নই, আমি সামান্য জমিদার কন্যে, আমি তাঁর যোগ্য হব কেমন ক'রে?" তারপর হঠাৎ মনে মনে কিসের আশঙ্কা ক'রে·ব্যগ্রকণ্ঠে বল্‌লে, "তুমি চর হ'তে চাও না ত' প্রভা?"

প্রভা বল্‌লে, "না।"

"গুপ্ত কথা ব'লে দিলে চর হয় তা জান ত?"

"জানি।"

"আমি তোমাকে এতক্ষণ যা কিছু বললাম, সব গুপ্ত কথা। খবরদার এসব কথা তোমার বীরুদাকে বোলো না, তাহ'লে তোমাকে চর মনে করব। চরের সঙ্গে চোরের কতটুকু তফাৎ জান ত? শুধু একটা 'ও' কারের। চোর চুরি করে টাকা কড়ি, আর চর চুরি করে কথা।"

প্রভাময়ী এ কথার কোন উত্তর দিলে না, শুধু একটু হাসলে।

প্রায় অর্ধঘণ্টা কালব্যাপী কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সুধীরা প্রভাময়ীর নিকট হ'তে অনেক সংবাদ অবগত হ'ল। গ্রামের কথা, বীরেনের কথা, প্রভাময়ীদের গৃহ-সংসারের কথা, এমনকি রাখাল ঘটকেরও কিছু-কিছু কথা। অবশেষে প্রভাময়ীকে বিদায় দিলে; বল্‌লে, "আচ্ছা, এবার পিসিমার কাছে যাও; কিন্তু এর পর থেকে আমার কাছে না এসে যদি খালি পিসিমার কাছেই যাও তাহ'লে তোমাকে তোমার বীরুদার চর ব'লেই মনে করব।"

"না, আপনার কাছেও আসব।" ব'লে সহাস্যমুখে প্রভাময়ী প্রস্থান করলে।

৮

পরদিন বীরেন যখন সুধীরাদের গৃহে উপস্থিত হ'ল তখন তাদের বারান্দার ঘড়িটায় ঢং ঢং ক'রে আটটা বাজছে। সিঁড়ির দুপাশে দুটো সুবৃহৎ কামিনী ঝাড়। অসময়ের ফুল, কিন্তু পরিচর্যার গুণে অজস্র ফুটে রয়েছে। তার অলস মিষ্ট গন্ধে বায়ু ভারাক্রান্ত। অদূরে একটা সুদৃশ্য উচ্চ পিতলের দাঁড়ের উপর শিকলে বাঁধা একটা কাকাতুয়া ব'সে ছিল। ঘাড় বেঁকিয়ে বীরেনকে দেখে বার দুই পাখা ঝাপটা দিয়ে 'কে এলো, কে এলো' ক'রে উঠ্‌ল।

বেণী নামীয় একজন পরিচারক, বোধহয় সুধীরা কর্তৃক আদিষ্ট হ'য়ে, নিকটে কোথাও অপেক্ষা করছিল,—কাকাতুয়ার কথা শুনে সামনে এসে বীরেনকে দেখতে পেয়ে যুক্ত করে প্রণাম করলে, তারপর বারান্দার এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বীরেনকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বল্‌লে, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, দিদিরাণীকে খবর দিচ্ছি।" ব'লে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলে।

কক্ষটি ক্ষুদ্র, কিন্তু নিরতিশয় পরিচ্ছন্ন। ভূমিতল উৎকৃষ্ট গালিচার দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে আচ্ছাদিত। মধ্যস্থলে মেহগেনি কাঠের একটি উজ্জ্বল পালিশ করা গোল টেবিল। তার মাঝখানে কারুকার্যখচিত একটি ফুলদানীতে সদ্য-আহৃত একগুচ্ছ পুষ্পিত কামিনী ফুলের পল্লব। ঘরের

এক কোণে একটি ক্ষুদ্র রাইটিং টেবিল, এবং অপর পার্শ্বে ক্লান্তি অপনোদনের জন্য একটি আরামদায়ক সোফা। দক্ষিণদিকের দেওয়ালে জানালার পার্শ্বে একটি দীর্ঘ মূল্যবান ক্লক প্রায় নিঃশব্দে পেণ্ডুলাম পরিচালনা করছে। বাহিরের দিকের দুইটি গবাক্ষে ফিকা নারাঙ্গি রঙের পর্দা আঁটা, তজ্জন্য ঘরের ভিতরে আলোকের প্রখরতা অনেকটা মন্দীভূত।

গোল টেবিলের দুই দিকে রাখা দুইখানা চেয়ারের মধ্যে একখানা অধিকার ক'রে বীরেন সুধীরার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। শিকারের অপেক্ষায় শিকারীর মন যেমন তন্ময় হ'য়ে ওঠে তার মনের মধ্যে তেমনি তন্ময়তা; কিন্তু সে তন্ময়তা আগ্রহের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। পূর্ব দিন সুধীরার সংস্পর্শে আসার পর সে বুঝেছে, তার সহিত সংঘর্ষ নিতান্ত সহজ হবে না। কিন্তু তারপর থেকে সুধীরার উপর তার শ্রদ্ধা ঠিক সেই অনুপাতে বর্ধিত হয়েছে শিকারের উপর শিকারীর শ্রদ্ধা যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় যখন সে বুঝতে পারে তার শিকার হরিণী নয়, বাঘিনী।

মিনিট দুয়ের মধ্যে ভিতরের দিকের দ্বারের পর্দা সরিয়ে কক্ষে সুধীরা প্রবেশ করলে। এই মাত্র যে স্নান সমাপন করেছে, তার স্নিগ্ধতা দেহে এবং কেশে সুস্পষ্ট; মুখে আতিথেয়তার প্রসন্ন দীপ্তি। আজ যেন সে বাদিনী নয়, প্রতিবাদিনীও নয়; আজ সে অতিথিপরা পুরকন্যা।

আসন ত্যাগ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে যুক্ত করে সহাস্য মুখে বীরেন বললে, "নমস্কার।"

সুধীরাও যুক্তকরে নমস্কার ক'রে বললে, "নমস্কার। বসুন, বসুন।"

উভয়ে আসন গ্রহণ করলে বীরেন বল্‌লে, "আমি যখন বারান্দায় উঠ্‌ছি তখন আপনার ঘড়িতে আটটা বাজছে। আপনার ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে আমার মনের কাঁটার কতখানি যোগ দেখছেন?"

সুধীরা স্মিতমুখে বল্‌লে, "আপনি খেলোয়াড় মানুষ, সময়ের প্রতি নিষ্ঠা আপনার থাকবারই কথা।"

সুধীরার কথা শুনে বীরেনের মুখে নিঃশব্দ হাস্য ফুটে উঠ্‌ল, বল্‌লে, "বিশেষতঃ আজকের খেলাটা যখন এমন গুরুতর যে, তার পরিণতি সুধাও হ'তে পারে, গরলও হ'তে পারে। কিন্তু পরিণতি যাই হোক না কেন, এই রকম মারাত্মক খেলার এমন একটা আকর্ষণ আছে যে আজকের এই মুহূর্তটির জন্যে কাল থেকে মনের মধ্যে শুধু আগ্রহই নয়, একটা আনন্দও জেগে রয়েছে।"

সকৌতূহলে সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "আনন্দ কেন?"

"এত বড় খেলাটা অদৃষ্টে জুটে গেল, তার একটা আনন্দ নেই?"

"কিন্তু এ খেলাতে আপনার হার হ'তেও ত পারে?"

স্মিতমুখে বীরেন বল্‌লে, "তা হয় ত পারে; কিন্তু মিস্ চৌধুরী, ছোট খেলার জিতে আমি যে আনন্দ পাই, বড় খেলায় হেরে অনেক সময়েই তার চেয়ে বেশী পেয়ে থাকি। ভূমৈব সুখং, উপনিষদের এ বাণী, এ জীবনের হার-জিতের মধ্যেও খাটে। সে হিসেবে আপনার কাছে হারও আমার পক্ষে আনন্দের বস্তু হ'তে পারে।"

অজ্ঞাতসারে সুধীরার ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল; বললে, "আমি সামান্য স্ত্রীলোক ব'লে না-কি?"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বীরেন বল্‌লে, "না—আপনি অসামান্য স্ত্রীলোক ব'লে।"

ভ্রূকুঞ্চন অনেকখানি মিলিয়ে গেল। বীরেনের মুখের উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সুধীরা বল্‌লে, "না,— আমি অসামান্য স্ত্রীলোক নই।"

বীরেনের মুখে মৃদু হাস্য ফুটে উঠল; বল্‌লে, "ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন, পদ্মরাগ মণি যদি বলে, 'আমি অসামান্য বস্তু নই, তা হ'লে জহুরীকেও কি সে কথা স্বীকার করতে হবে?"

এবার ঠিক ভ্রূকুঞ্চন দেখা গেল না, তৎপরিবর্তে মুখখানা ঈষৎ আরক্ত হ'য়ে উঠল। বীরেনের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে আসন ত্যাগ ক'রে উঠে গিয়ে দক্ষিণ দিকের গবাক্ষের পর্দাটা একটু সরিয়ে দিয়ে এসে সুধীরা বল্‌লে, "এবার তা হ'লে কাজের কথা আরম্ভ করুন। Non-violent method-এর দ্বারা কি ক'রে এ বিবাদের মীমাংসা করতে চান তা বলুন।" কাজের কথা উত্থাপিত ক'রেই কিন্তু অন্য একটা কথা মনে পড়ল, কাজের কথা আরম্ভ হ'য়ে গেলে যা উত্থাপিত করার মতো আবহাওয়া হয়ত নাও থাকতে পারে। বল্‌লে, "আপনার হাতের অবস্থা কি রকম? ঘা শুকিয়ে গেছে ত?"

জামার হাতাটা সরিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অংশটা বার ক'রে বীরেন বল্‌লে, "এখনো খুলিনি। খুলে দেখব নাকি?"

"দেখুন না।"

বাম হাত দিয়ে সেফ্‌টিপিনটা খুলে বীরেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বস্ত্র-খণ্ডটা উন্মোচিত করলে; তারপর তুলো ধ'রে একটু টান দিতেই সমস্ত

তুলোটাই উঠে এল, শুধু ক্ষতর শুক্‌ন মুখে-মুখে একটুখানি ক'রে লেগে রইল।

"এগুলো এখানে ফেলতে পারি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় ফেলুন।"

বস্ত্র এবং তুলা ভূমিতলে নিক্ষেপ ক'রে বাম করতল দিয়ে ক্ষতস্থানটা চেপে ধ'রে বীরেন বল্‌লে, "নাঃ—একেবারে শুকিয়ে গেছে।"

"বেদনা আছে?"

"একটুও নেই। থাকবার উপায় কোথায় মিস্‌ চৌধুরী? শুধু ত' টিঞ্চার আয়োডিনই নয়, টিঞ্চার আয়োডিনের সঙ্গে আর একটা যে ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলেন তার শক্তি যে অদ্ভুত!"

বিস্মিত কণ্ঠে সুধীরা বল্‌লে, "কই, আর কিছু দিইনি ত।"

কৌতুকের মৃদু হাস্যে বীরেনের মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল; বল্‌লে, "দিয়েছিলেন, ভুলে গেছেন। গাছগাছড়া জড়িবুটির মতো কিছু নয়; মধু জাতীয় পদার্থ।" বিমূঢ় সুধীরার বিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, "বুঝতে পারছেন না? সিরাপ গমবেদনা,—মানস-পদ্মবনের সামগ্রী।" ব'লে হাসতে লাগল।

শুনে সুধীরার মনের মধ্যে বিস্ময় গভীরতর হ'ল। তা হ'লে সত্যসত্যই ওষুধ-পত্র নয়,—কৌতুক,—কাব্য! কোথা দিয়ে কেমন ক'রে মনে প'ড়ে গেল গত কল্যকার কথা,—রাখাল ঘটককে দুই বাহুর উপর তুলে ধ'রে দুলিয়ে নিয়ে বেড়ানো।

অদ্ভুত লোক এই বীরেন চাটুয্যে, আর অদ্ভুত তার কার্যকলাপ,

প্রণালী-পদ্ধতি! যার সঙ্গে হাতাহাতি করবার কথা, তাকে বুকে নিয়ে দুলিয়ে বেড়ায়; আর, যার সঙ্গে করবার কথা বচসা-বিতর্ক, তার সঙ্গে করে কাব্য! রাগ হয়, কিন্তু প্রতিবাদ করবার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। শক্তিকে সংহত ক'রে আঘাত করবার পূর্বেই কোন্ ছিদ্র-পথ দিয়ে নিঃসৃত হ'য়ে শক্তি তার বেগ হারায়।

"মিস্ চৌধুরী!"

জিজ্ঞাসু নেত্রে সুধীরা বীরেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

"চুপ ক'রে রয়েছেন যে? আমার কথায় রাগ করলেন নাকি?"

'রাগ করিনি'র চেয়ে 'রাগ করেছি' বল্‌লে হয়ত ব্যাপারটাকে ঘোরালো করবার সুযোগ আরো অধিক দেওয়া হবে; সুতরাং বল্‌তেই হ'ল, "না"।

উৎফুল্ল মুখে বীরেন বল্‌লে, "তা হ'লে সাহস পেয়ে একটা জিনিষ আপনার কাছে ভিক্ষে চাচ্ছি।"

শুনে সুধীরা চিন্তিত হ'ল। সাহস পাওয়ার পূর্ব্বেও যে ব্যক্তির সাহসের অন্ত থাকে না, সাহস পাওয়ার পর সহসা সে কোন্ অদেয় বস্তু চেয়ে বসবে তা কে জানে! জড় জগতের কোনো পার্থিব বস্তুর পরিবর্ত্তে যদি মানস-পদ্মবনের কোনো অপার্থিব সামগ্রী হয়, তা হ'লেই ত বিপদ! সেরূপ অবস্থায় আতিথ্যধর্ম পালনের দাবী মেটানো হয়ত কঠিন হ'য়ে উঠবে। ভয়ে ভয়ে সুধীরা বললে, "কি, বলুন?"

ব্যাণ্ডেজে ব্যবহৃত সেফ্‌টিপিন্‌টা টেবিলের উপর প'ড়ে ছিল; সেটা তুলে ধ'রে বীরেন বল্‌লে, "এই সেফ্‌টিপিন্‌টি।"

সেফ্‌টিপিন্‌টি! দু'পয়সায় এক ডজন পাওয়া যায়, সেই রকম একটা

যৌতুক

সেফ্‌টিপিন্! প্রার্থিত বস্তুর পার্থিবতায় এবং সামান্যতায় সুধীরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশ্বস্ত হ'তে পারল না। মনে হ'ল, একটা অকিঞ্চিৎকর সেফটিপিনের যৎসামান্য বস্তু-ভাগের মধ্যে তার সমস্ত অভিপ্রায় আবদ্ধ হয়ে আছে, এমন মানুষই নয় বীরেন চাটুয্যে।. ক্ষুদ্র পিনের অন্তরালে যে উদ্দেশ্য অবস্থান করছে তা নিশ্চয় ক্ষুদ্র নয়, এই আশঙ্কা ক'রে ভয়ে ভয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হবে আপনার এই সামান্য সেফটিপিনে?"

বীরেন বললে, "সামান্য নয় মিস্ চৌধুরী,—এই সেফটিপিনটি আপনার কাছে সামান্য হলেও আমার কাছে অসামান্য। আপনার সঙ্গে যে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছে, শেষ পর্যন্ত হয়ত তার সবটাই আমার দিক দিয়ে পরাজয়ের কাহিনী হবে। সেই অন্ধকারের ইতিহাসের মধ্যে যে মুহূর্তটি উজ্জ্বল, এই সেফটিপিন তার সাক্ষী। করুণা দিয়ে কাল আপনাকে জয় ক'রে আমি এটি অধিকার করেছি মিস্ চৌধুরী। সুতরাং বুঝতে পারছেন, এই জয়-চিহ্ন আমার কাছে সামান্য বস্তু নয়।" ব'লে হাসতে লাগল।

এ কথার উত্তর নেই! কলহের দ্বারা এ কথার প্রতিবাদ করতে যাওয়া যেমন অশোভন, নিরুত্তরের দ্বারা এ কথাকে পরিপাক ক'রে নেওয়াও তেমনি কঠিন! লাঠালাঠির বিষয়ে বিতর্ক করতে এসে যে নির্লজ্জ ব্যক্তি এমন রসগভীর কথা বলতে পারে তার কাছে মুখর হ'তে পারে এমন নির্লজ্জতা সুধীরার নেই। তথাপি সে একেবারে চুপ ক'রে থাকতেও পারলে না; বললে, "ছোট জিনিষকে আপনি অত্যন্ত বড় ক'রে তুলতে পারেন বীরেন বাবু!"

সহাস্যমুখে বীরেন বল্‌লে, "না, মিস্ চৌধুরী, আমি যাদুকর নই,—

সে ক্ষমতা আমার নেই। তবে বড় জিনিষের সম্পর্কিত সব জিনিষকেই আমি বড় ক'রে দেখে থাকি। যে ডালটি আমার কাছে বড়, তার পাতাটিও আমার কাছে ছোট নয়। দোকানদারের পাতায় আঁটা সেফটিপিন, আর আপনার ব্লাউস থেকে খুলে দেওয়া সেফটিপিন আমার কাছে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু।"

এ কথা শুনে সুধীরার মনে গভীর অনুতাপ হ'ল। মনে মনে বললে, 'ভাল করিনি কথার উত্তর দিতে গিয়ে এমন বেহায়া লোককে কথা বলবার সুযোগ দিয়ে।' আর কিছু বললে পাছে বীরেন আরো কিছু বলবার সুবিধা পায় সেই ভয়ে সে বীরেনের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে ব'সে রইল।

তথাপি সেফটিপিনের প্রসঙ্গটা সেখানেই শেষ হ'ল না।

টেবিলের উপর পিনটা স্থাপিত ক'রে বীরেন বললে, "আপাতত রইল এটা এখানে। ফিরে যাবার সময়ে যদি এমনি পড়ে থাকে, তা হ'লে এ কথা বুঝলে নিয়ে যাব যে, এর প্রতি আমার অধিকার স্থাপনে আপনার দিক থেকে অসম্মতির কারণ নেই।"

সুধীরার ইচ্ছা হ'ল পিনটা নিয়ে একেবারে জানালা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসে দেখায় কেমন তার অসম্মতির কারণ নেই। কিন্তু পাছে সেরূপ আচরণের দ্বারা তার দিক থেকেও ছোট জিনিষকে বড় ক'রে তোলার দুর্বলতা প্রকাশ পায়, সেই ভয়ে সে বীরেনের এ কথাটাও নিঃশব্দে পরিপাক করলে।

ভিতরের দিকের দ্বারের পর্দা ঠেলে বেণী প্রবেশ করলে। সুধীরার নিকটে এসে নিম্নকণ্ঠে বললে, "নিয়ে আসব দিদিরাণী?"

যৌতুক

মৃদুস্বরে সুধীরা বল্‌লে, "আন।"

নিঃশব্দ লঘুপদে বেণী পর্দা ঠেলে ভিতরে অন্তর্হিত হ'ল।

চক্ষু ঈষৎ বিস্ফারিত ক'রে বীরেন বল্‌লে, "কি আন্‌তে গেল? লাঠি নয় ত?"

বীরেনের ভঙ্গী দেখে সুধীরার মুখে ক্ষীণ হাস্য স্ফুরিত হ'ল। কৌতুক-পরিহাসের একটা মাদকতা আছে। ঝোঁকের মাথায় লোভ সম্বরণ করতে পারলে না; বললে, "লাঠি নয়,—ছোরা।"

কপট আতঙ্কের স্বরে বীরেন বললে, "ছোরা?—কিন্তু নিরস্ত্র হ'য়ে যে মানুষ আত্মসমর্পণ করেছে, তার জন্যে ছোরার কি প্রয়োজন?"

কৌতূহল সহকারে সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "নিরস্ত্র কেন?—আপনি আপনার ছোরা আনেননি না-কি?"

স্মিতমুখে বীরেন বললে, "নিশ্চয় আনি নি। একজন সৈনিককে নিরস্ত্র করলে যে-পরিমাণ অপমান করা হয়, সেই পরিমাণ সম্মান আপনাকে দেবার জন্যে স্বেচ্ছায় আমি নিজেকে নিরস্ত্র করেছি। আজ আমি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে আসিনি মিস্ চৌধুরী, আজ আমি আপনার একজন অনুগত প্রজারূপে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি। এ অঞ্চলে আমাদের যা কিছু জমি-জমা আছে, মায় ভদ্রাসন বাড়ী আর বিবাদী জমি, সব-কিছুরই জমিদার আপনারা তা আমি আজ ভুলিনি। আজ আমি আপনার কাছে প্রার্থী।"

ভয়ে ভয়ে সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "কিসের প্রার্থী?"

ভিতরের দ্বারের দিকে ঈষৎ বিস্ফারিত চক্ষে দৃষ্টিপাত ক'রে

বীরেন বল্‌লে, "মিষ্টান্নের নয় মিস্ চৌধুরী, যদিও মিষ্টি জিনিষের বটে।"

বীরেনের কথার এবং দৃষ্টির ভঙ্গীতে পিছন ফিরে তাকিয়ে সুধীরা দেখলে একজন ভৃত্য পর্দা সরিয়ে ধরেছে, আর সেই অল্প পরিসর স্থানের মধ্য দিয়ে দুই হস্তে একটা ট্রে ধারণ ক'রে বেণী সন্তর্পণে কক্ষে প্রবেশ করছে। ট্রের উপর চায়ের সরঞ্জাম এবং বিবিধ খাদ্যসম্ভার; অপর ভৃত্যের হস্তে জলের পাত্র।

সুধীরা বল্‌লে, "এ মিষ্টান্ন আপনিই এসেছে, আপনাকে প্রার্থনা করতে হয় নি।"

বীরেন বল্‌লে, "কিন্তু সে মিষ্টি জিনিষের জন্যে আমি আপনিই এসেছি, আর আমাকে প্রবলভাবে প্রার্থনা করতে হবে।"

কথাটা এমন জটিল মনে হ'ল যে, সে মিষ্টি জিনিষটা যে কী, তা জিজ্ঞাসা করতে সুধীরার সাহস হ'ল না; সে নিরুত্তর রইল।

ফুলদানিটা সরিয়ে বীরেনের সম্মুখে টেবিলের উপর একটা বড় তোয়ালে পেতে তদুপরি ট্রে এবং জলের গ্লাস স্থাপন ক'রে ভৃত্যদ্বয় বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

বিস্মিতকণ্ঠে বীরেন বল্‌লে, "এ কি ব্যাপার বলুন ত মিস্ চৌধুরী?"

খাবারের ডিশ্‌ বীরেনের দিকে একটু সরিয়ে দিয়ে মৃদু স্মিতমুখে সুধীরা বল্‌লে, "একটু খান।"

"এই সমস্ত?—একা?"

সুধীরা বললে, "বেশী কই,—অল্পই ত।"

বীরেন বল্‌লে, "না, না, মিস চৌধুরী, বেশিকে অল্প ব'লে বেশির মর্যাদা নষ্ট করবেন না। এ আপনার পক্ষে বেশি, আমার পক্ষেও বেশী ; এমন কি আমাদের দুজনের পক্ষেও বেশি। তা ছাড়া, আপনার দিক থেকে এ-সব আচরণ ঠিক সঙ্গত হচ্ছে না।"

ঈষৎ কৌতূহল সহকারে সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন ?"

"আমার প্রগল্‌ভতা মাফ্ করবেন, আপনার লাঠিয়ালের দল আড়াল থেকে যদি দেখতে পায় যে, আপনি নিজে ব'সে আমাকে সন্দেশ খাওয়াচ্ছেন তা হ'লে হয় ত তারা আমার মাথা লক্ষ্য ক'রে খুব জোরে লাঠি চালাতে পারবে না। তাদের ধারণা হবে, আমার সঙ্গে আপনার বিরোধটা ঠিক অন্তরের জিনিষ নয়, বাইরের একটা অভিনয়। সুতরাং আমাকে সাংঘাতিকভাবে আঘাত দিলে আপনি মনে মনে কষ্টই পাবেন।"

বীরেনের আত্ম-সিদ্ধান্তের এই অপরূপ ভঙ্গী দেখে একটু পুলকিত হ'য়ে সুধীরা বল্‌লে, "ভালই ত' ; আপনি ত' তাতে খুসীই হবেন।"

"কিসে ?—আপনি মনে মনে কষ্ট পেলে ?"

"উঁহু,—আমার লাঠিয়ালের দল non-violent হ'লে।"

মিনতির সুরে বীরেন বল্‌লে, "না মিস্ চৌধুরী, আমি আপনার লাঠিয়ালদের করুণার প্রত্যাশী নই, আমি আপনারই করুণার প্রত্যাশী। এমন কি, আপনার নির্মমতাও আমার কাছে উপেক্ষার বস্তু নয়। জীবন-মরণ একান্তই যদি নির্ভর করে ত' মহতের হাতেই যেন তা করে।"

কথোপকথন পুনরায় ঘোরালো হ'য়ে এল। নদীর স্রোত ছাড়িয়ে এর গতি দিক্‌হীন সীমাহীন মহাসাগরের উর্মিমালার

দিকে ; সে দিকটা শুধু অজানাই নয়, অস্পষ্টও। ভয় হয়, এরূপ কথোপকথনের পরিণামে শেষ পর্যন্ত দিকভ্রষ্ট হ'তে না হয়। অথচ মনের গোপন কোণে এর জন্ম মোহও যে একটু নেই, তা নয়। সেই অমার্জনীয় দুর্বলতার প্রত্যবায় বহন ক'রে মন ক্রমশঃ হ'য়ে উঠ্‌ছে অপরাধী।

বীরেন বল্‌তে লাগল, "অবশ্য একথা যদি জানতে পারি যে, আপনার লাঠিয়ালের হাতে মাথা ফাটাতে পারলে, আপনার আঁচল-ছেঁড়া জলের পটি মাথায় ধারণ করবার সৌভাগ্য হবে, তা হ'লে আপনার লাঠিয়ালের লাঠির জন্যে আমার মনে লোভের অন্ত থাকবে না। এ কথা একটুও অতিরঞ্জিত করছিনে, টিঞ্চার আয়োডিন পর্বের পর রাখাল দাদাকে শুধু সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমাই করি নি, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় সমস্ত মন ভ'রে উঠেছিল। দুর্মূল্য সামগ্রী সংগ্রহের জন্যে মানুষে কত দিকে কত কষ্ট করে তা যদি আপনি জানতেন মিস্ চৌধুরী, তা হ'লে আমার এ কথা সহজেই বুঝতে পারতেন।" ব'লে হাসতে লাগ্‌ল।

এই ধরণের কথোপকথনকে যে-কোনো প্রকারে প্রতিরোধ করতেই হবে, এই সঙ্কল্প ক'রে সুধীরা বললে, "শুধু এ কথাই নয়, এমন অনেক কথাই আমি জানিনে। কিন্তু আমাদের আসল কথা কিছুই এখনো হয়নি, তা'তে হয়ত' কতকটা সময় লাগতে পারে। তার আগে আপনি একটু কিছু খান।"

বীরেন বল্‌লে, "একটু-কিছু না খেলে যদি আপনার আতিথ্য-ধর্ম ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা থাকে, তা হ'লে না হয় আপনার আদেশ পালন করছি ;—কিন্তু একটু-কিছু সত্যি-সত্যিই একটু-কিছু হ'লে

অনুগ্রহ ক'রে অপরাধ নেবেন না, কারণ এখনি বাড়ি থেকে বেশ-একটু-কিছু খেয়ে আসছি।"

বীরেনের কথা শুনে সুধীরা বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হ'ল। অপ্রতিভ মুখে বল্‌লে, "আমার ভারি অন্যায় হ'য়ে গেছে বীরেন বাবু! আমার উচিত ছিল আপনি এখানে চা খাবেন সে কথা স্পষ্ট ক'রে কাল আপনাকে ব'লে দেওয়া, কিম্বা আজ সকালে আপনাকে লিখে পাঠানো।"

বীরেন বললে, "কিন্তু এখনো তো সে ত্রুটির সংশোধন হ'তে পারে।"

সকৌতূহলে সুধীরা জিজ্ঞেস করলে, "কি ক'রে?"

"ধরুন, আমি যদি সমস্ত খাবারটাই খেয়ে ফেলি?"

অবাক হ'য়ে বীরেনের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে সুধীরা বল্‌লে, "বেশ কথা ত'! আমি করলাম অপরাধ, আর আপনি করবেন তার প্রায়শ্চিত্ত?"

বীরেন বল্‌লে, "তাতে আমার দিক দিয়ে একটু সুবিধের সম্ভাবনা আছে। প্রায়শ্চিত্তটা আমি করলে আপনার মনে যদি একটু কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হয়, তা হ'লে সেটা আখেরে আমার উপকারে লাগতে পারে।"

এবার সুধীরা না হেসে থাকতে পারলে না; বল্‌লে, "আপনার শুধু ছোরাই চলে না; কথাও আপনার এরকম চলে যে, আপনার সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন!"

সুধীরার কথা শুনে বীরেনের মুখে মৃদু হাস্য ফুটে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "আশা করা যাক্, শেষ পর্যন্ত যেন না পেরেই ওঠেন!"

সুধীরা মনে মনে বল্‌লে, সে আশা সুদূরপরাহত। মুখে বললে "সে

যা হবার পরে হবে। আপাতত অপরাধটা আমার কাঁধেই ঝুলুক, আপনি যা পারেন তাই খান্।"

বীরেন বললে, "সবটা ঝুলে কাজ নেই মিস্ চৌধুরী, আংশিক প্রায়শ্চিত্ত ক'রে খানিকটা হাল্কা ক'রে ফেলুন।"

সকৌতূহলে সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "আংশিক প্রায়শ্চিত্ত? সে আবার কি ক'রে করব?"

"কি ক'রে করবেন, তা আমি যথাসময়ে আপনাকে বুঝিয়ে দেবো। তবে সে প্রায়শ্চিত্তের উপকরণ সবই এখানে আছে, শুধু আর এক দফা পেয়ালা-পিরিচ আনালেই হবে। অনুগ্রহ ক'রে হুকুম করুন।"

বীরেনের কথার মর্মোপলব্ধি করতে এবার আর সুধীরার বিলম্ব হ'ল না; ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বল্‌লে, "না না,—আংশিক প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নেই, সুবিধামত কোনো সময়ে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করতেই চেষ্টা করব। আপনি খেতে আরম্ভ করুন, আমি ততক্ষণ আপনার চা তৈরী ক'রে দিই।" ব'লে পেয়ালা পিরিচটা নিজের সম্মুখে টেনে নিলে।

বাধা দিয়ে বীরেন বল্‌লে, "কেন মিস্ চৌধুরী, আমার এ অনুরোধ কি এতই অসঙ্গত? আপনার আর আমার মধ্যে ব্যবধানের কথা আমি ভুলিনি, কিন্তু অতিথিকে এইটুকু সম্মান দান করলে আপনার মহত্ত্ব বৃদ্ধিই পাবে।"

বীরেনের কথা শুনে ঈষৎ তীব্রতার সহিত সুধীরা বল্‌লে, "মহত্ত্বের কথা এখন না হয় থাক্,—কিন্তু ব্যবধানটা কিসের এমন ক'রে বলছেন বলুন তো?"

বীরেন বল্‌লে, "আমি বলি, ব্যবধানের কথাও এখন থাক্; যত

যৌতুক

কিছু হাঙ্গামার কথা ওঠবার আগে চা-পানের পর্বটা নির্বিঘ্নে শেষ হোক। ওসব কথা ত' একটু পরে আপনা আপনিই উঠ্‌বে, ওর জন্যে ব্যস্ত হবার কোনো প্রয়োজন নেই।"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে অবস্থান ক'রে সুধীরা মনে মনে কি চিন্তা করলে; তারপর ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকলে, "বেণী!"

পর্দা ঠেলে ত্বরিত পদে কক্ষে প্রবেশ ক'রে বেণী বললে, "দিদিরাণী!"

"এ চা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে, টি-পটটা নিয়ে গিয়ে একটু বেশী ক'রে চা তৈরী ক'রে আন্। আর, আর-একটা পেয়ালা-পিরিচ।"

টেবিলের উপর থেকে টি-পট্ তুলে নিয়ে বেণী সত্বর প্রস্থান করলে।

"মিস্ চৌধুরী!"

নিঃশব্দে সুধীরা বীরেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

একটু ইতস্তত সহকারে মৃদুস্মিত মুখে বীরেন বললে, "কিছু যদি মনে না করেন তা হ'লে একটা কথা বলি।"

নূতন কোনো গুরুতর কথার অবতারণার উদ্দেশ্যেই যে এই বিনয়মসৃণ কপট ভূমিকা, তদ্বিষয়ে সুধীরার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। সভীতি অস্বস্তির সহিত সে জিজ্ঞাসা করলে, "কি কথা?"

"দেখুন, কাল থেকে আপনাকে বারবার মিস্ চৌধুরী ব'লে সম্বোধন করছি,—এ কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগছে না। আপনার যে শ্রী, আপনার যা মাধুর্য, তা একান্ত ভাবে ভারতবর্ষীয়; এমন কি আপনার শাড়ীর পাড়টুকুর মধ্যেও বিলিতি স্কার্টের নামগন্ধ নেই। আপনার এই ধারার সঙ্গে বিদেশী কটুগন্ধী মিস্ চৌধুরী সম্বোধন একেবারেই খাপ

খাচ্ছে না। আচ্ছা, কি করি বলুন ত' ?" ব'লে উত্তরের জন্য বীরেন নীরবে স্থধীরার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

উত্তরের প্রত্যাশায় এরূপ ভাবে নিঃশব্দ হ'লে উত্তর না দিয়ে পারে এমন লোক বিরল। বীরেনের মুখের উপর মুহূর্তের জন্য চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে স্থধীরা বল্‌লে, "তা হ'লে ও নামে ডাকা বন্ধ করুন।"

"তা না হয় বন্ধ করাই যাবে, কিন্তু কি নামে ডাক্‌ব তা বলুন ? যদি বলেন,'কুমারী চৌধুরী',—ওকিন্তু আমার আরো খারাপ লাগে। বিলিতি আমার বরং সহ্য হয়, কিন্তু বিলিতির অনুকরণের দুর্গন্ধ একেবারে অসহ্য।"

বীরেনের এ অভিমতে স্থধীরা কোন মন্তব্য প্রকাশ করলে না, চুপ ক'রে ব'সে রইল।

বীরেন বলতে লাগল, "তৃতীয় পক্ষের নিকট উল্লেখে শ্রীমতী স্থধীরা চলতে পারে, কিন্তু সম্বোধনে অচল। 'স্থধীরা দেবী' অবশ্য অচল নয়, কিন্তু একটা যেন অনাত্মীয়তার ব্যবধান সৃষ্টি করে। মিস্ চৌধুরী ?"

বীরেনের প্রতি দৃষ্টি উত্তোলিত ক'রে স্থধীরা বল্‌লে, "বলুন।"

"কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখুন! যে নামে আপনাকে আমি মনের মধ্যে নিরন্তর চিন্তা করি,—কারণ, আপনার চিন্তা ভিন্ন আর কোন চিন্তা ত' আজকাল আমার মনের মধ্যে আর বড় দেখতে পাই নে,—লাঠির ভয় এম্‌নি বিষম ভয়,—আপনার সেই সহজ সরল যথার্থ নামে কিন্তু প্রকাশ্যে আপনাকে ডাকবার উপায় নেই। আগে-পাছে একটা কোনো উপসর্গ অথবা প্রত্যয় জুড়ে না দিলে শিষ্টাচারের আইন লঙ্ঘন করা হবে।"

যৌতুক

বীরেনের কথা শুনে উৎকণ্ঠায় সুধীরার বুক দুড়-দুড় করতে লাগল। কি সর্ব্বনাশ! এই দুঃসাহসিক লোকটা তাকে মনে-মনে সুধীরা ব'লে সম্বোধন করে কোন্ অধিকারে? আর করেই বা যদি, কোন্ সাহসে সে তার সেই মনের গোপন কথা এমন ক'রে মুখে প্রকাশ ক'রে বলে?

"মিস্ চৌধুরী?"

সুধীরা বীরেনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

"আপনি ত' কিছু বলছেন না?"

সুধীরা বল্লে, "আমার কিছুই বলবার নেই বোধ হয়, তাই বলছিনে।" মনে মনে বললে, 'আছে, যথেষ্ট আছে। আমি বলি, একজন অসহায়া মেয়েকে একান্তে পেয়ে আতিথেয়তার পরিপূর্ণ সুবিধা গ্রহণ ক'রে এমন ক'রে তার মনের উপর ছিনিমিনি খেলার চেষ্টা অতিশয় গর্হিত আচরণ; বিশেষতঃ যখন সেই আচরণ এমন ধূর্ত্ততার সহিত হিসাব ক'রে অশিষ্টতার সীমান্ত রেখা এড়িয়ে চলে যার জন্যে প্রতিবাদ করা যায় না, কলহ করতে সৌজন্যে বাধে।'

বেণী প্রবেশ ক'রে টেবিলের উপর টি-পট ও পেয়ালা-পিরিচ রেখে চলে গেল।

পেয়ালা-পিরিচ নিজের সম্মুখে স্থাপিত ক'রে বীরেন বল্লে, "আপনার যখন কিছুই বলবার নেই, তখন আপাতত 'মিস্ চৌধুরী' সম্বোধনই চলুক।" তারপর টি-পটের দিকে সে হাত বাড়াতে, ব্যস্ত হ'য়ে সুধীরা টি-পটটা নিজের কাছে তুলে নিয়ে বল্লে, "আপনি কেন কষ্ট করছেন, আমি ক'রে দিচ্ছি।" ব'লে টি-পট থেকে নিজের সম্মুখের পেয়ালায় চা ঢালতে লাগল।

বারেন বললে, "ভুল করছেন মিস্ চৌধুরা, আমি নিজের জন্তে চা করতে যাচ্ছিলাম না। আমার চায়ের পেয়ালা আপনি যে দয়া ক'রে আপনার নিজের কাছে রেখেছেন, এত শীঘ্র ভুলে যাবার মতো সে কথা আমার পক্ষে সামান্ত নয়। আমি আপনার জন্তে চা করতে যাচ্ছিলাম।"

স্থধীরা বল্‌লে, "তাই বা কেন কষ্ট করবেন, আমি এখনি ক'রে নিচ্ছি।"

বারেন বল্‌লে, "না, মিস্ চৌধুরী, অনুগ্রহ ক'রে আপনার চা তৈরী করবার অধিকার আমাকে দিন। তা'হলে ভবিষ্যতের দুর্দিনে অন্তত এইটুকু মনে ক'রেও সান্ত্বনা পাব যে, যত সামান্তই হোক না কেন, তবু আপনার সেবায় আসবার সৌভাগ্য একদিন আমার হয়েছিল। অনুগ্রহ ক'রে এই কষ্টটুকু করবার আনন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।"

শুধু যে এইটুকু আনন্দ থেকেই স্থধীরা বীরেনকে বঞ্চিত করতে পারলেনা তা নয়; বিশেষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত গভীরতর আনন্দের দ্বারাও তাকে কৃতার্থ করতে হ'ল। আদায় করবার কৌশল যারা অবগত আছে তারা কথনো একবারেই আদায় করে না, বারে বারে করে। হিট্‌লারের মতো তারা জানে যে, পরবর্তী ভূমিখণ্ড অধিকারের ঠিক পূর্ব্ব অবস্থা সম্মুখবর্তী ভূমিখণ্ড অধিকার করা; স্থতরাং তারা একথাও জানে যে, খাবারের ডিশে সম্মত করবার পূর্ব্ব অবস্থা চায়ের পেয়ালায় সম্মত করা। একটি ছোট ডিশে কিছু খাবার দিয়ে বীরেন যখন স্থধীরার সম্মুখে স্থাপন করলে তখন স্থধীরা প্রথমটা অল্প কিছু আপত্তি করলে বটে, কিন্তু একথাও সে বুঝলে যে, এই নিয়ে

অধিক বাদানুবাদ করতে গেলে, প্রথমত বাদানুবাদ হবে নিষ্ফল, এবং দ্বিতীয়ত অফলপ্রদ বাদানুবাদের অছিলায় এই প্রগল্‌ভ ব্যক্তিটিকে অনেক নূতন কথা বলবার সুযোগ দেওয়া হবে। সুতরাং খাবারের ডিশেও তাকে অগত্যা সম্মত হ'তে হ'ল।

পানাহারের মধ্যে একসময়ে বীরেন বল্‌লে, "দেখুন মিস্ চৌধুরী, আমার প্রথম অপরাধ হচ্ছে,আমি একজন পুরুষ মানুষ; আর, আমার দ্বিতীয় অপরাধ হচ্ছে, উপস্থিত এখানকার বাড়ীতে আমার কোনো স্ত্রীলোক আত্মীয় নেই। এই দুই অপরাধের জন্যে আমার বাড়ীতে আপনাকে আহ্বান করবার অধিকারও আমার নেই। সেই জন্যে আপনার বাড়ীতেই অনুরোধ-উপরোধ ক'রে আপনাকে সামান্য কিছু খাইয়ে পাণ্টা নিমন্ত্রণটা সেরে গেলাম। অবশ্য এ ঠিক তাই হ'ল লোকে যাকে বলে গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজো।" ব'লে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠ্‌ল।

সুধীরার মুখেও মৃদু হাস্য ফুটে উঠ্‌ল; সে বল্‌লে, "বেশ ত' ভবিষ্যতে কোনোদিন আপনার স্ত্রী যখন এখানে আসবেন, তখন না হয় আমাকে নিমন্ত্রণ করবেন।"

সহাস্য মুখে বীরেন বল্‌লে, "মূলেই যাঁর অস্তিত্ব নেই তাঁর পক্ষে এখানে আসা কিন্তু একটা অলৌকিক ব্যাপার হবে।"

সুধীরা বল্‌লে, "আজ তাঁর অস্তিত্ব নেই সে কথা আমি জানি। আমি বল্‌ছি ভবিষ্যতে কোনোদিনের কথা।"

"কিন্তু ভবিষ্যতেও যদি কোনো দিন আমার স্ত্রী আপনাকে চা খাওয়ান তা হ'লেও সেটা অলৌকিক ব্যাপার হবে।"

গভীর বিস্ময়ে সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা ক'রে বীরেন বললে, "সেটা কিন্তু এমন গোলমেলে কথা যে উপস্থিত আপনার না শোনাই ভাল। শাস্ত্রে আছে যে-কথায় সহজে মানুষের বিশ্বাস হবে না, সত্যি হ'লেও সে কথা প্রকাশ করতে নেই।"

এ কথাটাও এমন গোলমেলে মনে হ'ল যে, শুনে সুধীরা চুপ করে গেল,—আর কোনো প্রশ্ন করতে তার সাহস হ'ল না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই চা-পানের পর্ব শেষ হ'ল। বেণী এসে টেবিল পরিষ্কার ক'রে জিনিষ পত্র তুলে নিয়ে গেল।

৯

বৈশাখের খর রৌদ্রের উত্তাপ এরই মধ্যে অনেকটা বেড়ে উঠেছে। অদূরবর্তী আম বাগানের প্রচ্ছন্ন শাখায় ব'সে একটা ঘুঘু নিরন্তর এক-টানা সুরে করুণ বিলাপধ্বনি ক'রে চলেছে। সে ধ্বনি যেন দুর্বিষহ নিদাঘ-দাহর বিরুদ্ধে ক্ষীণ অবসন্ন কণ্ঠের নিস্তেজ প্রতিবাদ।

বীরেন বল্‌লে, "দেখুন মিস্ চৌধুরী, যে জমি নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমাদের বিবাদ, বস্তুত তার প্রত্যেকটি ধূলিকণা যদি আমাদের না হ'ত তা হ'লে আমি কখনই এর মধ্যে প্রবেশ করতাম না। বাবার মুখে এ জমির ইতিহাস শুনে আমাদের এখানকার সম্পত্তি সংক্রান্ত প্রত্যেকটি দলিল আমি তন্ন-তন্ন ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখেছি। ন্যায়ত, ধর্মত, আর আইনত, এ জমি যে আমাদের সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আচ্ছা বলুন ত, আমাদের বাস্তুভিটের অংশ এই জমি আপনাদেরই কি কেড়ে নেওয়া উচিত; না, আমাদেরই ছেড়ে দেওয়া উচিত? তা'তে কি কোন পক্ষেরই মঙ্গল আছে?"

এক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা ক'রে সুধীরা বল্‌লে, "আপনি আমাকে কি করতে বলেন?"

"আমি আপনাকে সুবিচার করতে বলি। আপনি আমাদের

জমিদার, আপনাদের খাজনা দিয়ে আপনাদের আশ্রয়ে আমরা এ গ্রামে বাস করি, সে কথা আপনি ভুলে যাবেন না। তা ছাড়া, আমরা আপনাদের এক-পাঁচিলের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীর কাছ থেকে প্রতিবেশী যেটুকু সদয় ব্যবহার প্রত্যাশা করে আমি আপনার কাছে তার প্রার্থী। আপনি অনুগ্রহ ক'রে বিচার করুন।"

"কি বিচার করব? এ জমি আপনাদের, সেই কথা স্বীকার ক'রে নেবো?"

"যদি প্রমাণ করতে পারি তা হ'লে নেবেন।"

অতি ক্ষীণ হাস্যরেখায় সুধীরার অধর কুঞ্চিত হ'য়ে উঠিল ; বললে, "এই কি আপনার non-violent method?"

বীরেন বললে, "হ্যাঁ, এই তার সূচনা বটে, কিন্তু এই সব নয়। জানেন ত' non-violent method-এর আরম্ভ আবেদন-নিবেদনে, কিন্তু তা'তে সফল না হ'লে অসহযোগ, সত্যাগ্রহ—এমন কি অনশনে মৃত্যু পর্যন্ত অনেক কিছু পদ্ধতি প্রণালী আছে।" ব'লে সে হাসতে লাগ্‌ল।

সুধীরা বললে, "তা থাক্। কিন্তু তার আগে আমি একটা কথা আপনার কাছে সুস্পষ্ট করতে চাই,—তা হ'লে আমাদের আলোচনা অনর্থক দীর্ঘ হবে না।"

"কি কথা বলুন?"

"এই জমি সম্বন্ধে আপনার যদি কোনো রকম দাবী-দাওয়া,উপরোধ-অনুরোধ, এমন কি—যেমন আপনি বলছেন—আবেদন-নিবেদনই থাকে, তা হ'লে তার জন্যে আপনাকে বাবার কাছে যেতে হবে।"

যৌতুক

এক মুহূর্ত নীরব থেকে সুধীরার প্রতি ঋজু দৃষ্টিপাত ক'রে বীরেন বল্‌লে, "তা হ'লে আজ আমি আপনার কাছে কী কথা বলতে এসেছি তা'ত ঠিক বুঝতে পারছিনে মিস্ চৌধুরী ?"

সুধীরা বল্‌লে, "জমির দখল সম্বন্ধে যদি আপনার কোনো কথা বলবার থাকে ত' তাই বলতে এসেছেন।"

"কিন্তু জমির স্বত্ব সম্বন্ধে কোনো কথায় আপনি যদি একেবারেই কান না দেন তা হ'লে জমির দখল সম্বন্ধে কথা ব'লে কী লাভ হবে তা বলুন ?"

সুধীরা বল্‌লে, "আমি ত বলেছিলাম, কোনো লাভই হবে না। আমার দিকের কথাটা তা হ'লে আরও একটু স্পষ্ট ক'রে বলি। আমি এখানে এসেছি শুধু জমির দখল সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করবার জন্যে; জমির স্বত্ব সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করতে আমি আসিনি। আপনি যদি বিনা বিবাদে দখল নিয়ে জবরদস্তি করা বন্ধ করেনত ভালই, তা নইলে বাধ্য হ'য়ে আমাকে বল প্রয়োগ করতে হবে, আর তাতে যদি লাঠালাঠি আর রক্তপাত হয়,তার জন্যে দায়ী হবেন আপনি,—আমি নয়।"

সুধীরার কথা শুনে বীরেনের মুখে মৃদু হাস্য ফুটে উঠল; বল্‌লে, "অন্ততঃ যে লাঠি আমার মাথায় পড়বে, আর যে রক্তপাত আমার দেহ থেকে হবে তার জন্যে আপনাকে দায়ী করব না, সে কথা এখনি দিয়ে রাখলাম। কিন্তু শুধু আমিই ত নয়,—আমি ছাড়া আরও অনেকেই ত' আছে। কি হবে সামান্য এক টুকরো জমির জন্যে মাথা-ফাটাফাটি আর নরহত্যা ক'রে ? তার চেয়ে আমি না হয় আমার দ্বিতীয় পন্থাটা একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।"

যৌতুক

বীরেনের কথা শুনে সকৌতুক অবজ্ঞায় সুধীরার দুই চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল ; বললে, "কি আপনার দ্বিতীয় পন্থা ? সত্যাগ্রহ ?"

বীরেন বললে, "না, ঠিক সত্যাগ্রহ নয়।"

"তবে কি ? অসহযোগ ?"

মাথা নেড়ে বীরেন বললে, "অসহযোগ ত নয়ই, বরং ঠিক্ তার বিপরীত।" তারপর এক মুহূর্ত নিঃশব্দে অবস্থান ক'রে বোধকরি মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিয়ে সম্পূর্ণ সমাহিত কণ্ঠে বললে, "স্বত্বের অধিকারে আমাকে যদি না দেন, সহৃদয়তার অনুগ্রহে দিন না মিস্ চৌধুরী ! এই জমিটুকু দান করুন না আমাকে।"

সবিস্ময়ে সুধীরা বললে, "দান আপনি নেবেন ?"

বীরেন বললে, "দয়া ক'রে যদি দেন, দু হাত পেতে নেবো।"

যাচনার এই হীন সকরুণ ভাষা শুনে ঘৃণায় এবং কতকটা দুঃখে সুধীরার মন সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠ্ল। অকিঞ্চিৎকর সম্পত্তি আদায় করবার জন্য এ কী নির্লজ্জ লোভাতুরতা ! অথচ এক মুহূর্ত আগে পর্যন্ত এই ব্যক্তি আত্ম-গরিমার বেগবান ঘোড়ায় চ'ড়ে দাপাদাপি ক'রে বেড়িয়েছে ! সুধীরার কণ্ঠ দিয়ে কে যেন জোর ক'রে কথাটা ঠেলে বার ক'রে দিলে, "দান নিলে আপনার সম্মানের হানি হবে না ?"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বীরেন বল্‌লে, "একটুও হবে না। বরং যে সর্তে এ দান আমি চাচ্ছি সেটা মঞ্জুর হ'লে আমার সম্মান শতগুণ বেড়ে যাবে।"

সর্তের কথা শুনে সুধীরার মনে আবার নূতন ক'রে বিস্ময় দেখা দিলে ; সকৌতূহলে বললে, "সর্ত ? সর্ত আবার কিসের ?"

যৌতুক

কি ভাবে কথাটা বলবে মনে মনে বোধ হয় ক্ষণকাল বীরেন সেই চিন্তা করলে; তারপর সুধীরার মুখের উপর স্থির দৃষ্টিপাত ক'রে স্নিগ্ধস্বরে বল্‌লে, "সর্ত আপনাদের একান্ত করুণার। দিন্‌না মিস্ চৌধুরী, আমি আপনাদের কাছে করযোড়ে ভিক্ষা চাচ্ছি, দয়া ক'রে এই জমিটুকু আমাকে আপনারা যৌতুক দিন না!"

বিস্ফারিত নেত্রে সুধীরা বললে, "যৌতুক?—তার মানে?"

নিঃশব্দ স্তিমিত হাস্যে বীরেনের মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল; বললে "বিপদে ফেললেন মিস্ চৌধুরী! একজন অবিবাহিত পুরুষমানুষ একজন অবিবাহিত মেয়ের কাছে যৌতুক ভিক্ষা করলে কি তার মানে হয়, এর চেয়েও স্পষ্ট ক'রে বলতে হ'লে সত্যিই বিপদের কথা!"

বীরেনের কথা শুনে প্রথমে সুধীরার মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করলে, তারপর তার দুই চক্ষুর মধ্যে অগ্নি-কণিকা জ্বলে উঠল! কি বলবে সহসা ভেবে না পেয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বল্‌লে, "এ কিন্তু ভারী অন্যায় আপনার! আপনি আমাকে অপমান করছেন!"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে দৃঢ় কিন্তু অপরুষ কণ্ঠে বীরেন বললে, "না, নিশ্চয়ই করছিনে। আপনিই আমাকে অপমান করছেন।"

"আমি অপমান করছি?"

বীরেন বললে, "তা'তে কোন সন্দেহ আছে মিস্ চৌধুরী? আমার মনের শ্রেষ্ঠ বস্তু আপনাকে নিবেদন করলে আপনি অপমানিত হন, এ কথা বললে যদি আমাকে অপমানিত করা না হয়, তা হ'লে আর কোন্ কথা বললে হবে তা বলুন?"

সুধীরা বললে, "কিন্তু এ আপনার মনের শ্রেষ্ঠবস্তু নয়!"

যৌতুক

"এ তবে কী ?"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে সুধীরা বল্‌লে, "যে কোনো উপায়ে জমিটা অধিকার করবার জন্যে এ আপনার একটা অন্যায় কৌশল !"

সুধীরার কথা শুনে একটা নিষ্প্রভ আর্ত হাস্যে বীরেনের মুখমণ্ডল মলিন হ'য়ে উঠল , মৃদু অবরুদ্ধ কণ্ঠে সে বললে "ধরা প'ড়ে গেছি মিস্ চৌধুরী ! কৌশলই বটে, তবে ভারী কাঁচা কৌশল। এর দ্বারা কাজ হয় না, অথচ দুর্নাম হয় !" পর মুহূর্তেই সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে সামনের দিকে একটুখানি ঝুঁকে প'ড়ে দৃঢ়স্বরে বললে, "কিন্তু যদি বলি এ একেবারেই তা নয় ?—যদি বলি, পঁচিশ বছর আগে যে-অত্যাচার যে পাপ মন্দাকিনী পিসির জীবনটা নষ্ট ক'রেই নিরস্ত হরনি, এই সুদীর্ঘকাল দুটো বাড়ীর মধ্যে শত্রুতার আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে এ আপনাকে প্রাণখোলা আহ্বান,—তা হ'লে কী বলবেন ?"

সুধীরা বললে, "তা হ'লে বলব, কোন্ জিনিষ দিয়ে কোন্ জিনিষ করা যায়, আর যায় না, তা আপনি কিছুই বোঝেন না।"

বীরেনের মুখে মৃদুহাস্য দেখা দিলে; বললে, "বুঝি বই কি মিস্-চৌধুরী,—তা-ই যদি না বুঝব তা হ'লে একটু আগে আপনাদের আর আমাদের মধ্যে ব্যবধানের কথা তুলেছিলাম কেন ?···সে ব্যবধানের অনুপাত কি, তা জানেন ?"

সুধীরা কোনো কথা বল্‌লে না, চুপ ক'রে রইল।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে বীরেন বললে, "সিংহ-ছাগ অনুপাত ! অর্থাৎ আপনারা যদি সিংহ ত' আমরা ছাগল !"

একথা শুনে সুধীরা একেবারে অবিচলিত থাকতে পারলে না। একটা ক্ষীণ হাস্যরেখা তার অধরপ্রান্তে মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল ; বললে, "এ আপনাকে কে বল্‌লে ?"

"মন্দাকিনী পিসিমার সঙ্গে আমার বাবার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন ?"

"জানি।"

সেই বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেবার সময়ে আপনার বাবার জেঠামশায় বলেছিলেন, চৌধুরীদের মেয়ের সঙ্গে চাটুয্যেদের ছেলের বিয়ে হ'লে সিংহ-ছাগ দোষ হয়। গৃহস্থ ঘরের সামান্য পাত্রকে নাকচ ক'রে তিনি মন্দাকিনী পিসিমার বিয়ে দিলেন চণ্ডীতলার জমিদারের একটা দুশ্চরিত্র মাতাল ছেলের সঙ্গে। চৌধুরী বংশের বহু গৌরবের বহু সম্মানের আভিজাত্য রক্ষিত হ'ল ! কিন্তু সেই আভিজাত্য বজায় রাখার মূল্য মন্দাকিনী পিসিমাকে এই দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধ'রে দিনে-দিনে পলে-পলে নিশ্বাসে-নিশ্বাসে শোধ করতে হচ্ছে। আচ্ছা বলুন ত' মিস্ চৌধুরী, এই যে ভাইয়ের বাড়ীতে আশ্রিত হ'য়ে সন্তানহীন বিধবার দুঃখময় জীবন-যাপন—এই তাঁর পক্ষে গৌরবের হয়েছে,—না, আমার মার স্থান অধিকার ক'রে তিনি যদি নিজ সংসারের কর্ত্রী রূপে স্বামী-পুত্র নিয়ে শ্রদ্ধা সম্মানের মধ্যে বেড়িয়ে বেড়াতেন, সেই তাঁর পক্ষে গৌরবের হোত ?"

এক মুহূর্ত চিন্তা না ক'রে সুধীরা বল্‌লে, "এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় ত খুব কঠিন হবে না, কিন্তু তার আগে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এত কথা জেনে-শুনে আপনার আবার সেই চৌধুরী

বংশের আভিজাত্যের পাষাণে মাথা ঠোকবার দুর্ম্মতি কেন আজ হল ?”

বীরেন বল্‌লে, “দুর্ম্মতি ঠিক আজই হয় নি, আগেই হয়েছে। আপনার এ প্রশ্নের পুরোপুরি উত্তর দিতে হ'লে বছর দুই আগেকার কথার জের টানতে হয়, যখন কলকাতার ভারতী সাহিত্য-সভায় মিস্ সুধীরা চৌধুরীকে দেখে বুঝতে পারিনি যে,তিনি আমাদের পলতাডাঙ্গার জমিদার বাড়ির মিস্ রায় চৌধুরী। কিন্তু যে-শিক্ষা আজ হ'ল, তারপর সে-সব কথা বল্‌তে আর সাহসও হয় না, প্রবৃত্তিও হয় না।”

সুধীরা বললে, “তা হ'লে সে-সব কথা ব'লেও কাজ নেই, কারণ আমারও সে-সব কথা শোনবার কৌতূহল নেই। এবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, পিসিমার অদৃষ্টের কথা কেন তুলেছেন ? পিসিমার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আপনি আমাকে লোভ দেখাতে চান,—না ভয় দেখাতে চান ?”

বীরেন বললে, “লোভ দেখিয়ে কোনো ফল আছে বলে মনে হয় না। ভয় দেখাতেই চাই।”

“কিসের ভয় ?”

“কুমারগঞ্জের ভয়। পঁচিশ বছর আগেকার চণ্ডীতলার রতন রায়ের মতো এবারও কুমারগঞ্জের রঘুনাথ রায় কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত আছে। আমার আবেদন নামঞ্জুর করবার উৎসাহে তার আবেদনটা মঞ্জুর না হ'য়ে যায়, আভিজাত্যের পায়ে আর একবার সমারোহের সঙ্গে ফুল-বিল্বপত্র না পড়ে—এই ভয়।”

সুধীরা বললে, “আভিজাত্যের প্রতি ত' দেখচি আপনার শ্রদ্ধার

অন্ত নেই ; কিন্তু আমি যদি বলি, এটা আপনার আভিজাত্যহীনতার লক্ষণ, তা হ'লে সে কথা আপনার ভাল লাগবে ত ?"

বীরেন বললে, "এই মনে ক'রে ভাল লাগবে যে, আপনি যখন আমার মধ্যে আভিজাত্যহীনতার লক্ষণ দেখ্তে পাচ্ছেন, তখন আভিজাত্যের পাপ যে আমার মধ্যে নেই সে বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। কিন্তু দুঃখ নেই মিস্ চৌধুরী, আর বেশী দিন নয়, আপনারাও শীঘ্রই ও পাপ থেকে মুক্তিলাভ করবেন। যে গণশক্তি দেশের মধ্যে মাথা তুলে উঠ্ছে তার পায়ের তলায় আপনাদের এই অন্তঃসারশূন্য আভিজাত্য দেখ্তে দেখ্তে গুঁড়িয়ে ধুলো হ'য়ে যাবে।"

এই সুতীব্র আক্রমণ, অন্তত বাহ্যত, অবিচলিত মূর্তিতে পরিপাক ক'রে সুধীরা বল্‌লে, "ধুলো যখন হ'য়ে যাবে তখন না-হয় আপনার non-violent method-এর কথা আর একবার ভেবে দেখব ; আপাতত যতদিন না যাচ্ছে ততদিন আপনার সে method-এর কোনো দিকেই কোনো আশা নেই,—তা স্থির জেনে রাখুন।"

বীরেন বল্‌লে, "আপনিও জেনে রাখুন, non-violent method এমন সর্বনেশে জিনিষ যে, অনেক সময়েই তার ক্রিয়া-কৌশল প্রতিপক্ষ ঠিক আপনার মতো ক'রেই ভুল করে। এ যেন কতকটা চোরাবালির মত—শক্ত বালিতে বেড়িয়ে বেড়িয়ে নিশ্চিন্ত পথিক তার সীমান্ত রেখায় উপস্থিত হ'য়ে যেমন বুঝতে পারে না যে, আর এক পা বাড়ালেই বিপদ।"

সুধীরা বল্‌লে, "আপনার কি রকম কাজ-কর্ম আছে তা বলতে পারিনে, কিন্তু আমার আজ খুব বেশী অবসর নেই। বাবাকে একটা

দীর্ঘ চিঠি লিখ্‌তে হবে, তাতে অনেকটা সময় লাগবে। সুতরাং আপনাকে আর বেশিক্ষণ আটকে রেখে লাভ নেই। আপনার অহিংস-নীতি সম্বন্ধে আপনি অনেক কথাই ত বল্‌লেন, এবার হিংস্র নীতির কথাটা সংক্ষেপে আমি বলি। আজ থেকে দশ দিনের দিন, অর্থাৎ পরশু শুক্রবারের পরের শুক্রবারে, সমস্ত জমিটা আমি পাঁচিল দিয়ে ঘিরে নোব। রাজমিস্ত্রি, ইট-সুরকি, মাল-মশলা আনবার জন্যে নাটোরে লোক গেছে,—পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে সব এসে পড়বে। তবু আরো তিন-চার দিন পরে পাঁচিল গাঁথা আরম্ভ হবে। পাঁচিল গাঁথার কাজে রাজমিস্ত্রীদের যাতে কোনো অসুবিধে না হয় সেজন্য আমার লাঠিয়ালের দল সেখানে হাজির থাকবে।"

বীরেন বল্‌লে, "দশ দিনের দীর্ঘ নোটিশের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এতটা সময়ের কোনো দরকারই ছিল না। আমিও সেদিন করিম বক্স আর আমার অন্য দু'চার জন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে হাজির থাকব। কিন্তু তার জন্যে আপনার রাজমিস্ত্রীদের বেশিক্ষণ অসুবিধে ভোগ করতে হবে ব'লে মনে হয় না।"

সকৌতূহলে সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

"আমাদের পক্ষের মাত্র সাত আট জনের মাথা ফাটিয়ে ভূমিশায়ী করতে আপনার ত্রিশ চল্লিশ জন লাঠিয়ালের আর কত সময় লাগবে মিস্ চৌধুরী?"

তীক্ষ্ণভাবে বীরেনের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সুধীরা বল্‌লে, "কিন্তু সাত আট জন কেন? রঘুনাথ রায় ত' আপনাকে অনেক লাঠিয়াল জোগাবে ব'লে কথা দিয়েছে।"

বীরেন বল্‌লে, "কথা দিতেই সে পারে, কিন্তু আমাকে রাজি করানোও কি তার হাতের মধ্যে? আমিও আপনাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, রঘুনাথ রায়ের একটা লোকও আপনার বিরুদ্ধে আমার দিকে লাঠি ধরতে পাবে না। এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন।"

"কিন্তু কেন? তা'তে আপত্তি কিসের?"

বীরেন বল্‌লে, "এতটা ইতরতা করলে আমি নিজেকে কোনো দিনই ক্ষমা করতে পারব না, মিস্ চৌধুরী!"

সুধীরা বল্‌লে, "ইতরতাই বা কেন বল্‌ছেন?"

এবার বীরেন হেসে ফেল্‌লে; বল্‌লে, "সে কথা শুনলে, আপনি মুখে কিছু না বললেও মনে মনে হয়ত' ভাববেন, এ বেহায়া লোকটা এরই মধ্যে আবার কৌশলের প্যাঁচ কষতে আরম্ভ করেছে!" ব'লে চেয়ার পরিত্যাগ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে করজোড়ে বল্‌লে, "আচ্ছা, চললাম তা হ'লে। নমস্কার।"

সুধীরাও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে যুক্তকরে বল্‌লে, "নমস্কার।"

বীরেন বল্‌লে, "যাবার আগে একটা কথা ব'লে যাই। আজ আপনাকে সত্যিসত্যিই আমি অপমানিত করিনি। যে সম্মান আজ আমি আপনাকে দিয়েছিলাম, এর আগে কোনোদিন কোনো মেয়েকে তা দিই নি; ভবিষ্যতেও কোনো দিন কোনো মেয়েকে তা দেবো না। এ কথা আপনি অবিশ্বাস করবেন না। আমি ছোট, কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা যে ছোট নয়, তা আজ আপনাকে প্রার্থনা ক'রে প্রতিপন্ন করেছি। অন্তত সে জন্যেও একটুখানি শ্রদ্ধা আমাকে করবেন।" দু চার পা এগিয়ে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "আপনি কিন্তু

ভারী শক্ত মানুষ মিস্ চৌধুরী, কিছুই আপনার কাছ থেকে আদায় করা যায় না। এমন কি, ওই ছোট একটা যে সেফ্‌টিপিন তাও আপনার কাছে আট্‌কে রইল, নিয়ে যাওয়া গেল না।" ব'লে হাস্‌তে হাস্‌তে পর্দা সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্তব্ধ হ'য়ে সুধীরা নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। কোন কথা সে বল্‌তে পারলে না, বল্‌বার ছিল না-ও বোধ হয় কোনো কথা। বিদায়কালে ভদ্রতা রক্ষার জন্য বীরেনের সহিত এক পা এগিয়ে যাওয়া —তাও হ'য়ে উঠল না। বীরেনের আচরণের একেবারে শেষের দিকটা এমন অদ্ভুত ভাবে অপরূপ যে, সুধীরার গোপন মনের গোপনতর একটা দিক বারবার তার কাছে হার মানতে লাগল।

নিদ্রোত্থিতের মত সহসা এক সময়ে জেগে উঠে সুধীরা দেখলে সেই আটকে থাকা সেফটিপিনটা টেবিলের উপর প'ড়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে সেটা তুলে নিয়ে দুই আঙ্গুলের মধ্যে উল্টে পাল্টে নেড়ে চেড়ে দেখতে দেখতে এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করলে, তারপর জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে বাইরে ঘাসের উপর সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

ফিরে এসে সোফার উপর সোজা হ'য়ে উপবেশন করলে। মনে হ'ল নিজেকে সামলে নেবার একটু যেন প্রয়োজন হয়েছে। চক্ষু মুদিত ক'রে ঈষদবসন্ন মস্তক সোফার পিঠে হেলিয়ে দিলে। উচ্ছল মন নিয়ে বেশীক্ষণ কিন্তু স্থির হ'য়ে বসতে পারলে না। অন্দরে প্রবেশ করলে।

প্রথমেই দেখা হ'ল মন্দাকিনীর সহিত। অপ্রীতিকর প্রশ্নের ভয়ে

আগে-ভাগেই ব'লে বস্‌ল, "সুবিধে হ'ল না পিসিমা,—তোমার পরামর্শই জানিয়ে দিলাম,—শুক্রবারে পাঁচিল গাঁথা।"

"কি বল্‌লে তবু?"

"সব বাজে কথা,—অন্য সময়ে বলব অখন। ব'কে ব'কে মাথা ধ'রে গেছে, একটু শুতে চল্‌লাম।"

ব্যস্ত হ'য়ে মন্দাকিনী বললেন, "ওমা, শুতে যাবি কি? আগে চা-খাবার খেয়ে যা।"

সুধীরার মুখ ঈষৎ আরক্ত হ'য়ে উঠল, বললে, "চা খাবার খেয়েছি।"

"কোথায়? বাইরে বীরেনের সঙ্গে?"

"হ্যাঁ।"

মনে মনে খুসী হ'য়ে মন্দাকিনী বললেন, "আচ্ছা, তবে একটু শুগে যা। কিন্তু রঘুনাথ রায়ের বিষয়ে কোনো কথা জানতে পারলি কিনা শুধু সেই কথাটা বলে যা।"

সুধীরা বল্‌লে, "রঘুনাথ রায়কে নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই পিসিমা।"

"কেন?"

"রঘুনাথ রায়ের কাছ থেকে একটি লাঠিয়ালেরও সাহায্য বীরেন বাবু নেবেন না।"

"এ কথা সে নিজে বললে?"

"হ্যাঁ, নিজেই বললেন।"

ঈষৎ চিন্তিতভাবে মন্দাকিনী বললেন, "না, নিলেই ভাল; কিন্তু বিশ্বাস কি, মত বদলাতে আর কতক্ষণ!"

"না পিসিমা, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার,—রঘুনাথ র'য়ের সাহায্য তিনি কখনই নেবেন না।"

মন্দাকিনীর লোভ হ'ল, জিজ্ঞাসা করেন, বীরেনের উপর এতখানি বিশ্বাস এরি মধ্যে কেমন ক'রে হোল ; মুখে বললেন, "আচ্ছা যা, তুই একটু শুগে যা।"

দশ

উপরে গিয়ে ঘরে প্রবেশ ক'রে সুধীরা যে দুইটা জানালা খোলা ছিল তাও বন্ধ ক'রে দিলে। তারপর শয্যায় এসে শুয়ে প'ড়ে বোধ হয় নিদ্রার অভিপ্রায়েই চক্ষু মুদিত করলে। কিন্তু তাতে নিদ্রার অবস্থা উপস্থিত না হ'য়ে উপস্থিত হ'ল ধ্যানের অবস্থা। অর্থাৎ দেহের চক্ষু বন্ধ হওয়ার ফলে মনের চক্ষু বেশি ক'রে উন্মুক্ত হ'ল,—যে সকল চিন্তা এতক্ষণ অস্পষ্ট আকারে মনের আকাশে বিচরণ করছিল, এবার তা সুস্পষ্টতা লাভ করলে।

সুগভীর অভিনিবেশ সহকারে সুধীরা আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ'ল। অমীমাংসিত যুদ্ধের অবসানে সেনাপতি যেমন নিজ পক্ষের লাভ-লোকসানের দ্বারা জয়-পরাজয়ের মাত্রা নির্ণয় করতে প্রবৃত্ত হয়, ঠিক সেইভাবে সে চতুর্দিক সন্ধান ক'রে ক'রে দেখতে লাগল। যে ব্যাপারটা বীরেনের সহিত আজ সংঘটিত হ'ল তাকে যদি যুদ্ধের সহিত তুলনা করতে হয় তা হ'লে সব কথা খতিয়ে দেখলে জয়-পরাজয় সম্বন্ধে মন সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হ'তে পারে না। বিশেষতঃ, যুদ্ধের শেষ দিকটায় বীরেন দুমদাম ক'রে এমন কতকগুলা গোলাগুলি ছুঁড়ে গেল যে, জয় যদি মোটের উপর সুধীরার পক্ষেই হ'য়ে থাকে ত' সে-জয়ের অনেকখানি গৌরবই সে নষ্ট ক'রে দিয়ে গেছে।

যৌতুক

আজকের ব্যাপারটা যে, অজাযুদ্ধের মতো নিতান্তই একটা লঘু অকিঞ্চিৎকর ঘটনা হবে, চা-পান করতে করতে চায়ের পেয়ালার মধ্যেই নিমজ্জিত হ'য়ে বীরেনের নন্-ভায়োলেণ্ট্ মেথডের অপমৃত্যু ঘটবে, সে বিষয়ে সুধীরার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। কিন্তু কার্যকালে ঘটনার অদ্ভুত পরিণতি দেখে বিস্ময়ে সে অভিভূত হয়েছিল। উঃ, কি দুঃসাহসী লোক এই বীরেন চাটুয্যে! কি দুর্দান্ত তার বুকের পাটা! বলে কি-না জমিটা যৌতুক দিন! সে এসেছে কলকাতা থেকে ঐ জমিটা দখল করবার সঙ্কল্প নিয়ে, আর তাকে ধরেই টানাটানি! জমির দখল ছেড়ে দেওয়ার নাম-গন্ধ ত নেই, উল্টে জমির স্বত্বাধিকারিণীকে পর্যন্ত দখল করবার অভিসন্ধি। ডাল ছেড়ে একেবারে গোড়া ধ'রে টান! এ যেন সেই আদিম বর্বর যুগের অধিকার করবার নির্লজ্জ জবরদস্তি।

হৃদয়ের অত্যন্ত নিভৃত প্রদেশ থেকে কে যেন অতিশয় ক্ষীণকণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল, শোনো সুধীরা, শুধু আদিম বর্বর যুগেরই নয়, সকল যুগের সর্বকালের এই হচ্ছে চরমতম প্রণালী। অধিকার যদি করতে হয় ত দয়া-মায়া নয়,—এই রকম ক'রে একেবারে গোড়া ধরে পড়্ পড়্ ক'রে টান দিতে হয়। প্রয়োজন হ'লে চুলের মুঠি ধ'রে টান দিলেও অন্যায় হয় না। আচ্ছা, বল দেখি, টান যদি প্রচণ্ডই না হ'ল, তা হ'লে আকৃষ্ট হ'য়ে সুখের প্রত্যাশা কি ছাই করতে পার?

চমকিত হ'য়ে সুধীরা বললে, তা জানিনে, কিন্তু তুমি কে?

ক্ষীণস্বরে উত্তর এল, আমি তোমার ঘুমন্ত মন।

সভীতি-উৎকণ্ঠায় সুধীরা বললে, তুমি যদি ঘুমন্ত মন হও, তা হ'লে দয়া ক'রে ঘুমিয়েই থাক; দোহাই তোমার, জেগোনা!

যৌতুক

ঘুমন্ত মন বল্‌লে, কি করব বল, তোমার জাগ্রত মন এমন হৈ-চৈ লাগিয়েছে যে, না জেগে থাক্‌তে পারলাম কৈ? সে দেখছি সমস্ত ব্যাপারটার একটা কদর্থ ক'রে তোমাকে ভুল পথে প্রবর্তিত না ক'রে ছাড়বে না। আমি তোমাকে একটু সাবধান ক'রে দিতে চাই।

সুধীরা বল্‌লে, না, তোমার সাবধান করে কাজ নেই। তুমি যা সাবধান করবে তা আরম্ভেই বোঝা গেছে। ভালয় ভালয় ঘুমিয়ে পড়বে ত পড়, নইলে তোমাকে এমন সাংঘাতিকভাবে মরফিয়া ইন্‌জেক্সন্ দোবো যে, কিছুকালের মত অসাড় হ'য়ে স্তব্ধ থাক্‌তে হবে।

ঘুমন্ত মন বল্‌লে, তা'তে অসুবিধে তোমারই হবে বেশি। জাগাতে ইচ্ছে করলেও আমাকে জাগাতে পারবে না, আর তোমার জাগ্রত মনের কাছে যত রাজ্যের বাজে কথা শুনে শুনে অস্থির হ'য়ে উঠবে। তার চেয়ে আমি যা বলি একটু মন দিয়ে শোন।

নিরুপায় হ'য়ে সুধীরা বললে, কি বলছ তুমি?

আমি বলছি, 'অধিকার করবার কৌশল,' 'বর্বর যুগের জবরদস্তি' এই ধরণের যত-সব বাজে মাল আমদানি ক'রে অনর্থক জটিলতার সৃষ্টি কোরো না। যা সত্যি সত্যিই আছে,—তা নেই, বোলো না।

কি আছে?

বীরেনের ভালবাসা।

কে বল্‌লে আছে?

কেন, স্বয়ং বীরেনই ত' বল্‌লে। তার মুখেই ত শুন্‌লে, শুধু আজই আছে তা নয়, দু বছর আগের ভারতী সভার অধিবেশনের দিন থেকে আছে।

যৌতুক

সুধীরা বল্‌লে, সে ভালবাসার কোন অর্থ নেই।

ঘুমন্ত মন বল্‌লে, কোনো ভালবাসারই কোনো অর্থ নেই। তোমার ভালবাসারও কোনো অর্থ নেই।

আমার আবার কিসের ভালবাসা?

ঘুমন্ত মন বল্‌লে, আজও যদি তা না বুঝে থাক, দুদিন পরে নিশ্চয় বুঝবে। বীরেনের হাত থেকে তোমার রক্ষে নেই সুধীরা! সে বর্বরেরই মত চুলের মুঠি ধ'রে একদিন তোমাকে অধিকার করবে। তার আকর্ষণের সর্বনেশে বেগ নিজের মনের মধ্যে অনুভব করছ না?

এ কথা শুনে সুধীরার দুই চক্ষু জলে ভ'রে এল; রুদ্ধস্বরে বল্‌লে, তা যদি হয়, এ কালা মুখ নিয়ে বাবার কাছে আর ফিরে যাব না, গলায় কলসী বেঁধে রুইপুকুরে ডুবে মরব।

ঘুমন্ত মন বললে, কিন্তু কেন বল দেখি? এ মনোভাব তোমার কিসের জন্যে? সে কি এতই অবাঞ্ছনীয়, এতই হেয় যে, তার অধিকার অনুভব করলে তোমাকে ডুবে মরতেই হবে? সেফটি-পিনটা তখন জানালা গলিয়ে মাঠে ছুঁড়ে ফেলে দিতে একটুও কুণ্ঠিত হ'লে না,— এত অশ্রদ্ধা তার প্রতি কি কারণে হল?

সুধীরা বল্‌লে, সামান্য একটা সেফটিপিন ফেলে দেওয়াতে কি এমন অশ্রদ্ধা প্রকাশ হয়েছে তা'ত বুঝতে পারছিনে।

ঘুমন্ত মন বললে, বুঝতে পারছ,—স্বীকার করছ না। আচ্ছা, বাড়ীতে ত' শালগ্রাম-শিলা আছে। ঐরকম ক'রে টান মেরে মাঠে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পার? কেন, সামান্য একটা পাথরের নুড়ি বই ত নয়, কি এমন অশ্রদ্ধা প্রকাশ তা'তে হবে? সেফটিপিনটা কিছুই নয়

সুধীরা; সেফটিপিনের মধ্যে বীরেনের অন্তরের যে মনোভাব জড়িয়ে রয়েছে সেইটেই হচ্ছে আসল জিনিষ। আচ্ছা, ফেলে দিলে কেন বল দেখি? ফেলে দিলে ত' চিরদিনের মতই তাকে তুমি শেষ করলে। তুলে না রাখ, পড়ে থাকতেও ত পারত।

সুধীরা কিছু বললে না, চুপ ক'রে রইল।

ঘুমন্ত মন বললে, যে কথাগুলো বললাম, ভাল ক'রে ভেবে দেখো। এবার আমি ঘুমের রাজ্যে প্রবেশ করলাম।

ক্ষণকাল সুধীরা চক্ষু মুদ্রিত ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে প'ড়ে রইল। তারপর শয্যা ত্যাগ ক'রে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে উপস্থিত হ'ল। চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে দেখলে দাসদাসীরা নিজ নিজ কার্যে ব্যাপৃত,—সংসারের প্রথম দিকের দাবী-দাওয়া মিটিয়ে মন্দাকিনী নিশ্চয়ই এতক্ষণে পূজার ঘরে প্রবেশ করেছেন। ত্বরিত পদে সুধীরা বাহিরে মাঠের উপর জানালার তলায় এসে দাঁড়াল। যেখানে সেফটি-পিনটা নিক্ষেপ করেছিল মোটামুটি তার একটা আন্দাজ ছিল। অল্প জায়গার মধ্যে খুঁজে বার করতে বিলম্ব হ'ল না। দেখলে দূর্বার ভিতর এক জায়গায় অল্প একটু চিক্‌চিক্‌ করছে। চোরের মত ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত ক'রে সহসা এক সময়ে টপ ক'রে তুলে নিলে, তারপর বাম হাতের একটা চুড়িতে সেটাকে আটকে নিয়ে লঘুপদে স্থানত্যাগ করলে।

সেফটিপিনটা উদ্ধার ক'রে মনের একটা দিক যেন একটু হাল্কা হ'য়ে গেল। আহারাদির পর মধ্যাহ্নটা কাট্‌ল খানিকটা নিদ্রায়, খানিকটা জাগরণে, খানিকটা চিন্তায়, খানিকটা বা পুস্তকপাঠে। অপরাহ্নে কেমন একটা কৌতূহল হ'ল, দক্ষিণ দিকের বারান্দায় গিয়ে তাকিয়ে

যৌতুক

দেখলে বিবাদী জমির উত্তর-পশ্চিম কোণে বকুলগাছের তলায় চৌধুরী বাড়ীর দিকে পিছন ক'রে বীরেন যথারীতি তার ডেক-চেয়ারে ব'সে পুস্তক পাঠ করছে। দেখে নিমেষের মধ্যে মনটা একেবারে তিক্ত হ'য়ে গেল। বিরক্তি ও ক্রোধের তাড়নায় সমস্ত অন্তরের মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা উঠল জ্বলে। সকালবেলার আলোচনা যে-ভাবে পরিণতি লাভ করেছিল তার সহিত বীরেনের এ আচরণের অসঙ্গতি নেই; কিন্তু তথাপি যেদিক দিয়ে যেমন ক'রেই হোক মনের মধ্যে একটা যে বিশেষ অবস্থা গ'ড়ে উঠবার উপক্রম করছিল তার সহিত রূঢ়ভাবে ছন্দ গেল কেটে।

মনের একদিক দিয়ে কিন্তু সুধীরা খুসীও হ'ল। মনে করলে, যে-দুর্বলতা যে-মোহ মনকে বিকল ক'রে তার ব্রতভঙ্গ করবার সহায়তা করছিল তা যে এমনি ক'রে কেটে গেল, তা ভালই হ'ল। অন্তরের যে অঞ্চলে ঘুমন্ত মনের বাস সে দিকের দ্বার কঠিনভাবে রুদ্ধ ক'রে দিয়ে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, আর লোভ নয়, মোহ নয়, দুর্বলতা নয়,—এবার মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।

নীচে নেমে এসে মন্দাকিনীর সহিত সাক্ষাৎ ক'রে বল্‌লে, "পিসিমা তুমি যে তখন বলছিলে, বীরেন চাটুয্যের মত বদলাতে আর কতক্ষণ,—ভেবে দেখলাম, তোমার কথাই ঠিক। রঘুনাথ রায়ের লাঠিয়ালদের সাহায্য সে নেবে মনে ক'রেই আমাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত।"

মন্দাকিনীর লোভ হ'ল একবার জিজ্ঞাসা করেন, তোমার যে বীরেন চাটুয্যের বিষয়ে আবার এত শীঘ্র মত বদলালো, তার কি উত্তর দিচ্ছ শুনি? প্রকাশ্যে বললেন, "বেশ ত,' কাল করিমগঞ্জের দুর্যোধন মণ্ডলকে তলব করলেই হবে।"

সুধীরা বললে, "হ্যাঁ পিসিমা, কাল সকালেই তুমি সে ব্যবস্থা কোরো। ও-সব লোকের কথায় কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই।" ব'লে প্রস্থান করলে।

সিঁড়ির মুখে দেখা হ'ল প্রভাময়ীর সঙ্গে। কোথা দিয়ে কোন দুরবগম্য প্ররোচনার প্রভাবে তার মনটা হ'য়ে উঠ্‌ল বিরূপ। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে জিজ্ঞাসা করলে "কোথায় যাচ্ছ?"

সুধীরার মুখমণ্ডলে প্রসন্নতার সুস্পষ্ট অভাব লক্ষ্য ক'রে সঙ্কুচিতভাবে প্রভাময়ী বল্‌লে, "আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।"

"কেন, কি দরকার?"

এ প্রশ্নে প্রভাময়ীর সঙ্কোচ আরও বর্ধিত হ'ল; মৃদুস্বরে বল্‌লে, "দরকার এমন কিছু নেই,—এম্‌নি দেখা করতে যাচ্ছিলাম। আপনি যে বলেন, এ বাড়ীতে এসে আপনার সঙ্গে দেখা না করলে আমাকে বীরুদার চর মনে করবেন।"

"ও, তা-ও বটে। আচ্ছা তা হলে এস আমার সঙ্গে।" ব'লে সুধীরা অগ্রসর হ'ল।

"সুধা!"

পিছন ফিরে সুধীরা দেখলে বারান্দায় নিষ্ক্রান্ত হয়ে মন্দাকিনী তাকে ডাকছেন।

"কি বলছ পিসিমা?"

"একটা কথা শুনে যা।"

প্রভাময়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সুধীরা বললে "প্রভা, তুমি দোতলার দক্ষিণ দিকের বারান্দায় গিয়ে একটু বোসো,—পিসিমার কথা শুনে আমি এক্ষণি আসছি।" ব'লে মন্দাকিনীর নিকট উপস্থিত হ'ল।

যৌতুক

মন্দাকিনী তখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছিলেন ; বললেন, "ঐ চেয়ারটায় একটু বোস্।" সুধীরা চেয়ারে উপবেশন করলে বললেন, "কি-সব কথা সকালে হ'ল বীরেনের সঙ্গে তা'ত কিছু বললিনে? বলেছিলি পরে বলবি।"

সুধীরা স্থির করেছিল মন্দাকিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা না করলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে আর কোনো কথা বলবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে বলতে ইতঃস্তত ক'রে, অথবা কিয়দংশ গোপন রেখে, কথাটায় অযথা গুরুত্ব আরোপ করে এমন ইচ্ছাও তার ছিল না। যে-সকল কথা বীরেন বলেছিল সংক্ষেপে সমস্তই সে ব'লে গেল, নিতান্ত যে-টুকু বললে মন্দাকিনীর ব্যক্তিগত অনুভূতিকে ক্ষুণ্ণ করা হবে সেইটুকু বাদ দিলে। কথা শেষ ক'রে সে বল্লে, "একবার আস্পর্ধা দেখছ পিসিমা? শিক্ষিত হ'য়েও লোকটার ব্যবহার দেখছ? আবার বলে কি-না, যে-পাপ পঁচিশ বছর ধ'রে দুটো বাড়ীর মধ্যে শত্রুতার আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে, জমিটা ওকে যৌতুক দিলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হবে! শোন কথা! কোথাকার কোন্ পাপ কে কবে করলে কি করলে না,—পঁচিশ বছর পরে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আমাকে এম্‌নি ক'রে! প্রায়শ্চিত্তই বটে!" ব'লে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

সুধীরা হাসলে বটে, কিন্তু সে হাসির মধ্যে কৃত্রিমতার এমন একটু প্রাণহীন সুর ছিল, যা প্রখরবুদ্ধিশালিনী মন্দাকিনীর তীক্ষ্ণ শ্রুতিশক্তির নিকট সহজেই ধরা পড়ল। মনে মনে মাথা নেড়ে তিনি বললেন, এ সুর কিন্তু যথার্থ সুর নয়; আসল যা সুর তা আবিষ্কার করতে না পারলে

কিছুই তেমন ক'রে বোঝা যাচ্ছে না। প্রকাশ্যে বললেন, সুধা, একটা কথা আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছিনে।"

সকৌতূহলে সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "কি কথা পিসিমা ?"

"সকাল বেলা আমি যখন তোকে বলেছিলাম যে, বীরেন যে বলেছে রঘুনাথ রায়ের লাঠিয়ালদের সাহায্য নেবে না, সে কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত নয়, কারণ তার মত বদলে যাওয়া অসম্ভব নয়, তখন তুই জোরের সঙ্গে আমাকে বলেছিলি, 'পিসিমা, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, কখনই তিনি রঘুনাথ রায়ের সাহায্য নেবেন না'; বিকেল বেলা তুই এসে বলছিস্, 'পিসিমা, ভেবে দেখলাম তোমার কথাই ঠিক, বীরেন চাটুয্যের মত বদলাতে বেশিক্ষণ লাগবেনা।' আমি ভাবচি, এই এক বেলার মধ্যে বীরেনের বিষয়ে তোর মত যে এতখানি বদলালো সে-কি শুধু আমার কথাই ভেবে ; না, এর মধ্যে আর কিছু ঘটেচে, অথবা আর কিছু ভেবেচিস্ ?"

মন্দাকিনীর প্রশ্ন শুনে সুধীরা নিজেকে একটু বিমূঢ় বোধ করলে। বাস্তবিক, এত বড় মত পরিবর্তনের একমাত্র কারণ মন্দাকিনীর মতের পুনর্বিবেচনা, একথা বল্‌লে পরিপূর্ণ কৈফিয়ৎ দেওয়া হবে ব'লে তার মনে হ'ল না। প্রশ্নোত্তরের ত্বরিত গতির বেগে তাড়াতাড়িতে সত্য কথাটাই তাকে বলতে হ'ল। বললে, "আজও সে প্রতিদিনের মত চেয়ার নিয়ে বকুলতলায় বসেছে। এ থেকে মনে হয় আমাদের কাজে সাধ্যমত বাধা দিতে সে ত্রুটি করবে না।"

সুধীরার কৈফিয়ৎ শুনে মন্দাকিনীর অধর প্রান্তে অতি ক্ষীণ হাস্য-রেখা দেখা দিলে। তিনি বল্‌লেন, "তুই তার প্রস্তাব অগ্রাহ্য ক'রে

তাকে পাঁচিল গাঁথার নোটিশ দিবি, অথচ সে চেয়ার নিয়ে বকুলতলায় বসবে না, হিসেব মত এ প্রত্যাশা তুই করতে পারিসনে ত' সুধা।"

সুধীরার মুখ ঈষৎ আরক্ত হ'য়ে উঠল; বল্‌লে, "সে প্রত্যাশা আমি করছিওনে পিসিমা।"

মন্দাকিনী নিঃশব্দে মনে মনে কি একটু চিন্তা করলেন; তারপর বললেন, "প্রভা একা ব'সে আছে। তুই এখন যা, অন্য সময় আবার কথা হবে অখন।"

ক্ষণমাত্র বিলম্ব না ক'রে সুধীরা প্রস্থান করলে।

দ্বিতলে উপস্থিত হ'য়ে প্রভাময়ীর নিকট একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সুধীরা উপবেশন করলে।

বীরেন তখনো তার ডেকচেয়ারে পূর্ববৎ শয়ন ক'রে ছিল। দৃষ্টি তার বইয়ের খোলা পাতার উপর নিবদ্ধ; দক্ষিণ হস্তে দুই অঙ্গুলির মধ্যে একটা জ্বলন্ত চুরোট; অলসভাবে মাঝে মাঝে তা'তে দুই একটা টান দেওয়ার সময়ে নীলচে রঙের প্রচুর ধূমোদ্গিরণ হচ্ছে।

প্রভাময়ী বললে, "আমি সকালেও একবার এসেছিলাম দিদিরাণী।"

সুধীরা বল্‌লে, "তুমি আমাকে দিদিরাণী বলছ কেন?"

স্মিতমুখে প্রভাময়ী বললে, "সবাই যে আপনাকে তাই ব'লেই ডাকে।"

"তা ডাকুক। সে সবাইয়ের সঙ্গে তুমি এক নও। তুমি আমাকে সুধীরাদিদি ব'লে ডাকবে। বুঝেছ?"

এই আত্মীয়োচিত আচরণে মনে মনে খুসী হ'য়ে প্রভাময়ী বল্‌লে, "আচ্ছা, তাই বলব। সকালে যখন এসেছিলাম তখন আপনি বীরুদার কাছে ছিলেন।"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সুধীরা বললে, "আমি তাঁর কাছে ছিলাম না, তিনিই আমার কাছে ছিলেন।"

এই দুইয়ের মধ্যে কী যে পার্থক্য তা প্রভাময়ী একটুও বুঝলে না, বোধ হয় বোঝবার চেষ্টাও করলে না; বললে, "তা হবে। কিন্তু কি এত কথা আপনাদের হচ্ছিল বলুন ত? এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা,—বাপরে বাপ! কথা আর শেষ হয় না! অপেক্ষা ক'রে ক'রে শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে বাড়ি চ'লে গেলাম।"

সুধীরা বললে, "আমার সঙ্গে তোমার বীরুদার বেশিক্ষণ কথা হ'লে তুমি তা হ'লে বিরক্ত হও?"

অপ্রতিভ হ'য়ে প্রভাময়ী বল্‌লে, "ও মা, তা হব কেন? বরং খুসীই হই। তা ব'লে অতক্ষণ যে অপেক্ষা করবে, সে বিরক্ত হবে না?" তারপর সহসা সে প্রসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে বললে, "আচ্ছা, আজ ত বীরুদার কাছে একা একা অনেকক্ষণ ছিলেন কেমন লাগল তাঁকে?"

এ প্রশ্নের উত্তরে কি বলবে সহসা ভেবে না পেয়ে কথাটাকে এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যে সুধীরা বললে, "আমাকে তাঁর যেমন লেগেছে ঠিক তার উল্টো লাগ্‌ল।" পরমুহূর্তেই কিন্তু সে বুঝতে পারলে যে, এড়িয়ে যাওয়া ত হলই না, উপরন্তু একটু ভাল ক'রেই বিপদের ফাঁদ রচিত করা হ'ল।

হাতে হাতে প্রমাণও পাওয়া গেল তার। সুধীরার দিকে এক মুহূর্ত নিঃশব্দে চেয়ে থেকে বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে প্রভাময়ী বললে, "ঠিক ব'লেছেন ত!"

সকৌতূহল উৎকণ্ঠার সহিত সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "কি ঠিক বলেছি?"

প্রভাময়ী বল্‌লে, "সত্যিই আপনাকে তাঁর খুব ভাল লেগেছে।"

তারপর নিরতিশয় কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, আপনাকে যে তাঁর ভাল লেগেছে কি ক'রে তা জানলেন ?"

অসতর্ক বাক্যের দ্বারা বেশ একটু অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়েছে বুঝতে পেরে সেই অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের অভিপ্রায়ে সুধীরা বললে, "কেন, তুমি নিজেই ত সে কথা বলছ।"

চেষ্টা নিষ্ফল হ'ল। প্রবলভাবে মাথা নেড়ে প্রভাময়ী বললে, "আহা, হা! সে ত' পরে বলেছি। তার আগেই ত আপনি বললেন, আপনাকে তাঁর যেমন লেগেছে, ঠিক তার উল্টো তাঁকে আপনার লেগেছে।"

কথাটার গতি পরিবর্তনের জন্য সুধীরা একবার শেষ চেষ্টা করলে; বললে, "কিন্তু তোমার বীরুদাদাকে আমার যে খারাপ লেগেছে তা কি ক'রে তুমি বুঝলে ?"

এবার কিন্তু কথাটা সত্যিই একটু দিক পরিবর্তন করলে। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে প্রভাময়ী বললে, "ও মা, তা আর বোঝা যায় না! কই, কোনো দিন ত' আপনার এরকম গম্ভীর মুখ দেখিনি, আজই বা এত গম্ভীর কেন হ'ল তা বলুন? এখন ত' তবু একটু ভাল। প্রথমে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন একটা"—কথাটা শেষ না ক'রে প্রভাময়ী হেসে ফেললে।

সুধীরা বললে, "ঠিক যেন একটা কি, বল ?"

"রাগ করবেন না ত ?"

"না, নিশ্চয়ই করব না।"

একটু ইতস্ততঃ ভাবে সহাস্য মুখে প্রভাময়ী বললে, "ঠিক যেন একটা বোলতার চাক।"

শুনে সুধীরার মুখমণ্ডলে ক্ষীণ হাস্যরেখা দেখা দিলে; মৃদুস্বরে বললে, "তা কি করব বল? তোমার বীরুদার মতো মৌমাছির চাকের মতো মুখ এখন কোথায় পাই।"

মাথা নেড়ে প্রভাময়ী বল্‌লে, "বীরুদার মুখ ত' মৌমাছির চাকের মতো নয়,—মৌমাছি যেখান থেকে চাক করবার জন্যে মধু নিয়ে আসে, তার মতো।"

"শর্ষে ফুলের মতো।"

কৃত্রিম কোপ সহকারে প্রভাময়ী বললে, "না গো না! পদ্ম-ফুলের মতো। অন্তত আজকে ত' তাই মনে হচ্ছে।"

"এত খুসী?"

"খুব খুসী! আমি ত' মনে করেছিলাম আপনাকেও ঠিক তেমনি খুসী দেখব। কিন্তু কেন যে"—তারপর সহসা সে প্রসঙ্গ ত্যাগ ক'রে ব্যগ্র কণ্ঠে বললে, "আপনার ওপর তাঁর কত বিশ্বাস শুনবেন?"

অনুৎসুক স্বরে সুধীরা বল্‌লে, "আমার ওপর আবার তাঁর কিসের বিশ্বাস?"

উৎসাহ ভরে প্রভাময়ী বল্‌লে, "শুনুন না বল্‌ছি। কিন্তু আগে প্রতিজ্ঞা করুন, আমি আপনাকে বলেছি, সে কথা কখনো বীরুদাদাকে বলবেন না।"

সুধীরা বললে, "আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হচ্ছেই বা কবে যে, তাঁকে বলতে যাব।"

প্রভাময়ী বললে, "তা আমি জানিনে, দেখা হ'লেও বলবেন না বলুন?"

অবুঝ মনের মধ্যে কৌতূহলও নিতান্ত কম ছিল না। অগত্যা সুধীরা সেই প্রতিশ্রুতিই দিলে।

প্রভাময়ী বললে, "আজ সকালে আপনাদের বাড়ি থেকে বাড়ি গিয়ে একটু পরে বীরুদা'দের বাড়ি গেলাম। তখন বীরুদা ফিরে এসেছেন। কথায় কথায় বললেন, শুক্রবারে দেওয়াল গাঁথার দিন আপনাদের সঙ্গে লাঠালাঠি হবে। বললেন, 'আমাদের পক্ষে আমিই প্রথমে লাঠি ধরব,আমাকে ঘায়েল করবার আগে আমার দলের কাউকে, এমন কি করিম বক্সকে পর্যন্ত, ঘায়েল হ'তে আমি দোবো না।' তাতে আমি বললাম, 'আমিও আপনাকে ঘায়েল হ'তে দোবো না বীরুদা, সে দিন আপনার কাছে কাছেই থাকব, আর আপনার গায়ে লাঠি পড়বার মত হ'লে ছুটে গিয়ে এমন ভাবে আপনাকে জড়িয়ে ধরব যে, আমাকে আগে না মারলে আপনার গায়ে লাঠির আঁচও লাগবে না।' তা'তে কি বললেন জানেন ?"

সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "কি বললেন ?"

প্রভাময়ী বল্লে, "অল্প একটু হেসে বীরুদা বললেন, 'তার দরকার হবে না প্রভা, সে রকম অবস্থায় সে কাজ সুধীরা নিজেই করবে।' আমি আশ্চর্য হ'য়ে বললাম, 'কি বলছ বীরুদা, তুমি বিপক্ষ পক্ষ, তোমার সঙ্গেই ঝগড়া, আর সুধীরা দিদি কি-না তোমাকে জড়িয়ে ধরবেন ?' তা'তে সেই রকমই অল্প একটু হেসে বললেন, 'আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে দরকার হ'লে ধরবে বইকি।' আচ্ছা, এতখানি বিশ্বাস আপনার ওপর কি রকম ক'রে হোল বলুন ত ?"

সুধীরার নিকট হ'তে কিন্তু এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

ক্ষণকাল অপেক্ষা ক'রে প্রভা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, একথা তিনি আমাকে ভোলাবার জন্যে বললেন—না, সত্যিসত্যিই এ কথা সত্যি ?"

এ প্রশ্নেরও কোনো উত্তর না পেয়ে প্রভাময়ী সুধীরার প্রতি ভাল ক'রে দৃষ্টিপাত ক'রে দেখ্‌লে যে, যে-মেঘ সে মুখ হ'তে অনেকখানি অপসৃত হ'য়ে গিয়েছিল পুনরায় সেখানে তা সঞ্চিত হয়েছে। মনের মধ্যে কেমন যেন একটা সভীতি অস্বস্তি দেখা দিলে। ক্ষণকাল অপেক্ষা ক'রে ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল ; তারপর মৃদুস্বরে বললে, "চললাম সুধীরা দিদি, কাল আবার না-হয় আসব।" ব'লে সিঁড়ির দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'ল।

এবার সুধীরা কথা কইলে ; গভীর স্বরে বললে, "প্রভা, শুনে যাও।"

ভয়ে ভয়ে প্রভাময়ী সুধীরার সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

দৃঢ়কণ্ঠে সুধীরা বললে, "আবার যদি বীরেন বাবুর সঙ্গে তোমার এ বিষয়ে কথা হয় তা হ'লে তাঁকে বোলো যে, তাঁর বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল,—আমার কাছ থেকে কোনো রকম সাহায্যই তিনি পাবেন না।"

পাংশু মুখে আর্তস্বরে প্রভাময়ী বললে, "এ বিশ্বাস তাঁর ভুল ?"

"হ্যাঁ, ভুল।"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে মৃদুকণ্ঠে প্রভাময়ী বললে, "আচ্ছা, বলব।" তারপর ধীরে ধীরে প্রস্থান করলে।

বকুল গাছের দিকে সুধীরা চেয়ে দেখলে এরই মধ্যে কোন এক মুহূর্তে বীরেন চেয়ার নিয়ে অলক্ষিতে প্রস্থান করেছে। মনে হ'ল

সে যেন কোনো এক অশুভ গ্রহ ক্ষণকালের জন্যে দৃষ্টির বাইরে অন্তর্হিত হয়েছে। অন্তরের অপচীয়মান শক্তিকে প্রাণপণে সঞ্চিত ক'রে সে মনে মনে বলতে লাগ্‌ল, বাবা, যে প্রতিশ্রুতি তোমাকে আমি দিয়ে এসেছি তা একটুও ভুলিনি। যতদিন এখানে আমি আছি, আমি তোমার ছেলে, মেয়ে নই। মেয়েমানুষের কোনো দুর্বলতা আমার মনকে আচ্ছন্ন করতে পারবে না। যদিও দরকার নেই, তবু, তুমি সামনে রয়েছ মনে ক'রে, আর একবার তোমাকে সেই প্রতিশ্রুতি দিলাম। আমি যে পলতাডাঙ্গার বহু পুরাতন রায়চৌধুরী বংশের মেয়ে, আমি যে তোমার একমাত্র সন্তান, লঘু কারণে ভেঙে পড়বার মতো আমি যে সামান্য নই, সাধারণ নই,—সে কথা কোনো লোভ, কোনো মোহই কোনদিন আমাকে ভোলাতে পারবে না।

আপন মনের গভীরতায় মগ্ন হ'য়ে সুধীরা ক্ষণকাল স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল। তারপর নীচে নেমে এসে মন্দাকিনীর নিকট উপস্থিত হ'যে বললে, "পিসিমা, আজ সন্ধ্যার পর তোমার কাছে আমি ছেলেবেলাকার মতো রূপকথার গল্প শুনব।"

মন্দাকিনী বললেন, "কেন রে, এই নাটক নভেলের যুগে হঠাৎ রূপকথার গল্প শোনবার খেয়াল হ'ল কেন? রূপকথার সমস্তই যে আজগুবী কাণ্ড।"

সুধীরা বললে, "কি জানি কেন, আজগুবী কাণ্ডই আজ শুনতে ইচ্ছে করছে।"

স্মিতমুখে মন্দাকিনী বললেন, "আচ্ছা, তাহ'লে আমার আহ্নিক হ'য়ে গেলে আসিস্,—বলব অথন।"

যৌতুক

রাত্রি আটটার মধ্যে মন্দাকিনীর পূজা-পাঠ শেষ হ'য়ে গেল। বাতের জন্যে সিঁড়ি ভাঙবার ভয়ে তিনি একতলার ঘরে বাস করেন। সুধীরা এসে পর্যন্ত কিন্তু রাত্রে সুধীরার ঘরেই শয়নের ব্যবস্থা করেছেন। দ্বিতলে উপস্থিত হওয়া মাত্র সুধীরা আগ্রহ ভরে বললে, "এবার তা হ'লে আরম্ভ কর পিসিমা!"

মন্দাকিনী বললেন, "কিসের গল্প বলব বল—রাজকন্যে আর দৈত্যের?"

অসম্মতিসূচক মাথা নেড়ে সুধীরা বললে, "দৈত্য-টৈত্য থাকলে ভারী গাঁজাখুরি মনে হয়; তার চেয়ে আর কিছু বল।"

"তবে রাজপুত্তুর আর রাজকন্যের গল্প?"

"ও-ও নয় পিসিমা,—ও ভারি একঘেঁয়ে। সেই রাজপুত্তুর শেষ পর্যন্ত রাজকন্যেকে উদ্ধার করবে ত? ও শুনে শুনে কান পচে গেছে!"

সহাস্যমুখে মন্দাকিনী বললেন, "ভারী বিপদে ফেললি ত' দেখচি সুধা, যা বলি তাই তোর পছন্দ হয় না। আচ্ছা, তা হ'লে রাজকন্যে আর গৃহস্থকুমারের গল্প বলি। কেমন?"

সুধীরা বললে, "শেষকালে সেই গৃহস্থকুমারের সঙ্গে রাজকন্যের বিয়ে হবে ত?"

"তা'ত হবেই; কিন্তু কত কাণ্ড-কারখানা ক'রে হবে, তা শোন্।"

"যত কাণ্ড-কারখানা ক'রেই হোক, ও কিন্তু একেবারে আজগুবী কাণ্ড হবে।"

মন্দাকিনী বললেন, "কিন্তু তুই ত তখন আজগুবী কাণ্ডই শুনতে

চাচ্ছিলি। তা ছাড়া, এ ত আর পলতাডাঙ্গার রাজকন্যে নয়, এ রূপ-কথার দেশের ময়নাডাঙ্গার রাজকন্যে,—এখানে আজগুবী কিছুই নেই,—যা ঘটে সবই সম্ভব।"

মন্দাকিনীর কথা শুনে সুধীরা মনে মনে বল্‌লে, পলতাডাঙ্গায় কিন্তু আজগুবী কাণ্ড ঘটে পিসিমা। এখানকার জমিদার-কন্যে নিজের মনে জমিদার-পুত্রের মন লাগিয়ে এসে গৃহস্থকুমারের পুরুষত্বকে অগ্রাহ্য করে। প্রকাশ্যে স্মিতমুখে বল্‌লে, "হ্যাঁ, পিসিমা ময়নাডাঙ্গার সঙ্গে পলতাডাঙ্গার ঐ তফাৎ টুকু আছে। ময়নাডাঙ্গায় যা ঘটে তাই সম্ভব,—আর পলতাডাঙ্গায় যা সম্ভব তাই ঘটে। অসম্ভব কোনো কিছু পলতা-ডাঙ্গায় ঘটে না।"

মন্দাকিনী বললেন, "অসম্ভব তুই কাকে বলিস ?"

সহাস্যমুখে সুধীরা বললে, "পলতাডাঙ্গায় যা সম্ভব নয় তাই অসম্ভব।"

"তা হ'লে ময়নাডাঙ্গায় যা অসম্ভব নয় তার একটা গল্প বলি শোন্।"

মন্দাকিনীর কথা শুনে সুধীরা হাস্‌তে লাগ্‌ল ; বললে, "তুমি যখন আজগুবী গল্প না শুনিয়ে ছাড়বে না, তখন বল।" ব'লে উৎসাহের সঙ্গে একটা পাশ বালিশ অবলম্বন ক'রে জুৎসই হ'য়ে বসল।

এক মুহূর্ত মনে মনে নিঃশব্দে চিন্তা ক'রে মন্দাকিনী গল্প বলতে আরম্ভ করলেন।

বার

পরদিন প্রত্যুষে রাখাল আত্রাই নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিল। প্রত্যাগমনের পথে গৃহের নিকটবর্তী হ'য়ে দেখ্‌লে বীরেন নিজেদের বাড়ির ফাটকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সোজা যেতে হ'লে বীরেনের সম্মুখ দিয়ে যেতে হয়,—সেটা খুব উৎসাহজনক ব'লে মনে হ'ল না। পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে বিপরীত দিকে পদচালনা করাও অমর্যাদাসূচক মনে হ'ল। এই দুই বিপরীত পদ্ধতির মধ্যে কোন্‌টা অধিকতর আপত্তিকর সহসা তা নির্ণয় করতে না পেরে রাখালের গতি হ'ল মন্দীভূত। কিন্তু পর মুহূর্তেই যখন দেখা গেল, বীরেন রাখালের দিকে গতি চালিত ক'রে এগিয়ে আসছে, তখন ব্যাপার জটিলতর হয়েছে আশঙ্কা ক'রে রাখাল স্থির হ'য়ে দাঁড়াল।

একেবারে রাখালের নিকটে এসে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যুক্তকরে বীরেন বললে, "নমস্কার রাখালদা!"

প্রতি নমস্কার না ক'রে রুষ্ট মুখে রাখাল বললে, "পথ ছাড়ো!"

রাখালের দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত ক'রে দিয়ে বীরেন বললে, "হাত ধর।"

দুই তিন পা পিছিয়ে গিয়ে সরু খ্যান্‌খ্যানে গলায় রাখাল চিৎকার ক'রে উঠল, "What do you mean Sir?"

যৌতুক

পকেট থেকে সাদা রুমাল বের ক'রে উর্ধে সঞ্চালিত করতে করতে বীরেন বললে, "Peace !"

"Peace ? যার সঙ্গে দুদিন পরে লাঠালাঠি হবে, তার সঙ্গে peace ?"

গম্ভীর মুখে বীরেন বললে, "সে ভয়ঙ্কর দিনের কথা আপাততঃ তুলে রাখ রাখালদা,—সেদিন তোমারো পিঠে-ছোরা, আমারো মাথা-ফাটা! সে নিদারুণ দিনের কথা উপস্থিত যতটা সম্ভব ভুলে থাকাই ভাল। আমি বলছি, peace till then !"

পিঠে ছোরার কথা শুনে ভয়ে রাখালের মুখ শুকিয়ে উঠ্‌ল। কুঞ্চিত চক্ষে পাংশু মুখে সে বললে, "পিঠে ছোরা কি রকম ? আমার সঙ্গে কি সম্পর্ক যে, আমার পিঠে ছোরা পড়বে ? হ্যাঃ! পিঠে-ছোরা না বলে আরো কিছু! মারামারি হবে ত আমি তার কি জানি !"

বিস্মিত কণ্ঠে বীরেন বললে, "সে কি রাখালদা! তুমি নিজেকে প্রথম পক্ষীয় ব'লে দাবী কর, আর মারামারির তুমি কিছু জাননা বলছ ? আমাদের দিকে আমি প্রথম পক্ষ বলে আমি ত নিজেই বলছি যে, আমার মাথা ফাটা যাবে। আমি করিমকেও খুব ভাল ক'রে ব'লে দিয়েছি যে, সেদিন যেখানেই তুমি থাক না কেন, খুঁজে-পেতে তোমাকে বার ক'রে তোমার পিঠে যেন এমন ক'রে প্রথম পক্ষের দাগ দেগে দেয়, যাতে কেউ তোমাকে কখনো তৃতীয় পক্ষ বলতে আর সাহস না করে।"

ক্রোধ, দুঃখ এবং কতকটা অভিমান মিশ্রিত একটা মাঝামাঝি স্বরে রাখাল বল্‌লে,"এক তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে তৃতীয় পক্ষ বলেনা।"

যৌতুক

বীরেন বললে, "আমাদের আসন্ন যুদ্ধের দিনে আশা করি তুমি বিপদের মধ্যে এমন ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়বে যাতে আমিও তোমাকে আর তৃতীয় পক্ষ বলব না। কিন্তু সে কথা যাক, উপস্থিত আমাদের বাড়ী চল।"

ভ্রুকুটি ক'রে রাখাল বললে, "তার মানে?"

"তার মানে, তুমি বিলাত ফেরৎ মানুষ, আদৎ যা ভাল জিনিষ তার তুমি মর্ম বোঝো। আমার বাড়ীতে একেবারে প্রথম শ্রেণীর চা আছে, যার সমতুল্য জিনিষ তুমি এই অজ পাড়াগাঁ পলতাডাঙ্গায় কেন, কলকাতাতেও সহজে পাবে না। একেবারে বাছাই পাতা, চা-বাগানের আত্মীয়-অফিসরের কাছ থেকে উপহার পাওয়া।"

"তাতে কি হয়েছে?"

"তা'তে হয়নি কিছু এখনো; তুমি গেলেই হবে। কালো ছাগলের কাঁচা দুধ দিয়ে উৎকৃষ্ট চার কাপ চা তৈরী হবে; তুমি দু কাপ খাবে আর আমি দু কাপ!"

রাখাল ঘটকের মুখে একটা অবজ্ঞার চিহ্ন দেখা দিলে; বললে, "All bosh! নাও, পথ ছাড়। তোমার সঙ্গে নষ্ট করবার মতো আমার যথেষ্ট সময় নেই।" ব'লে পাশ কাটাবার উপক্রম করলে।

পাশের দিকে স'রে গিয়ে রাখালকে আটকে দাঁড়িয়ে বীরেন বললে "আমি তোমাকে assure করছি রাখালদাদা, সময় নষ্ট হবে না। শুধু চা-ই নয়। নাটোর থেকে টাটকা এসেছে আধখানা চাঁদের মতো এক-একটা চন্দ্রপুলি, আর সের দুয়েক বড় বড় ছানাবড়া। দুকাপ চা খেয়ে গোটা চারেক ছানাবড়া আর চন্দ্রপুলি উদরস্থ ক'রে একগ্লাস ঠাণ্ডা

জল পান করলে তুমি আমাকে admire করতে আরম্ভ করবে, এ আমি নিশ্চয় বলছি। তা ছাড়া, অনেকটা ঘুরে এসেছ; তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে you badly need some refreshment।"

এরূপ চন্দ্রপুলি ছানাবড়া সংযুক্ত চা পানের প্রস্তাব লোভজনক সন্দেহ নেই। কিন্তু যার সঙ্গে একনম্বরের বিবাদ মাথার উপর আসন্ন হ'য়ে ঝুলছে তার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ সমীচীন হবে কি-না, সে কথাও বিবেচ্য। তা ছাড়া, একথা শুনলে সুধীরা প্রসন্ন হবে না তদ্বিষয়েও সন্দেহ নেই। এই সকল অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ক'রে রাখাল বললে, "Thank you, দরকার নেই। পথ ছাড়ো।"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বীরেন বললে, "নিশ্চয় ছাড়বো না। তোমাকে দিয়ে পাল্টা দিইয়ে, ঋণ থেকে তোমাদের মুক্ত করিয়ে, তবে ছাড়বো।"

ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে রাখাল বল্‌লে, "কিসের পাল্টা ?"

বীরেন বল্‌লে, "চা খাওয়ার পাল্টা। কাল সকালে তোমার ভগ্নী আমাকে চা খাইয়েছিলেন, সামাজিক ভদ্রতা অনুযায়ী তার পাল্টা খাওয়া খেয়ে যেতে তুমি বাধ্য; কারণ আমার বাড়িতে এখন স্ত্রীলোক নেই, সুতরাং তাঁকে আমি নিমন্ত্রণ করতে পারিনে।"

সুধীরাও যে বীরেনের সহিত চা পান করেছিল সে কথা সে বললে না।

বিস্ফারিত চক্ষে রাখাল বললে, "আমার ভগ্নী তোমাকে চা খাইয়েছিল ?"

বীরেন বললে, "শুধু চা-ই নয়, তার সঙ্গে প্রচুর খাবার।"

যৌতুক

"বিশ্বাস করিনে।"

বীরেন বললে, "দেখ রাখালদাদা, বাজে কথা বলার আমার অভ্যেস নেই। বেশি চালাকি যদি কর তা হ'লে আবার সেদিনকার মতো তোমাকে কোলে তুলে দোলাতে দোলাতে নিয়ে যাব। তার চেয়ে আপত্তি না ক'রে লক্ষ্মীছেলের মতো ভালয় ভালয় চল।" ব'লে রাখালের বাম বাহুর সহিত নিজ দক্ষিণ বাহু জড়িয়ে দিয়ে কতকটা টানতে টানতে রাখালকে ধ'রে নিয়ে চলল।

গেটের ভিতর প্রবেশ ক'রে বীরেন বল্‌লে, "যাচ্ছই যখন তখন সহজে চল রাখালদা। তোমাকে এরকম ক'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছি আমার চাকর-বাকররা দেখতে পেলে তোমারও গৌরব বাড়বে না, আমারও গৌরব বাড়বে না।"

রাখাল দেখলে জোর ক'রে সত্যই কোনো লাভ নেই। অগত্যা সহজ হ'য়ে চলতে চলতে বল্‌লে, "যাচ্ছি, কিন্তু under protest যাচ্ছি!"

রাখালের কথা শুনে বীরেন গম্ভীর মুখে বল্‌লে, "সে ভাল কথা। মুখের protestই ভাল, দেহের protestটা এ বয়সে একটু খারাপ দেখাচ্ছিল।"

বীরেনদের দক্ষিণ দিকের বারান্দা থেকে চৌধুরী বাড়ীর কোনো অংশই দৃষ্টিগোচর হয় না। সেখানে উপস্থিত হ'য়ে রাখাল একটু স্বস্তি বোধ করলে। সুধীরা অথবা চৌধুরী বাড়ীর অপর কেহ তাকে চাটুয্যে বাড়ীতে দেখ্‌তে পেলে একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দেওয়া কঠিন হবে, মনে মনে এ আশঙ্কা তার ছিল।

একটা গোল টেবিল বেষ্টন ক'রে কতকগুলো চেয়ার ছিল, তন্মধ্যে

যৌতুক

একটা চেয়ার রাখালের দিকে এগিয়ে দিয়ে বীরেন বললে, "নিশ্চিন্ত হ'য়ে বোসো রাখালদাদা, কোনো ভয় নেই তোমার। তুমি যখন উপস্থিত আমার সম্মানার্হ অতিথি, আমার কাছ থেকে সব রকম শ্রদ্ধা আদর আর protection তুমি দাবী না ক'রেও পাবে।"

যে কারণেই হ'ক, এ বিশ্বাস রাখলেরও মনে মনে ছিল। তদুপরি বীরেনের মুখে সে বিষয়ে স্পষ্ট আশ্বাস লাভ ক'রে সে খুসী হ'ল। "Thank you" ব'লে চেয়ারে উপবেশন ক'রে সিগারেট কেস্ থেকে একটা সিগারেট বার ক'রে সে দেশলাই জ্বাললে। বীরেনের সঙ্গে টানাটানি ক'রে বেচারা একটু ক্লান্তও হয়েছিল।

গণেশকে ডাকবার জন্য বীরেন কয়েকপদ অন্দরের অভিমুখে অগ্রসর হ'য়েছিল, দেশলাই জ্বালার শব্দ শুনে পিছন ফিরে তাড়াতাড়ি নিকটে এসে নীচু হ'য়ে ফুঁ দিয়ে সে রাখালের দেশলাই নিভিয়ে দিলে। সিগারেটে অগ্নিসংযোগ হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই ব্যাপারটা ঘ'টে গেল।

নির্বাপিত কাঠিটা হাতে ধ'রে বিস্ময়বিমূঢ় ভঙ্গীতে বীরেনের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে রাখাল বললে, "অর্থাৎ ?"

সম্মুখের চেয়ারে উপবেশন ক'রে বীরেন বললে, "অর্থাৎ, আমার বাড়ীতে দয়া ক'রে যতক্ষণ থাক্‌বে ততক্ষণ নিজের সিগারেটটিও ধরাতে পাবে না।" পকেট থেকে দেশলাই আর সিগারেটের কেস বার ক'রে রাখালের সম্মুখে টেবিলের উপর স্থাপন করলে।

দেশলাই ও সিগারেট কেস্ টেনে নিয়ে বিস্মিত স্বরে রাখাল বল্‌লে, "তুমি সিগারেট খাও ?"

রাখাল বললে, "খাই। আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আর একটু বাড়লে দেখতে পাবে এমন আরও দু-চারটে কুকার্য আমি ক'রে থাকি।"

"না, না, তা বলছিনে, বকুলতলাতে ত' দেখি লম্বা মোটা চুরুট মুখে দিয়ে প'ড়ে থাক।"

স্মিতমুখে বীরেন বললে, "রণক্ষেত্রে রাইফেল চালাই ব'লে বাড়ীর ভিতরও চালাতে হবে তার কি মানে আছে বল? বাড়ীতে চালাই রিভলভার। বকুলতলায় লম্বা মোটা চুরুট মুখে দিয়ে প'ড়ে থাকি তোমাদের মনে একটা আতঙ্কমিশ্রিত সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলবার জন্যে; একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে।"

"কিসের আবহাওয়া?"

"রণোস্ফালনের।"

বীরেনের কথা শুনে রাখালের মুখে মৃদু কুঞ্চন দেখা দিলে, যদিচ অর্থ তার ঠিক কি, তা বোঝা গেল না। একটু চুপ ক'রে থেকে সে বললে, "সে কথা থাক, কাল তোমাকে সুধীরা চা খাইয়েছিল এ কথা সত্যিই সত্যি?"

বীরেন মাথা নেড়ে বললে, "একেবারেই সত্যি।"

"আর খাবার?"

"প্রচুর!"

"Honour bright?"

"Honour bright!"

মনে মনে কি চিন্তা ক'রে রাখাল কতকটা নিজের মনে মনেই বললে, What does she mean by it after all?"

যৌতুক

স্মিতমুখে বীরেন বললে, "Perhaps something which does not really mean anything"

একটু চুপ ক'রে থেকে রাখাল বললে, "তা সত্যি। These women folk are sometimes hopelessly meaningless!"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে একটা হুইস্‌ল বার ক'রে বীরেন সজোরে বাজিয়ে দিলে।

বিস্মিত কণ্ঠে রাখাল বললে, "এ আবার কি?"

বীরেন বললে, "এ কিন্তু hopelessly meaningless নয়। এর concrete meaning এখনি সশরীরে হাজির হবে।"

বলতে বলতে করিম বক্স সবেগে বারান্দায় আবির্ভূত হ'য়ে "হুজুর!" ব'লে সেলাম ক'রে দাঁড়াল। সাতঙ্ক বিস্ময়ে রাখাল ঘটক তার ছয় ফুট দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহের প্রতি তাকিয়ে রইল।

রাখাল ঘটককে নির্দেশ ক'রে বীরেন বললে, "ওস্তাদ, ইনকো পহচানা?"

করিম বক্‌স্ বললে, "হাঁ হুজুর, জরুর পহচানা। ইয়ে তো জিমিদার ঘরকে কোই রিস্তেদার হোঙ্গে।"

বীরেন বললে, "অভি তো ইয়ে হমারে মেহবান হৈঁ। চা পিনেকে ওয়াস্তে হম ইনকো বোলায়া হৈ। কুচ খাতির তো ইনকো জরুর করনা চাহিয়ে। এক অচ্ছা আবাজ ইন্‌কো শুনা দেও।"

বীরেনের কথা শুনে "জো হুকুম" ব'লে করিম বক্‌স্ সহসা এমন একটা বিকট চিৎকার ক'রে উঠল যে, মনে হ'ল বারান্দার ছাতটাই বুঝিবা সেই শব্দের দাপটে ধ্'সে ভেঙ্গে পড়ে। প্রাঙ্গণে যে দু-চারজন

লোক কাজ করছিল, এরূপ চিৎকারে অভ্যস্ত হ'লেও তারা ক্ষণকালের জন্যে কাজ বন্ধ ক'রে তাকিয়ে রইল। আর রাখাল ঘটকের যা অবস্থা হ'ল তা বর্ণনা করার চেয়ে অনুমান করাই ভাল। মুখে একটা অস্ফুট অবাচিক শব্দ ক'রে সে ভীতিপাংশু মুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। যে কোনো একদিকে একটা ছুট দিতে পারলেই যেন ভাল হয়! বীরেন কিন্তু তার অবকাশ না দিয়ে হাত ধ'রে তাকে জোর ক'রে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললে, "কিচ্ছু ভয় নেই রাখাল দাদা, এ তোমার অনারে চিৎকার। বড় বড় লোকের খাতিরে কলকাতায় তোপ পড়তে শুনেছ ত? এ-ও কতকটা সেই রকম।"

রাখাল ঘটকের তখনো পা কাঁপছিল, বিরক্তিমিশ্রিত বিরস মুখে সে বললে, "God save me from such খাতির! আমি কিন্তু আর বেশিক্ষণ থাকব না, তা ব'লে দিচ্ছি।"

বীরেন বললে, "না, বেশিক্ষণ তোমাকে থাকতে হবে না, এক্ষণি চা আসছে।" তারপর করিম বক্সের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "ওস্তাদ, গণেশকো জলদি ভেজ দেনা!"

"বহুত খুব" ব'লে করিম দ্রুতবেগে প্রস্থান করলে, এবং ক্ষণ-কাল পরেই গণেশ এসে উপস্থিত হ'ল। বীরেনের নিকট এসে বললে "ক্যানে?—আমাকে আবার-কি করতে বলছ?"

বীরেন বললে, "ঐরকম একটা চিৎকার করতে বলছি।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে গণেশ বললে, "শোন কথা! আমি কি একটা গুণ্ডো যে, ঐরকম চিৎকার করব?"

বীরেন বললে, "তা করিম বক্সই একটা গুণ্ডো না-কি? একবার

সামনা-সামনি বলনা তাকে গুণ্ডো, তা হ'লে তোর মুণ্ডোটাই গুড়িয়ে উড়িয়ে দেবে।”

প্রসঙ্গটা বিপজ্জনক বিবেচনা ক'রে এবিষয়ে আর কোনো কথা না ব'লে গণেশ বললে, “কি করতে হবে বল ?”

বীরেন বললে, “বামুন ঠাকুরকে বল আমাদের দুজনের জন্যে টি-পটে চার পেয়ালার মতো চা দেবে, আর তার সঙ্গে ছানাবড়া আর চন্দ্রপুলি। চা হবে কালো ছাগলের কাঁচা দুধ দিয়ে। বুঝলি ? না, সে দুধ মৌতাতের মুখে মেরে দিয়েছ ?”

ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে গণেশ বললে, “কী যে বল দাদাবাবু! আমি কি আফিমের মৌতাত করি যে দুধ মেরে দোবো ?”

“তবে কিসের মৌতাত করিস ?”

রাখালের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে গণেশ বল্‌লে, “শোনো কথা! কিসের মৌতাত করি তাও বলতে হবে!” তারপর বীরেনের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, “যাই করিনা কেনে, তুমি মুনিব, তোমার কাছে কিছু ছাপা আছে না-কি ?”

বীরেন বল্‌লে, “আচ্ছা, আর সাধুগিরি ফলাতে হবে না। নিয়ে আয় দুধ—দেখি আমি তুই কি করেছিস।”

দুধের পাত্র নিয়ে এসে গণেশ ঢাকনা খুলে বীরেনের সামনে ধরলে।

পাত্রের ভিতর দৃষ্টিপাত ক'রে বীরেন বল্‌লে, “কালো ছাগলের দুধই যদি, তা হ'লে এত শাদা হ'ল কি ক'রে শুনি ?”

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বীরেনের দিকে চেয়ে দেখে গণেশ বল্‌লে, “শোন কথা! তা কালো ছাগলের দুধ শাদা না হ'য়ে কালো হবে না-কি ?”

যৌতুক

বীরেন বল্‌লে, "কালো ছাগলের দুধ যদি কালচেই না হবে ত' শাদা ছাগলের দুধ অত শাদা হয় কেন ? আর, কালো ছাগলের দুধ যদি অত শাদাই হবে ত' শাদা ছাগলের দুধ একটু কালচে হবে না কেন তা বল ?"

হতাশাব্যঞ্জক কণ্ঠে গণেশ বললে, "তা আমি বলতে নারবো দাদাবাবু! ক্যানে, তা তোমার ঐ বন্ধুটিরে শুধাও। লেখাপড়া জানা মানুষ বলতি পারবে।" তারপর রাখালের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "দেখ দিকি বাবু, নিত্যি সকালে এমন একটা ক'রে কথা তুলবে যে, সারা দিন মাথা গুলিয়ে থাক্‌বে! শাদা ছাগলের দুধ ক্যানে কালো হবে তার আমি কি জানি বল ত!"

গণেশের কথা শুনে বীরেন ও রাখাল যুগপৎ সমস্বরে হেসে উঠল। শাদা ছাগলের দুধ যে এত শীঘ্র কালো হ'য়ে উঠবে তা তাদের মধ্যে কেউই প্রত্যাশা করেনি।

বীরেন ও রাখালের ঐকতানিক হাসি শুনে বিরক্তিতে গণেশের চক্ষু কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল ; বল্‌লে, "তা এই দুধে চা হবে, না গায়ের দুধে হবে তা বল।"

বীরেন বল্‌লে, "এই দুধ, কি সেই দুধ কিচ্ছু আমি জানিনে। কালো ছাগলের কাঁচা দুধে হবে।"

অভিনিবেশ সহকারে বীরেনের কথার তাৎপর্য বোঝবার চেষ্টা ক'রে গণেশ বল্‌লে, "তা হ'লে কাঁচা দুধই ত বলছ ? কালো দুধ বলছ না ?"

বীরেন বল্‌লে, "কালো দুধ বলছি, কি বলছিনে তা আমি কিচ্ছু জানিনে। আমি বলছি কাঁচা দুধ।"

পুনরায় মনোযোগের সহিত ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে গণেশের মুখে

বিরক্তির ছায়া দেখা দিলে; বললে, "কি গেরো! তবে ত এই দুধই বলছ। দেখ দেখি, খামকা এতটা সময় নষ্ট ক'রে দিলে।" ব'লে গজর গজর করতে করতে প্রস্থান করলে। দু-চার পা অগ্রসর হ'য়ে ফিরে এসে বল্‌লে, "একটা কথার উত্তর দাও ত!...দেখি, কি দেবে?"

বীরেন বললে, "কি কথা?"

"ছাগল ত লালও হয়?"

"তা' ত হয়ই, আমাদেরই ত লাল ছাগল্ আছে।"

"আচ্ছা, কালো ছাগলের দুধ যদি কালচে হবে, তা হ'লে লাল ছাগলের দুধ কি রকম হবে শুনি?"

গণেশের কথা শুনে বীরেন হো হো ক'রে হেসে উঠল; বললে, "সাধে কি বলি গণেশ, তোর একটা শুঁড় ছিল, কেমন ক'রে খ'সে গেছে। তুই একটা মস্ত বড় হস্তিমূর্খ! ওরে, কালো থেকে যদি কালচে হয়, তা হ'লে লাল থেকে কী হবে? নীলচে?"

গণেশের সব কিছু সহ্য হয়, শুধু বুদ্ধিহীনতার অপবাদ সহ্য হয় না; বললে, "না, না, তাই কি আমি বলছি যে, লাল থেকে নীলচে হবে? লাল থেকে ত' লালচেই হবে।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে রুক্ষ স্বরে বীরেন বল্‌লে, "তবে?"

বীরেনের তাড়নায় একটু ভীত হ'য়ে গণেশ বল্‌লে, "তবে আবার কি? সে ত' অন্য কথা। কিন্তু দুধে কি হবে শুনি?"

তেমনি ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বীরেন বললে, "দুধে চা হবে। যা, পালাঃ—শীগ্‌গির চায়ের ব্যবস্থা কর্।"

"এই দেখ, কোন্ কথা থেকে কোন্ কথা এনে ফেললে! খালি মাথা

গুলিয়ে দেবার মৎলব।" ব'লে গজ্ গজ্ করতে করতে গণেশ প্রস্থান করলে।

গণেশ অন্তর্হিত হ'লে রাখাল বললে, "পাগল না-কি ?"

বীরেন বললে, "ষোল আনা না হ'লেও, শ্রীমতী গঞ্জিকা দেবীর কৃপা আর কিছুদিন চললে, অথবা আর একটু বাড়লে, তাই দাঁড়াবে।"

ঘৃণা ও বিস্ময় মিশ্রিত স্বরে রাখাল বল্‌লে, "গাঁজাখোর ?"

বীরেন বল্‌লে, "গাজা যখন খায় তখন সে অপবাদ অস্বীকার করা যায় না ?"

"রাখো কেন অমন লোককে ? ছাড়িয়ে দিতে পার না ?"

রাখালের কথা শুনে বীরেন মৃদু মৃদু হাসতে লাগল ; বল্‌লে, "কত চেষ্টা ক'রে ওর গাঁজাই ছাড়াতে পারলাম না, তা ওকে ছাড়াবো কেমন করে রাখাল দাদা ?"

রাখাল বললে, "গাঁজা হ'ল একটা নেশা, ছাড়ানো শক্ত। কিন্তু তাই ব'লে গাজাখোরকে ছাড়াতে পারবে না কেন ?"

তেমনি হাস্‌তে হাসতে বীরেন বললে, "কিন্তু দোষ ত শুধু গাঁজা-খোরেরই নয় রাখালদাদা, আমারও যে দোষ আছে।"

"তোমার আবার কিসের দোষ ?"

"নেশার।"

"কিসের নেশার ? গাঁজার ?"

রাখালের কথা শুনে বীরেন উচ্চ হাস্য ক'রে উঠল ; বললে, "গাঁজার চেয়েও কড়া নেশার। গণেশের হচ্ছে গাঁজার নেশা, আর আমার হচ্ছে গণেশের নেশা। গণেশেরও গাঁজা ছাড়বার যো নেই, আমারও গণেশ ছাড়বার যো নেই।"

যৌতুক

"তার মানে ?"

বীরেন বললে, "মানে অনেক কিছুরই থাকে না রাখালদা, থাক্‌লেও অনেক সময়েই তা বোঝান যায় না। মোটের ওপর এইটুকু জেনে রাখো যে, যে-কারণেই হোক, গণেশের সম্পর্কে আমার মনে একটু দুর্বলতা আছে।"

গণেশ শুধু তার পিতার সময়েরই নয়, তার পিতামহর সময়ের ভৃত্য। চল্লিশ বৎসর পূর্বে দশ বৎসরের বালকরূপে চাটুয্যে পরিবারে তার প্রবেশ এবং তার জননীর দীর্ঘকালব্যাপী ব্যাধির সময়ে সে-ই তাকে বুকে ক'রে মানুষ করেছিল,—এ সকল কথা ব'লে গণেশের বিষয়ে রাখালের কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে ব'লে বীরেনের মনে হ'ল না। রাখালও চুপ ক'রে গেল, আর কিছু জিজ্ঞাসা করলে না।

সমারোহের সহিত চা-পান শেষ হ'ল। শুধু ছানাবড়া এবং চন্দ্রপুলিই নয়, হরিরাম পাচকের নৈপুণ্যে এবং উদ্যমে আরও তিন-চার প্রকারের মুখরোচক খাদ্য চা-পানের তালিকাকে সমৃদ্ধ করেছিল।

বীরেনের সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরাতে ধরাতে রাখাল বললে, "আজকের মধ্যাহ্ন-ভোজনটিকে একেবারে হত্যা করলে বীরেন। পিসিমার এলাকার বন-বাদাড়ের তরকারি আজ একেবারে untouched প'ড়ে থাক্‌বে। সুক্তো, চচ্চড়ি ছেঁচকির আজ কোনো আশাই রইল না।"

বীরেন বল্‌লে, "না, না রাখালদা, কাল মিস্ চৌধুরী যে খাবার খাইয়েছিলেন তার তুলনায় এ কিছুই নয়। তুমি বরং বাড়িতে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো।"

যৌতুক

সুধীরা বীরেনকে চা খাইয়েছিল তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রতীতি হবার পর থেকে রাখালের সঙ্কোচ অনেকটা কেটে গিয়েছিল। সে বললে, "বাড়ি গিয়ে সে কথা ত' নিশ্চয় হবে; কিন্তু সে যাই হোক, এ রকম হেভী আর গুড্ টি অনেক দিন খাই নি।"

গৃহ গমনের জন্য চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে রাখাল বললে, "আপোষ নিষ্পত্তির কি কোনো আশাই নেই ব'লে মনে কর?"

বীরেন বললে, "কিসের আপোষ-নিষ্পত্তি?"

"ওই cursed দেড় বিঘা জমির, যা নিয়ে তোমাদের মধ্যে লাঠালাঠির উপক্রম চলেছে?"

বীরেনের মুখে নিঃশব্দ হাস্য ফুটে উঠল; বললে, "Cursed কেন বলছ রাখালদা, আমার ত' মনে হয় blissful। ও জমি এরই মধ্যে আমাকে যা দিয়েছে, আর যদি কিছু নাও দেয়, তবুও আমি তাকে বলব প্রচুর। ও জমির কাছে আমি কৃতজ্ঞ।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ, চা খেয়েছ ত' খেয়েছ, পাল্টা দিয়েছ; তা'তে লোকে বিশেষ কিছু মনে করবে না। কিন্তু আর যদি বেশি বিলম্ব কর তা হ'লে না নাইয়ে-খাইয়ে আমি তোমাকে ছাড়ব না। সে অবস্থায় কিন্তু তোমার ভগ্নী মনে করতে পারেন যে, আমি তোমাকে দলে টানবার চেষ্টা করছি।"

রাখালের মুখে পুলকের চাপা হাসি দেখা দিলে; বললে, "যদি বিশ্বাস কর ত একটা কথা বলি।"

"কি কথা?"

"টানবার চেষ্টা করছ না, already টেনেছ !"

বীরেন উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বল্‌লে, "এই সামান্য একটু চা খাইয়ে না-কি ?"

সজোরে মাথা নেড়ে রাখাল বললে, "রামচন্দ্রঃ ! far from it ! তবে হ্যাঁ, আজকের তোমার এই magnificent চা-টা Last Straw বটে, that broke the camel's back !" ব'লে উচ্চহাস্য ক'রে উঠল। হাসি থামলে বল্‌লে, "সেদিন পুকুরপাড়ে যা গালাগালটা তোমাকে দিয়েছিলাম তা'তে তুমি যদি আমাকে ছুঁড়ে পুকুরে ফেলে দিতে তা হ'লেও আমি grudge করতে পারতাম না। কিন্তু তুমি সত্যিকারের একজন ভদ্রলোক, একজন পয়লা নম্বরের স্পোর্টস্‌ম্যান, কত সহজে আর কত শীঘ্র তুমি আমাকে ক্ষমা করলে বল দেখি, অথচ আজ পর্যন্ত আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই নি।"

বীরেন বল্‌লে,"তুমি ভুলে যাচ্ছ রাখালদা, মিস্ চৌধুরী চেয়েছিলেন।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে রাখাল বল্‌লে, "আরে, রেখে দাও তোমার মিস্ চৌধুরী। আমি করলাম অপরাধ, আর মিস্ চৌধুরী চাইলেন ক্ষমা,—এ ক্ষমা চাওয়ার কোন মানে আছে না-কি ?" তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় উচ্ছ্বাসের সহিত ব'লে উঠল, "আর তা ছাড়া—"কিন্তু ঐ পর্যন্ত ব'লেই কথাটা শেষ না ক'রে সহসা থেমে গেল।

বীরেন বল্‌লে, "আবার কি ?"

কথাটা সোজাসুজি বলতে বোধ হয় রাখালের সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল ; বল্‌লে "দেখি তোমার হাতের সেই ঘা-টা ?"

বীরেন বললে, "সে ত' তার পরদিনই শুকিয়ে গিয়েছিল। আচ্ছা,

হঠাৎ কামড়ালে কেন বল ত' রাখালদা? না কামড়ালেও ত পারতে?"

একটু অপ্রতিভ হয়ে রাখাল বললে, "ও কি আর ইচ্ছে ক'রে কামড়েছিলাম? হঠাৎ হ'য়ে গেল। কি জান? ওটা হচ্ছে আত্মরক্ষার জন্যে একটা automatic reaction, একটা involuntary gesture, নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করবার একটা spasmodic expression।"

সহাস্যমুখে বীরেন বল্‌লে, "কিন্তু রাখালদাদা, তোমার spasmodic expression-এর জ্বলুনি তা ব'লে নিতান্ত কম নয়।"

বীরেনের-বামস্কন্ধে দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত ক'রে দুঃখিত স্বরে রাখাল বললে, "I am sorry বীরেন!"

মাথা নেড়ে বীরেন বললে, "না, না রাখালদাদা, এতে তোমার দুঃখিত হবার কিছু নেই। ও ত' তোমার volitional operation নয়, involuntary gesture; ওর জন্য তোমার অপরাধ কোথায় বল?"

রাখাল বল্‌লে, "তোমার এই generous interpretation-এর জন্যে ধন্যবাদ,—কিন্তু আর দেরি করা নয়, চল্‌লাম। বাড়ি ফিরতে যে-রকম দেরি হ'য়ে গেল, ওরা হয়ত' ভাবচে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে এসে শেষকালে লোকটা আত্রাই নদীতে ডুবে মরল!"

রাখাল যে একজন বিলাত ফেরৎ ব্যক্তি, ছলে ছুতোয় সে কথা স্মরণ করিয়ে দেবার সুযোগ পেলে সে সহজে ছাড়ে না।

বীরেন বল্‌লে, "আচ্ছা, আর তোমাকে আটকাব না,—কিন্তু আমার বাড়িতে চা খাবার তোমার চিরস্থায়ী নিমন্ত্রণ রইল। চায়ের পিপাসা পেলেই অসঙ্কোচে অকুতোভয়ে আমার এখানে চ'লে এস।"

মৃদু হেসে রাখাল বললে, "অসঙ্কোচে হয় ত আসব—কিন্তু অকুতো-ভয়ে আসব তা বলতে পারিনে। তোমার ঐ করিম বক্সটির সম্বন্ধে অকুতোভয় হ'তে পারি এত শক্ত মেরুদণ্ড আমার নেই।"

ব্যগ্রকণ্ঠে বীরেন বললে, "না, না, রাখালদা, করিমবক্সের সম্বন্ধে নিশ্চয় অকুতোভয় হ'তে পার। ও তোমার কোন অনিষ্ট করবে না।"

রাখাল বললে, "আরে ভায়া, অনিষ্ট হয় ত' করবে না, কিন্তু খাতির করতেও ত পারে! খাতির ক'রে যদি সেই রকম একটা আওয়াজ ছাড়ে, তা হ'লে?"

বীরেন বললে, "তা হ'লে তা'তে ক্ষতিই বা কি রাখাল দাদা?"

রাখাল বললে, "পেটের মধ্যে লিভার পিলে ব'লে যে জিনিষগুলো আছে, তাদের কথা ভুললেও ত' চলবে না,—তাদের ক্ষতিও ত' ক্ষতি! পিলে চমকালে ক্ষতি হয় না, এ তুমি আমাকে বলতে পার?"

রাখালের কথা শুনে বীরেন সহাস্যমুখে বললে, "না ঠিক বলতে পারিনে। সে যাই হোক, তোমার কোনো চিন্তা নেই, আমি না বললে করিমবক্স তোমাকে আওয়াজ শোনাবে না।"

রাখালকে বীরেন নিজেদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলে। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে প'ড়ে রাখাল বললে, "তুমি যদি বল বীরেন, একটা যা হয় কিছু মিটমাটের জন্যে একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।"

বীরেন বললে, "তা যদি একান্তই দেখতে হয় তা হ'লে আমার দিকেই চেষ্টা ক'রে দেখো; ওদিকে কিছুমাত্র আশা ভরসা নেই।"

"কেন?"

"কারণ, ও পক্ষের মিটমাটের সর্ত হচ্ছে এপক্ষের ষোল আনা

পরাজয় স্বীকার করা; অর্থাৎ, বিনা বাক্যে দেড় বিঘা জমির দেড় বিঘারই দখল ছেড়ে দিয়ে নত মস্তকে জমি থেকে বেরিয়ে আসা।"

"আর, এ পক্ষের সর্ত কি শুনি?"

"এ পক্ষের সর্ত হচ্ছে, দেড়বিঘা জমির মধ্যে ধর্মত আর আইনত যদি এক ছটাক জমিও অপর পক্ষের না হয়, তা হ'লে এক ছটাক জমিরও দখল না ছাড়া। আর, এ পক্ষের মতে, ধর্মত আর আইনত, সিকি ছটাক জমিও ও পক্ষের নয়।"

"তা হলে তোমার কাছেই বা অনর্থক চেষ্টা ক'রে কি লাভ আছে তা বল?"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বীরেন বললে, "না,—বিশেষ কিছু আছে ব'লে ত মনে হয় না।"

আজ প্রত্যূষে মন্দাকিনী লাঠিয়ালদের বলবৃদ্ধির জন্যে দুর্যোধন মণ্ডলকে তলব করবার ব্যবস্থা করেছিলেন, সে কথা রাখাল ঘটকের জানা ছিল। এ পক্ষের করিমবক্স যে একাই একশ', তাও সে আজ স্বচক্ষে দর্শন করলে। লাঠালাঠির কালে আহত হবার পূর্বে সে যে বিপক্ষ দলের অন্ততঃ দশবারো জনকে ভূমিশায়ী করবে, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কিছুই নেই। সুতরাং, পাঁচিল গাঁথবার দিন শক্তি-পরীক্ষাটা একান্তই যদি হয় ত বেশ একটু সমারোহেরই সহিত হবে এ আশঙ্কা তার মনে বদ্ধমূল হ'ল। দুঃখিত স্বরে সে বললে, "তা হলে দেখছি, কতকগুলো মাথা-ফাটাফাটি আর রক্তপাত কিছুতেই আটকাতে পারা গেল না! আচ্ছা, এতে কার কি লাভ হবে বল ত শুনি?"

বীরেন বললে, "আমি ত মনে করি, আমার হয় ত হবে। যদি

আমার কিছুমাত্র আশা ভরসা থাকে ত' একমাত্র মাথা-ফাটাফাটির মধ্যেই আছে, এ তোমাকে ব'লে রাখলাম।"

সকৌতূহলে রাখাল জিজ্ঞাসা করলে, "কেন ?"

বীরেন বললে, "ত্রৈরাশিকের অঙ্ক মনে আছে ত রাখালদাদা ? রুল অফ থ্রি ? এততে যদি অত হয় তা হ'লে ততেতে কত ?"

মৃদু হেসে রাখাল বললে, "আশা ত করি, আছে।"

"আচ্ছা, তা হ'লে এই সহজ ত্রৈরাশিকটা কষো দেখি : অল্প একটু দাঁতের কামড়ে মিস্ চৌধুরীর মনে যদি অতখানি করুণার সঞ্চার হ'তে পারে, তা হ'লে লাঠির চোটে মাথা ফাট্‌লে কতখানি হবে ? আমার ত মনে হয়, কোনো গতিকে মাথাটা ফাটিয়ে একবার শয্যা নিতে পারলে মিস্ চৌধুরীকে দিয়ে আমার প্রার্থনাটা মঞ্জুর করিয়ে নেওয়া খুব কঠিন না হ'তেও পারে।"

ঔৎসুক্যভরে রাখাল জিজ্ঞাসা ক'রলে, "কি তোমার প্রার্থনা ?"

অসতর্ক মুহূর্তে কথাটা অমন ভাবে ব'লে ফেলে বীরেন একটু বিমূঢ় হ'য়ে গেল। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বল্‌লে, "প্রার্থনা আর কি। ঐ দেড় বিঘে জমি নিয়ে পরস্পরের মধ্যে যে মনোমালিন্য চল্‌ছে, তা যেন মিটে যায়—এই আমার প্রার্থনা।"

কিন্তু এই প্রার্থনার কথা থেকে রাখালের ঔৎসুক্য জাগ্রত হ'ল গতকল্যকার সুধীরা ও বীরেনের সাক্ষাৎকারের প্রতি। বল্‌লে, "কাল তুমি কখন গেছলে সুধীরার সঙ্গে দেখা করতে ?"

"বেলা আটটার সময়ে।"

"ফিরলে কখন ?"

"তা প্রায় সাড়ে নটায় হবে।"

ক্ষণকাল কি চিন্তা ক'রে রাখাল বললে, "আমি বেরিয়েছিলাম সাতটার সময়ে, আর ফিরি দশটার পর। তুমি গিয়েছিলে, সে সংবাদ পেয়েছিলাম ; কিন্তু চা খেয়েছিলে তা জানতাম না। অতক্ষণ ধ'রে কি তোমাদের কথা হ'ল বল্‌তে কিছু আপত্তি আছে ?"

বীরেন বললে, "তা একটু আছে বই কি। কথাটা ত' শুধু আমারই নয়, সুধীরাও ত বলেছিলেন। তাঁর অনুমতি ভিন্ন আমি কি ক'রে বলি ? তাঁর কাছ থেকে তুমি শুনো।"

"সেও যদি ঐ কথাই বলে,—কথাটা ত' শুধু তারই নয়, তোমারও—তা হ'লে ?"

"তা হলে তাঁকে বোলো যে তাঁর যদি তোমাকে বলতে কোনো আপত্তি না থাকে ত' আমার নেই।"

"দেখা যাবে !" ব'লে রাখাল গৃহাভিমুখে প্রস্থান করলে। কয়েক পা অগ্রসর হ'য়ে দেখলে প্রভাময়ী চৌধুরী বাড়ির গেট দিয়ে নির্গত হ'য়ে তাকে দেখতে পেয়েই বিপরীত দিকে চ'লে গেল। একবার মনে হ'ল, চেঁচিয়ে ডাকে। কিন্তু পিছন ফিরে তাকিয়ে বীরেনকে গেটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সাহস হ'ল না।

তের

গৃহে পৌঁছে সুধীরার সহিত রাখালের অবিলম্বে সাক্ষাৎ হ'ল। সুধীরা তখন নিজ কক্ষের সম্মুখের বারান্দায় ব'সে উমাশঙ্করকে চিঠি লিখছিল। দূর থেকে দেখতে পেয়ে নিকটে এসে রাখাল বললে, "কি সুধীরা, কলকাতায় চিঠি লিখছ বুঝি?"

সুধীরা বললে, "হ্যাঁ লিখছি। তুমি আজ লিখবে না কি রাখালদা?"

রাখাল বললে, "না, আমি আজ লিখব না, কাল লিখলেই হবে। কাল আমাদের লোক ডাক নিয়ে যাবে ত?"

"হ্যাঁ যাবে।"

একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে নিকটে ব'সে হাসি-হাসি মুখে রাখাল বললে, "কোথায় গিয়েছিলাম বলতে পার সুধীরা?"

সুধীরা বললে, "কেন, তুমি ত ব'লে গিয়েছিলে, আত্রাই নদীর ধারে বেড়াতে যাচ্ছ।"

"আহা হা, সে ত' কোন্ সকালে গিয়েছিলাম। এতক্ষণ ছিলাম কোথায় তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে সুধীরা বললে, "বোধ হয় মিত্তিরদের বৈঠকখানায়।"

রাখাল বললে, "রামচন্দ্রঃ! একদিন ওরা ডেকে নিয়ে গিয়েছিল ব'লে কি রোজ রোজ যাই? আবার ভেবে বল।"

পুনরায় অল্পক্ষণ চিন্তা ক'রে সুধীরা বললে, "তা হ'লে বোধ হয় চাটুয্যে বাড়ি।"

"কোন্ চাটুয্যে ?"

"বীরেন চাটুয্যে।"

বিস্ময়ের ভান ক'রে রাখাল বললে "বীরেন চাটুয্যের বাড়ি ? শত্রুপুরীতে ? যাদের সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন হ'য়ে রয়েছে তাদের কাছে গিয়েছিলাম বলতে চাও তুমি ?"

মৃদু হেসে সুধীরা বললে, "তাতে কি হয়েছে, যুদ্ধের সময়েই ত' লোকে ছলে-ছুতোয় শত্রুশিবিরে গিয়ে থাকে শত্রুপক্ষের শক্তিসামর্থ্যের সন্ধান নেবার জন্যে।"

সুধীরার কথা শুনে রাখালের মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল ; বললে, "তুমি ঠিকই অনুমান করেছ, আমি বীরেন চাটুয্যের বাড়ীই গিয়েছিলাম, আর তার শক্তি সামর্থ্যেরও কিছু সন্ধান পেয়ে এসেছি ; কিন্তু সংবাদ শুভ নয়।"

সকৌতূহলে সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন ?"

করিমবক্সের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে রাখাল বললে, "সে একবারে সাক্ষাৎ যমদূত ! আমাদের দলের সব কটাকে সে একাই সাবাড় ক'রে দিতে পারে। কি ভীষণ লোক, এখনো আমার বাঁ পেটে ব্যথা হ'য়ে রয়েছে !"

ব্যগ্রকণ্ঠে সুধীরা বললে, "ওমা কেন ? পেটে ঘুঁসি মেরেছিল না-কি ?"

সুধীরার কথা শুনে রাখালের চক্ষু বিস্ফারিত হ'য়ে উঠল ; বললে,

"বল কি! পেটে ঘুঁসি মারলে আর এ বাড়িতে ফিরতে হ'ত না!
—আবাজ দিয়েছিল, আবাজ! আবাজ!

সবিস্ময়ে সুধীরা বললে, "আবাজ? আবাজ আবার কি?"

রাখাল বললে, "হুঙ্কার, হুঙ্কার! হুঙ্কার ছেড়েছিল!"

সুধীরা বললে, "ও, আওয়াজ,—শব্দ। তা আওয়াজ দিলে কেন? তোমাকে ভয় দেখাবার জন্যে না-কি?"

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে রাখাল বললে, "মোটেই না! খাতির দেখাবার জন্যে। কলকাতায় রাজা-মহারাজা এলে ফোর্টে কামান দাগে না?—এও কতকটা সেই রকম। Salute আর কি?"

"তা, স্যালিউটে তোমার পেটে ব্যথা হ'য়ে গেল?"

"আহা, স্যালিউটে কি হ'ল?—পিলে চমকে হ'ল। পেটের ভেতর অত জোরে পিলে চম্‌কালে পেটে ব্যথা হবে না?"

রাখালের কথা শুনে সুধীরা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল; বললে, "কি শোচনীয় অবনতি তোমার হয়েছে রাখাল দা! সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে এসে, কত কাফ্রি পোর্চুগীজ রুশ গুণ্ডার গল্প ক'রে শেষ-কালে কি-না করিম বক্সের আওয়াজ শুনে তোমার পিলে চম্‌কে গেল!"

রাখাল বললে, "God save you from such experience! কিন্তু যদি কখনো তোমাকে সে খাতির করে তখন দেখবে পিলে চমকায়, কি চমকায় না। শুধু আবাজ শুনলেই নয়, তার মূর্তি দেখলেও পিলে চমকায়। দেহে যেন রক্ত মাংস নেই, শুধু হাড় পেশি আর চামড়া! কলকাতায় কোনো কোনো পেট্রোলের দোকানে লোহার মানুষের ছবি দেখেছ? হাত পা দেহ—সব লোহার সিলিণ্ডার

দিয়ে তৈরী, ছুট দেবার জন্যে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়েছে? ঠিক সেই রকম দেখতে। একেবারে ইস্পাতের দেহ! ভাল ক'রে ব্যবস্থা কর সুধীরা;—তোমার দুর্যোধন-টুর্যোধনের কাজ নয়।"

সহাস্যমুখে সুধীরা বললে, "তুমি দুর্য্যোধনকে দেখনি, তাই ও কথা বলছ। দুর্যোধন যদি নিজের হাতে লাঠি ধরে তা' হ'লে দশটা করিম বক্সের সাধ্য নেই যে তার কাছে এগোয়; বৈকালে সে আসছে ত, তাকে দেখলেই বুঝতে পারবে। কিন্তু সে কথা যাক্, তুমি বীরেন বাবুদের বাড়ি গেলে কেন? হঠাৎ সেখানে যাওয়ার কি এমন কারণ ঘটল?"

রাখাল বললে, "আমি কি গেলাম? আমি ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে আসছিলাম, ও গেটে দাঁড়িয়ে ছিল, জোর ক'রে টেনে নিয়ে গেল।"

সুধীরা বললে, "কোলে ক'রে না-কি?"

সুধীরার কথা শুনে রাখাল হেসে ফেললে; বললে, "তা বড় মিছে বলনি, সে ভয়ও দেখিয়েছিল। কিন্তু যাই বল সুধীরা, ছেলেটা নিতান্ত মন্দ নয়, rather ভালই বলতে হবে। I confess, I have almost begun to love him!"

সুধীরার মুখে চাপা হাসি ফুটে উঠল; বললে, "তা ও-রকম বড় বড় ছানাবড়া আর চন্দ্রপুলি খাওয়ালে না ভালবেসে কি আর থাকা যায়!"

সুধীরার কথা শুনে রাখাল ঘটকের দুই চক্ষু বীরেনের বাড়ীতে খাওয়া ছানাবড়ারই মতো বড় বড় আর গোল গোল হ'য়ে উঠল;

বিস্ময়বিমূঢ় কণ্ঠে বললে, "Good Gracious! তুমি কি ক'রে জানলে?"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সুধীরা বললে, "তা ছাড়া, কালো ছাগলের কাঁচা দুধ দিয়ে বাছাই পাতার চা!" ব'লে খিল খিল্ ক'রে হেসে উঠল।

তেমনি বিস্ময়-মিশ্রিত স্বরে রাখাল বললে, "ব্যাপার কি বল দেখি সুধীরা? রেডিয়ো-টেলিভিশন না-কি?" তারপর হঠাৎ আসল ব্যাপারটা অনুমান ক'রে ব'লে উঠ্ল, "ও! বুঝতে পেরেছি। That silly girl প্রভাময়ী;—It was none but that absolutely silly girl! সে-ই তোমাকে সব খবর দিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, আমরা যখন চা খাচ্ছিলাম তখন ও-ই একবার এক মুহূর্তের জন্যে উঁকি মেরেছিল। আমি যখন বাড়ি আসছি তখন সে আমাদের গেট দিয়ে বেরিয়ে চ'লে গেল। উঃ! একটা মেয়ে বটে! সেখানে হাজির থেকে সব দেখেছে, শুনেছে; তারপর সাঁ ক'রে এখানে এসে তোমাকে সমস্ত রিপোর্ট দিয়ে আমি বাড়ীতে ঢোকবার আগে একেবারে লম্বা! এই সব মেয়ে পোলিটিকাল ফিল্ডে গুপ্তচর হ'লে দু'পয়সা ক'রে খেতে পারে। আচ্ছা, সত্যি ক'রে বল, ও-ই তোমাকে সব কথা বলেছে কি-না?"

সুধীরা বললে, "যেই বলুক, কথাটা যে সত্যি তা'তে ত' আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।"

রাখাল বললে, "না, তা নেই। সত্যিই সে আমাকে দিয়ে বেশ ভাল ক'রেই পাল্টা দিইয়ে নিয়েছে।"

সকৌতূহলে সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "পাল্টা?—কিসের পাল্টা?"

প্রভাময়ীর নিকট সে যে-সমস্ত কথা অবগত হয়েছিল তার মধ্যে এ কথাটা ছিল না।

রাখাল বললে, "তুমি যে কাল সকালে তাকে চা খাইয়েছিলে তার পাল্টা।"

ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে সুধীরা বললে, "তার পাল্টা তুমি এত শীগ্‌গীর আর অত সহজে দিয়ে এলে!"

ব্যস্ত হ'য়ে রাখাল বল্‌লে, "ঐ যে বল্‌লাম, প্রথমটা **under compulsion**, তারপর ক্রমশ ক্রমশ—"

রাখালকে তার কথা শেষ করতে না দিয়ে সুধীরা বললে, "তারপর ক্রমশ ক্রমশ ভালবাসতে আরম্ভ করলে?"

সুধীরার কথা শুনে রাখাল হো হো ক'রে হেসে উঠে বল্‌লে, "ঠিক বলেছ, এক কোপে সারতে গেলে বলতে হয় ক্রমশ ক্রমশ ভালবাসতে আরম্ভ করলাম। লোকটার মধ্যে এমন কিছু নিশ্চয় আছে যাতে শেষ পর্যন্ত তাকে ভাল না বেসে বোধ হয় উপায় নেই। এই ধর না কেন, পরশু তার ওপর মনের ভাব কি রকম ছিল; পুকুর ধারে তাকে রীতিমত গালাগালই দিয়েছি; আর আজ তার বাড়ী চা খেয়ে এলাম। নাঃ, ছেলেটার একটা **magnetic power** আছে!" তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় বললে, "তা ছাড়া, তোমার কথাটাই ভাব না কেন,—"

রাখালকে তার কথার মধ্যে থামিয়ে দিয়ে সুধীরা বললে, "দোহাই রাখালদাদা, আমার কথাটা না ভাবলেও কোনো ক্ষতি হবে না,—তোমার নিজের কথার দ্বারাই যথেষ্ট প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বীরেনবাবু

একটি শক্তিশালী চুম্বক। এখন স্নান ক'রে নাও, খাওয়ার সময় হ'য়ে এল।"

রাখাল কিন্তু অত সহজে দমবার পাত্র নয়, অধিকতর নির্বন্ধের সহিত বললে, "শুধু আমার পক্ষেই নয়, তোমার পক্ষেও সে শক্তিশালী চুম্বক। নইলে শত্রুকে কে আর অমন ক'রে টিঞ্চার আয়োডিন লাগিয়ে দেয়, আর চা খাওয়ায় তা বল ?"

প্রতিবাদ করা অপেক্ষা এ কথা স্বীকার ক'রে নেওয়া অধিকতর নিরাপদ বিবেচনা ক'রে সুধীরা বললে, "আচ্ছা, মানলাম আমার পক্ষেও তিনি শক্তিশালী চুম্বক। এখন তুমি স্নান করতে যাও।"

বারম্বার অনুরুদ্ধ হ'য়ে অগত্যা রাখালকে স্নান করতে যেতে হ'ল ; কিন্তু আহারের পরই সে পুনরায় সুধীরাকে চেপে ধরল, বললে, "বীরেন তোমার কাছে কি প্রার্থনা করেছিল বলত সুধীরা ?"

প্রার্থনার কথা শুনে সুধীরার মুখ শুকোলো ; একটু ইতস্তত সহকারে সে বললে, "প্রার্থনা ? প্রার্থনা আর আমার কাছে কি করেছিলেন তিনি ?"

"তবে যে বীরেন বললে, মিস্ চৌধুরীর মনে এত অল্প কারণে করুণার সঞ্চার হয় যে, কোনো গতিকে যদি একবার মাথাটা ফাটিয়ে শয্যা নিতে পারি তা হ'লে হয়ত তাঁকে দিয়ে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়ে নেওয়া খুব কঠিন হবে না ?"

ভয়ে ভয়ে অথচ ঔৎসুক্যের প্ররোচনায় সুধীরা প্রশ্ন করলে, "কি তাঁর প্রার্থনা তা তুমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন ?"

রাখাল বললে, "করিনি কি ?—করেছিলাম। গোলমাল ক'রে

আসল কথাটা বললে না। তা ছাড়া, কাল সকালে তোমাদের কি সব কথা হ'ল জিজ্ঞাসা করায় কি বললে জান?"

"কি বললেন?"

"বললে, 'কথা ত শুধু আমিই বলিনি, সুধীরাও ত' বলেছিলেন। তাঁর অনুমতি বিনা আমি ত' বলতে পারিনে, অতএব তাঁর কাছেই শুনো'। এখন তুমি বলবে ত' বল।"

মৃদু হেসে সুধীরা বললে, "আমারো ত সেই আপত্তিই হ'তে পারে রাখালদাদা, বীরেনবাবুর অনুমতি ব্যতীত কি ক'রে বলি?"

সুধীরার কথা শুনে রাখালের মুখ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল; বললে, "সে ব্যবস্থা আমি ক'রে এসেছি। বীরেন তোমাকে বলতে বলেছে যে, তোমার যদি আমাকে বলতে কোনো আপত্তি না থাকে ত' তারও নেই।"

সুধীরা মাথা নেড়ে বললে, "না, তা হ'তে পারে না। তুমি যখন প্রথম তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছ, তখন তাঁরই বল্‌বার কথা। তাঁর যদি বলতে আপত্তি না থাকে ত আমারো নেই,—এ কথা তুমি তাঁকে দেখা হ'লে জানিয়ে দিয়ো।"

সুধীরার কথা শুনে রাখাল হাসতে লাগলো; বললে, "ছোটবেলায় কথামালায় পড়েছিলাম, দুরাত্মার ছলের অসদ্ভাব নেই,—তোমরা দুজনেই দেখচি সেই দুরাত্মা। দুজনকে একত্র পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেও তোমাদের ছলের অসদ্ভাব হবে না, এ আমি লিখে দিতে পারি।"

সুধীরা এ কথার কোনো উত্তর দিলে না, শুধু তার মুখমণ্ডল একটা নিঃশব্দ স্তিমিত হাস্যে রঞ্জিত হ'য়ে উঠল।

যৌতুক

রাখাল প্রস্থান করলে সুধীরা বারান্দা থেকে ঘরে প্রবেশ ক'রে একটা ইজি চেয়ারে শয়ন ক'রে চক্ষু বুজে প'ড়ে রইল। উমাশঙ্করকে চিঠি লেখা এখনও শেষ হয় নি, খানিকটা বাকি আছে। প্রয়োজনীয় চিঠি, অনেক শলা-পরামর্শের কথা আছে, তা ছাড়া গতকল্য নানা বাধা বিঘ্নের জন্য চিঠি দেওয়া হ'য়ে ওঠেনি। তবুও চিঠিটা শেষ করতে ইচ্ছে হ'ল না। না হয় আরও একটা দিন বিলম্বই হবে।

চক্ষু মুদ্রিত ক'রে সুধীরা ভাবছিল বীরেনের অবুঝ মনের নিরতিশয় বিবেচনাহীনতার কথা। অবৈরিতার দিনে সুধীরার নিকট হ'তে যে সৌজন্য যে সহানুভূতি সে লাভ করেছে, তিতিক্ষাহীন অকরুণ সংগ্রামের কালেও তা দুর্লভ হবে না—এ প্রত্যাশার তার ভিত্তি কি? গতকল্য সকালে বীরেনের সহিত তার যে সুদীর্ঘ এবং সুস্পষ্ট বাদানুবাদ হয়েছে তার ফলে এইরূপ অকারণ সঙ্গতিহীন প্রতীতি হ'তে তার মন পরিপূর্ণ ভাবে মুক্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তার কোনো পরিচয়ই ত নেই, পরন্তু সেই দুরপনেয় প্রত্যাশার দৃঢ়তা এত সমুচ্চ মাত্রায় বলবৎ হয়েছে যে, কোনো গতিকে মাথাটা ফাটিয়ে একবার শয্যা গ্রহণ করতে পারলেই ব্যস্, আর কোনো চিন্তা নেই, একেবারে নির্বিবাদে প্রার্থনা মঞ্জুর,—এ কথাটা শুধু মনেই ভাবা চলছে না, পথ থেকে লোক ধ'রে নিয়ে গিয়ে বলাও চলছে! অথচ এই প্রার্থনা যে অতীব অসঙ্গত এবং সম্ভাবনাবর্জিত প্রার্থনা, গতকল্য সে মন্তব্য প্রায় নিষ্ঠুরতার সহিত করতেও সুধীরা ইতস্তত করেনি। সুধীরার ওষ্ঠাধরে মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিলে। আশ্চর্য! এত অবুঝ আর বেহায়া লোকও থাকে!

পরক্ষণেই কিন্তু সহসা সুধীরার একবার বীরেনের দিকের কথাটা

ভেবে দেখতে ইচ্ছা হ'ল: অর্থাৎ, বীরেনের ধারণায় কিছুমাত্র যৌক্তিকতার সংশ্রব আছে কি-না তাই।

আচ্ছা, ধরাই যাক, পাঁচিল গাঁথার শুক্রবার দিনে পাঁচিল গাঁথার সময়ে বীরেনের পক্ষ পাঁচিল গাঁথায় বাধা দিতে আরম্ভ করলে। তখন লাঠি নিয়ে হুঙ্কার দিয়ে দুর্যোধন মণ্ডল বীরেনের পক্ষকে আক্রমণ করলে, তার পিছনে আর সব লাঠিয়ালরা লাঠি উঁচিয়ে ছুটে চলল। ওদিক থেকে সকলকে পিছনে ঠেলে রেখে বীরেন এল লাঠি হাতে এগিয়ে। লাগল বীরেনের সঙ্গে দুর্যোধন মণ্ডলের সাংঘাতিক সংগ্রাম। ক্ষণকালের জন্য কে হারে কে জেতে সংশয়ের বস্তু হ'য়ে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ এক অসতর্ক মুহূর্তে দুর্যোধন মণ্ডলের লাঠির সজোর চোট্ পড়ল বীরেনের মাথায়। মাথা গেল ফেটে; প্রবল রক্তস্রাবে সমস্ত মুখ রক্তাক্ত হ'য়ে গেল; ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো বীরেনের দেহ ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল—নিস্পন্দ সংজ্ঞাহীন; তাড়াতাড়ি কয়েকজন লোক ছুটে এসে বীরেনকে ধরাধরি ক'রে তুলে নিয়ে গেল। তখন দুর্যোধন মণ্ডলে আর করিম বক্সে ভীষণ লাঠালাঠি বেধে গিয়েছে, উভয়ের হুঙ্কারে আকাশ কম্পিত হচ্ছে; দুর্যোধন মণ্ডলের একটা প্রবল আক্রমণ করিম বক্স সামলাতে পারলে না, কোমরে চোট পেয়ে ভূমিশায়ী হ'ল; তাকেও তার দলের লোকেরা তুলে নিয়ে চ'লে গেল। উৎসাহিত হ'য়ে দুর্যোধন মণ্ডল আর তার দলের লাঠিয়ালেরা বীরেনের দলের প্রতি চড়াও হ'ল। প্রভু এবং সর্দারের এত দ্রুত পরাজয়ে বীরেনের দল মনের শক্তি হারিয়েছিল; তারা অপর পক্ষের আক্রমণ রোধ করতে পারলে না, হ'টে গেল। তখন এ দিকে রাজমিস্ত্রীর দল পরম উৎসাহে পাঁচিল গাঁথতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে; আর ওদিকে

চাটুয্যেদের উত্তর দিকের বারান্দায় সুধীরার দৃষ্টিপথের সম্মুখে বীরেনের অচেতন দেহ শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। লোকজনের ছুটোছুটি প'ড়ে গিয়েছে; কেউ আনছে জল, কেউ আনছে ব্যাণ্ডেজ আর টিঞ্চার আয়োডিন। এই আবেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে সুধীরা নিশ্চন্ত পরি-তৃপ্তির সহিত পাঁচিল গাঁথার একটির পর একটি ইঁট সাজানো দেখতে পারবে ত?

চেয়ার পরিত্যাগ ক'রে সুধীরা কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে বারান্দার পশ্চিম প্রান্তে বাথরুমে প্রবেশ ক'রে মুখে চোখে জল দিলে। তারপর ঘরে ফিরে এসে উমাশঙ্করকে লেখা অসমাপ্ত চিঠি-খানা নিয়ে শেষ করতে বসল। এক জায়গায় লিখলে, বাবা, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, কাল শুক্রবারের পরের শুক্রবারে পাঁচিল গাঁথা হবেই। সহজে আমরা বল প্রয়োগ করব না, কিন্তু ওরা যদি পাঁচিল গাঁথতে বাধা দেয় তা হ'লে বাধ্য হ'য়ে বলপ্রয়োগ করতে হবে। অন্যথা কাউকে যাতে বেশি চোট না দেওয়া হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখব। তবে একান্তই যদি লাঠালাঠি হয় ত' পরিণামে কতদূর পর্যন্ত দাঁড়াবে তা কিছুই বলা যায় না। দাঙ্গা-হাঙ্গামা হ'লে পুলিশ আদালতের ভয় আছেই। কিন্তু তোমার মুখেই ত' শুনেছি, জমিদারি রাখতে হ'লে মামলা মকদ্দমার ভয় করলে চলে না।

বেলা পাঁচটার সময়ে মোক্ষদা ঝি এসে বললে, "দিদিরাণী, দুর্যোধন মণ্ডল এসেছে। পিসিমা তোমাকে ডাকচেন। ওমা, কি আকৃকিরতি গো দিদিরাণী, যেন একটা দানব না দত্যি। দেখে তুমি ভয় না পাও ত' কি বলেছি!"

সুধীরা বললে, "তা হ'লে ভালই ত' রে। লেঠেলের সর্দারের আকৃতি দত্যির মত হবে না ত' আদুরে-গোপালের মতো হবে না-কি ? —আচ্ছা, তুই যা, আমি এখনি আসছি।"

মোক্ষদা চ'লে গেলে তাড়াতাড়ি বস্ত্র পরিবর্তন ক'রে নিয়ে সুধীরা নীচে নেমে গেল। যাবার সময়ে একবার রুইপুকুরের দিকে তাকিয়ে দেখলে, বীরেন যথানিয়ম বকুলতলায় পিছন ফিরে ডেক-চেয়ারে ব'সে আছে। উঃ, কি অদ্ভুত লোকই এই বীরেন চাটুয্যে! সকাল বেলা প্রার্থনার কাহিনী, আর বিকেল বেলা চোখ রাঙ্গানির পালা! ঠিক যেন দুমুখো সাপ! কোনো দিকটাই তার সুবিধের নয়।

নীচে এসে সুধীরা দেখলে মন্দাকিনী বারান্দায় একটা তক্তপোষের উপর ব'সে আছেন, আর দুর্যোধন মণ্ডল তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে উঠানে দাড়িয়ে আছে। দুর্যোধনের সঙ্গে যারা এসেছিল তারাও বেশ বলিষ্ঠ দীর্ঘাবয়ব লোক; কিন্তু আম গাছের সারির মধ্যে সুবৃহৎ বটবৃক্ষকে যেমন দেখায়, সেই লাঠিয়ালদের মধ্যে দুর্যোধন মণ্ডলকেও ঠিক তেমনি দেখাচ্ছিল। দুর্যোধনকে দেখে সুধীরা খুসী হ'ল। দূর থেকে এক-আধবার করিম বক্সকে যা দেখেছে, এ তার চেয়ে কোনো অংশেই কম নয় ব'লে মনে হল।

সুধীরা বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই করজোড়ে দুর্যোধন বললে, "জয় হোক রাণীদিদির!" তারপর ভূমিষ্ঠ হ'য়ে তাকে প্রণাম করলে। দুর্যোধনের প্রণাম করার পর তার দলের লোকেরাও সুধীরাকে প্রণাম করলে।

দুর্যোধনের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সুধীরা বললে, "তুমিই ত দুর্যোধন মণ্ডল ?"

যুক্তকরে দুর্যোধন বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ দিদিরাণী, আমি আপনার শ্রীচরণের দাস দুর্যোধন।"

সুধীরা বললে, "আমার তোমাকে একটু একটু মনে পড়ে দুর্যোধন। সে অনেক দিনের কথা, তখন আমার বছর তিনেক বয়স হবে। পূজোর সময়ে তুমি এসেছিলে লাঠি খেলা দেখাতে। আমাকে এক হাতে ধ'রে কাঁধে বসিয়ে আর এক হাতে খুব লম্বা একটা লাঠি নিয়ে দৌড়ে গিয়ে লাঠির ভরে তুমি একটা উঁচু বেড়া ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিলে। সে কথা তোমার মনে পড়ে?"

উৎফুল্ল মুখে দুর্যোধন বললে, "মনে পড়ে বই কি দিদিরাণী! খুব মনে পড়ে। লাফিয়ে পড়ার পর আপনি খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠেছিলেন।"

"সে কথাও তোমার মনে আছে?"

"থাকবে না দিদিরাণী? অন্য ছেলে হ'লে কেঁদে-ককিয়ে সারা হ'য়ে যেত। আপনার হাসি দেখে সভাশুদ্ধ সকলে একেবারে অবাক! লাঠি খেলা দেখে খুসী হ'য়ে কর্ত্তামশায় আপনার হাত দিয়ে আমাকে একটা আকবরি মোহর বক্‌সিস করেছিলেন।"

সুধীরা বললে, "তা হবে। সে কথা আমার মনে নেই।"

হঠাৎ সুধীরার মনে পড়ল রাখাল ঘটকের কথা। মোক্ষদা নিকটে দাঁড়িয়ে ছিল, সত্বর রাখালকে ডেকে আনবার জন্য তাকে আদেশ করলে। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাখাল এসে পড়ল। তাকে কিছুই বলবার প্রয়োজন হ'ল না, দুর্যোধনকে দেখবা মাত্র তার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ নির্গত হ'ল। সেই শব্দে ভীতি এবং বিস্ময়ের ব্যঞ্জনা।

যৌতুক

মৃদুকণ্ঠে সুধীরা বললে, "দেখলে ত' রাখাল দাদা ?"

দুর্যোধনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই রাখাল বললে, "দেখলাম।"

"কি বুঝলে ?"

"ঠিক বুঝতে পারছিনে। বোধ হয় তোমার কথাই ঠিক।"

রাখালকে নির্দেশ ক'রে সুধীরা বললে, "ইনি আমার দাদা হ'ন দুর্যোধন। কলকাতায় থাকেন, বাঙলা দেশের পল্লীগ্রামের বিশেষ কিছু ধারণা নেই। বিলাতে যখন ছিলেন তখন সে দেশের অনেক বড় বড় পালোয়ান দেখেছেন, আজ তোমাকে দেখলেন।"

দণ্ডবৎ হ'য়ে রাখালকে প্রণাম ক'রে দুর্যোধন বললে, "তেনাদের দেহে দেবতার অংশ আছে দাদাবাবু! আমি তেনাদের কাছে কোন্ ছার।"

দুর্যোধনের বিনয়-বাক্যের উত্তর দিলে সুধীরা ; ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললে, "না, না দুর্যোধন, কে বললে তুমি ছার ? আমার ত' মনে হয় তুমি তাদের কারুর চেয়েই খাটো নও।"

সুধীরার নিকট হ'তে এই উচ্চ প্রশস্তি লাভ ক'রে আনন্দে দুর্যোধনের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। মাথা নত ক'রে সুধীরাকে প্রণাম ক'রে সে বললে, "এ আপনার আশীর্বাদ দিদিরাণী!"

মৃদু হাস্যের দ্বারা সে কথার শেষ ক'রে সুধীরা বললে, "বাবার মুখে শুনেছি তোমরা যখন শত্রু-পক্ষকে তাড়া কর তখন মুখে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ কর। কি যেন তার একটা নাম আছে—"

সহাস্য মুখে দুর্যোধন বললে, "আছে। আমরা তাকে তাড়ান ডাক বলি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাড়ান ডাকই বটে। দাদাবাবু এই প্রথম পলতাডাঙ্গায় এসেছেন, ওঁর খাতিরে একবার ওঁকে তোমাদের তাড়ান ডাকটা শোনালে হয় না দুর্যোধন ?—কিন্তু শুধু তুমি একা।"

"যে আজ্ঞে দিদিরাণী !" ব'লে দুর্যোধন একমুহূর্ত শ্বাস টেনে যেন একবার দম নিয়ে নিলে, তারপর 'হালা-লালা-লালা' ক'রে এমন একটা বিকট বীভৎস ডাক ছাড়লে যে বহু দূরে পর্যন্ত কুকুরগুলো আতঙ্কে ঘেউ ঘেউ ক'রে চিৎকার ক'রে উঠল, আর নিকটে একটা আম গাছে কয়েকটা কাক ব'সে ছিল, ভয়ার্ত রবে কা-কা করতে করতে উড়ে পালাল।

কাতর নেত্রে সুধীরার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে রাখাল বললে, "দোহাই সুধীরা ! একদিনে দুবার খাতির আমার মতো দুর্বল প্রকৃতির লোকের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। আবার পিলে চমকালো !"

রাখালের খেদোক্তিতে একটা মৃদু হাস্যধ্বনি উত্থিত হ'ল।

মন্দাকিনী এতক্ষণ নিঃশব্দ সহকারে দুর্যোধনের সহিত সুধীরার সপ্রতিভ এবং মর্যাদাব্যঞ্জক কথোপকথন শ্রবণ করছিলেন; রাখালের কথায় কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "দুবার খাতির কেমন ক'রে হ'ল রাখাল ?—একবারই ত এখন হ'ল।"

রাখাল বললে, "না পিসিমা, এখন হ'ল দু নম্বর, একনম্বর শত্রুশিবিরে হয়েছে, সে কথা পরে বলব অখন।" তারপর দুর্যোধনের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "এ তোমার তাড়ন ডাক নয় যুধিষ্ঠির, এ তোমার—"

রাখালের কথা শেষ হবার পূর্বেই একটা উচ্চ হাস্য উত্থিত হ'ল। সকৌতূহলে রাখাল জিজ্ঞাসা করলে, "কি ? কি হ'ল ? হাসলে কেন তোমরা ?"

অপ্রতিভ মুখে দুর্যোধন বললে, "আজ্ঞে আমার নাম যুধিষ্ঠির নয়. দুর্যোধন। যুধিষ্ঠির আমার ভাই বটে।"

মৃদুস্মিত মুখে রাখাল বললে, "I am sorry! কিন্তু difficulty কি হ'ল জান? মহাভারতেও যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের ভাই। এখন তোমার নাম বলতে গিয়ে যদি তোমার ভায়ের নাম মুখে এসে পড়ে তা হ'লে যুধিষ্ঠির বলতে গিয়ে মহাভারতের সঙ্গে মিলিয়ে ভুলে তোমাকে দুর্যোধন ব'লে ফেলাও অসম্ভব নয়।"

পুনরায় একটা উচ্চ হাস্য উত্থিত হ'ল। সুধীরা বললে, "তা হ'লে ভুলটাই কিন্তু ঠিক হবে, কারণ ওর নাম দুর্যোধনই; যুধিষ্ঠির ওর ভাইয়ের নাম।"

মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বিমূঢ় ভাবে রাখাল বললে, "নাঃ, এ দেখছি একটা hopeless muddle হ'য়ে উঠল! যুধিষ্ঠির-দুর্যোধন, দুর্যোধন-যুধিষ্ঠির। অর্থাৎ, কে কোনটা, অথবা কে কোন্‌টা নয়!" তারপর হঠাৎ উৎফুল্ল মুখে ব'লে উঠল, "নাঃ—হয়েছে। এবার একেবারে স্থির ক'রে নিচ্ছি,—once for all!" দুর্যোধনের দিকে তাকিয়ে বললে "দুর্যোধন, তোমার নাম দুর্যোধন ত?"

আশ্বস্ত হ'য়ে ব্যগ্রোৎফুল্ল মুখে দুর্যোধন বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ দাদাবাবু, আমার নাম দুর্যোধন।"

রাখাল বললে, "বেশ কথা। অর্থাৎ কি-না, তুমি ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে দুর্যোধন। কেমন ঠিক ত?"

যেটুকু আনন্দ দুর্যোধনের মুখে দেখা দিয়েছিল, মুহূর্তের মধ্যে তা' অন্তর্হিত হ'ল। বিরস মুখে মাথা নেড়ে বললে, "আজ্ঞে না দাদাবাবু, আমি নিতাই মণ্ডলের ছেলে দুর্যোধন!"

আবার একটা হাস্যধ্বনি উত্থিত হ'ল।

বিহ্বল ভাবে বিকৃত মুখে রাখাল বললে, "আহা হা! সে কথা বলছিনে, কি গেরো! পলতাডাঙ্গার কথা বলছিনে ; সেই মহাভারতেরই কথা বলছি। যাত্রা, যাত্রা,—যাত্রা শোনো নি? যাত্রার কথা বলছি। যাত্রায় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে দুর্যোধনকে লড়াই করতে দেখনি?"

উপর্যুপরি এতগুলি প্রশ্নের তাড়নায় নিজেকে যৎপরোনাস্তি বিপন্ন মনে ক'রে যুক্তকরে দুর্যোধন বললে, "আজ্ঞে দাদাবাবু, দেখেছি কি দেখিনি তা আমার মনে নেই। তা ছাড়া, অন্ধের কথা যদি কইলেন ত' এক যদু মাইতি ছাড়া সারা করিমগঞ্জের তল্লাটে আর কেউ অন্ধ নেই। আর যদু মাইতির ছেলে দুর্যোধন নয়,—নিতাই মণ্ডলের ছেলে দুর্যোধন বটে।"

দুর্যোধনের দলে পীতাম্বর ঘোষ নামে এক ব্যক্তি ছিল। জাতিতে সে গোয়ালা এবং বয়সে দুর্যোধনের চেয়ে দু-চার বৎসরের বড়ই হবে। রাখাল ঘটক এবং দুর্যোধন মণ্ডলের মধ্যে এই ক্রমবর্ধমান জটিলতা তার বরদাস্ত হ'ল না। সে তেড়েফুঁড়ে, দুচারজনকে ঠেলেঠুলে, এগিয়ে এসে বললে. "আরে সর্দার, তুই আবার মাইতি ক'য়ে আরো গোল পাকাতে লাগছিস্ কেন বল দেখি? দাদাবাবু ত' ঠিকই কইচে।"

পীতাম্বর ঘোষের প্রতি ভ্রূকুটি ক'রে দুর্যোধন বললে, "কি ঠিক কইচে?"

"তুই দুর্যোধন মণ্ডল না?"

"হাঁ, আমি ত' দুর্যোধন মণ্ডল।"

"আর তোর বাপ নিতাই মণ্ডল না?"

"হাঁ, নিতাই মণ্ডল ত বটে।"

"তবে ?"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে পীতাম্বরের দিকে তাকিয়ে থেকে বেগের সহিত দুর্যোধন বললে, "তবে কি ! আর ধেরতোরাষ্টো কইছে যে ?"

এ কথাটা পীতাম্বরের মনে পড়েনি। নিজের এই হিসাবে ভুলের ত্রুটির জন্য অপ্রতিভতার নিঃশব্দ স্তিমিত হাস্যে তার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল। রাখালের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে করজোড়ে সে বললে, "হাঁ দাদাবাবু, এই ধেরতোরাষ্টোটি কে বটে বুঝাঁয়ে বলেন।"

দুর্যোধনও পীতাম্বরের প্রার্থনার সহিত নিজের নির্বাক প্রার্থনা মিলিত ক'রে রাখাল ঘটকের প্রতি সানুনয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

রাখাল কি বলতে যাচ্ছিল,—তাকে বাধা দিয়ে সুধীরা নিম্নকণ্ঠে বললে, "প্রহসন ত যথেষ্ট হ'ল রাখালদা, এবার একটু কাজের কথা হোক।" তারপর দুর্যোধন ও পীতাম্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "শোনো তোমরা, আমি বুঝিয়ে বলছি। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন দুঃশাসনের বাপ। আর দুঃশাসন ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে। কেমন, এবার বুঝলে ত' ?"

দুর্যোধন এবং পীতাম্বরের উদ্বেগপীড়িত মুখ নিমেষের মধ্যে প্রশান্ত হ'য়ে উঠ্ল। সুধীরার কথার দ্বারা যেন সকল সমস্যারই নিরসন হ'ল সেইভাবে উভয়ে তৎপরতার সহিত ঘাড় নেড়ে জানালে যে তারা বুঝেছে।

রাখাল ঘটককে নির্দেশ ক'রে পীতাম্বর যুক্তকরে বললে, "এই কথাটি যদি দাদাবাবু, আগে আপনি ফাঁস করতেন ত হ'লে এত ঝামেলা হ'ত না।" ব'লে নিঃশব্দে হেসে রাখালের দিকে তাকিয়ে রইল।

পীতাম্বরের ভঙ্গী দেখে এবং কথা শুনে রাখাল হেসে ফেল্‌লে। বললে

"ভুল হ'য়ে গিয়েছে বাপু! ও কথা বললে যে, তোমরা দুজনে শীঘ্র জলের মত বুঝে যাবে তা আগে বুঝতে পারিনি। কিন্তু কি বুঝলে তোমরা তা একবার বল দেখি শুনি?"

একান্ত দ্বিধাহীনতার সহিত অসংশয়িত কণ্ঠে পীতাম্বর বললে, "ওই যা দিদিরাণী কইলেন, তাই।"

রাখাল বললে, "বুঝেছি। আর, দিদিরাণী কি কইলেন শুনি? —তোমরা যা বুঝলে, তাই?"

রাখালের প্রশ্নের প্রথম অংশ শুনে পীতাম্বরের ললাটে চিন্তার ক্ষীণ রেখা দেখা দিয়েছিল, শেষ অংশ শ্রবণ মাত্র কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তা অন্তর্হিত হ'ল। প্রসন্ন নিশ্চিন্ত মুখে সে বললে, "হাঁ!"—একথা বলতে তার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ অথবা চক্ষুলজ্জা বোধ হ'ল না।

ইত্যবসরে সুধীরার আদেশে মোক্ষদা ঝি প্রভৃতি সকলেই সে স্থান পরিত্যাগ করেছে,—থাকবার মধ্যে আছে সদলে দুর্যোধন, রাখাল, কানাই হালদার এবং মন্দাকিনী।

সুধীরা বললে, "দুর্যোধন!"

কয়েকপদ অগ্রসর হ'য়ে এসে যুক্তকরে দুর্যোধন বললে, "দিদিরাণী?"

"পিসিমা কেন তোমাকে ডাকিয়েছেন, তাঁর মুখে সব শুনেছ ত?"

"শুনেছি দিদিরাণী।"

"কলকাতা থেকে ওরা একজন খুব দুর্দান্ত মুসলমান গুণ্ডা আনিয়েছে। এখানকার কয়েকজন লেঠেলকে সে তালিম দিচ্ছে। তা ছাড়া শোনা যাচ্ছে, কুমারগঞ্জের রঘুনাথ রায়ের এলাকার বিশ পঁচিশ জন লেঠেল ওদের দিকে যোগ দিতে পারে। তা দেয় দিক্, ওরা যা

পারে তা' ত করবেই, তাতে আমাদের বলবার কি আছে। কিন্তু আমাদের কি হবে দুর্যোধন? আমাদের নিজেদের জমিতে আমরা পাঁচিল তুলতে পারবো না, পাশের বাড়ীর একজন প্রজা তা ভেঙ্গে ফেলে দেবে? পলতাডাঙ্গার জমিদার বংশের মুখে এমনি ক'রে চুণকালি পড়বে? আর এই অপমানটা আমাদের সহ্য করতে হবে তুমি, দুর্যোধন মণ্ডল, বেঁচে থাকতে?"

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে দৃপ্ত স্বরে দুর্যোধন বললে, "কিছুতে না দিদিরাণী! কিছুতে না। এই পলতাডাঙ্গার দরবারের ভাত কাপড়ে আমাদের সাতপুরুষ মানুষ হয়েছে। তোমার পাঁচিলের একটা ইটের যদি ওদের হাত দিতে দিই তা হ'লে আমাদের সাতপুরুষকেই নেমখারাম ব'লে গাল দিয়ো!"

কিছুক্ষণ পূর্বে যে দুর্যোধনকে দেখা গিয়েছিল এ দুর্যোধন যেন আর সে পদার্থই নয়। এর মূর্তি তা নয়, এর বুদ্ধি তা নয়, এর ভাষা তা নয়, এর কোন-কিছুই তা নয়। লাঠি আর দাঙ্গা নিয়ে দুর্যোধনের যে জীবন, সে জীবনে সে এক সম্পূর্ণ পৃথক মানুষ। সাধারণ জীবনের সঙ্গে তার সে জীবনের কোনো মিলই যেন খুঁজে পাওয়া যায় না।

দুর্যোধনের কথায় খুসী হ'য়ে সুধীরা বললে, 'এ তুমি পারবে তা আমি জানি দুর্যোধন। কিন্তু এ কথাও জান ত, ও পক্ষ হচ্ছে হাকিমের পক্ষ?"

দুর্যোধনের মুখে মৃদুহাস্য দেখা দিলে; অদূরে দণ্ডায়মান কানাই হালদারকে দেখিয়ে বললে, "সে কথা জানেন তোমার হালদার মশাই দিদিরাণী, তার ব্যবস্থা তিনি করবেন। আমি জানি দাঙ্গা, আর আমার এই লাঠি।" ব'লে চিৎকার ক'রে উঠল, "ভাই সকল!"

দুর্যোধনের দলের সকল লোক একযোগে সাড়া দিলে, "হুকুম!"

"জান্ কবুল?"

"জান্ কবুল!"

নিজের দলকে সম্বোধন ক'রে দুর্যোধন বললে, "হাকিমকে ভয় কোরো না ভাই সকল। জেলে গেলে তোমাদের ছেলে-পিলেদের সুখ বাড়বে, পয়সা কামানো বন্ধ হ'লেও তারা এখনকার চেয়ে ভাল খাবে ভাল পরবে—এ দরবারের এই নিয়ম, তা মনে রেখো।"

সুধীরা বললে, 'মারামারি আমি চাইনে দুর্যোধন। আমি চাই আমার পাঁচিল গাঁথা। বিনা মারামারিতে, শুধু ভয় দেখিয়ে চোখ রাঙিয়ে যদি কার্যোদ্ধার হয় তা হ'লে তোমাদের পুরস্কার বাড়বে বই কমবে না। ওরা যদি দাঙ্গা করে তা হ'লেই তোমরা দাঙ্গা কোরো; নচেৎ নয়। আর, কিছুতেই প্রাণে কাউকে মেরোনা, অথবা গুরুতর চোট দিওনা। পাঁচিল গাঁথার কাছে ওদের ভিড়তে না দিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে।"

উত্তেজনার মুখে দুর্যোধন সুধীরাকে "তুমি' বলতে আরম্ভ করেছিল, পুনরায় 'আপনি' আরম্ভ করলে; বললে, "যেমন আদেশ করবেন দিদিরাণী, তেমনই ঠিক হবে। কিন্তু শুনছি ও পক্ষের হাকিমবাবুর ছেলে নিজে লাঠি ধরবে,—তার কি ব্যবস্থা করব বলুন? বলেন ত' ছোকরাকে পিঠ মোড়া ক'রে ধ'রে নিয়ে এসে আপনার পায়ের তলায় ফেলে দিই।"

মাথা নেড়ে সুধীরা বললে, "না, তা কোরো না।"

"তবে না-হয় লাঠির চোটে একখানা হাত কি একটা পা ভেঙ্গে দিলেই হবে।"

দুর্যোধনের প্রস্তাব শুনে সুধীরার মুখমণ্ডলে যেন একটা ছায়া দেখা গেল ; বললে, "না, না, ও-সবও কোরো না।"

বিমূঢ় দুর্যোধন বিস্মিতকণ্ঠে বললে, "কিন্তু সে যদি লাঠি চালাতে থাকে তা হ'লে আমাদেরও ত' একটা যা হয় কিছু করতে হবে দিদিরাণী ?"

বীরেনের সম্পর্কে সুধীরার মনে দ্বন্দ্ব উপলব্ধি ক'রে মন্দাকিনী মনে মনে পুলকিত বোধ করেছিলেন, এবার তিনি কথা কইলেন ; বললেন, "তাকে জখম না ক'রে তোমরা দু তিন জনে মিলে তার হাতের লাঠিটা কেড়ে নিতে পারবে না দুর্যোধন ?"

দুর্যোধন বললে, "একটা ইস্কুলে পড়া ছোকরার হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিতে দু তিন জনের দরকার হবে না পিসিমা, একজনার দ্বারাই তা' হতে পারবে।"

সুধীরার ইচ্ছা হ'ল বলে, ইস্কুলে-পড়া ছেলেকে যত সহজ মনে করছ ঠিক তত সহজ কিন্তু সে নয়। কিন্তু সে কথা না ব'লে মন্দাকিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "কিন্তু হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিলে তাকে একটু বেশি রকম অপমান করা হবে না কি পিসিমা ?"

মন্দাকিনীর মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিলে। তিনি বললেন, "হয়ত হবে। কিন্তু এ যে একটা কঠিন সমস্যা হ'য়ে উঠল সুধা ! দেহেও তার চোট দিতে মানা করছিস্, মনেও তার চোট দিতে চাচ্ছিস নে,—তবে কি ক'রে তাকে শাস্তি দিতে চাস তা বল্ ?"

এবার কথা কইলে রাখাল ঘটক। ব্যস্ত হ'য়ে কয়েক পদ মন্দাকিনীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললে, "এ রকম অবস্থায় পিসিমা, আমার মতে,

বীরেনের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেলা ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় নেই।”

অপ্রসন্ন নেত্রে রাখাল ঘটকের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সুধীরা বললে, “ছেলেমানুষের মতো কথা বোলো না রাখাল দাদা, উপায় আছে।” তারপর দুর্যোধনকে সম্বোধন করে বললে, “তোমার প্রতি কোনো-রকম নিষেধই রইল না দুর্যোধন, যেমন তুমি বুঝবে তেমনি ব্যবস্থা করবে।”

প্রসন্নমুখে দুর্যোধন বললে, “যে আজ্ঞে দিদিরাণী!”

কানাই হালদারের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সুধীরা বললে, “হালদার মশাই, পিসিমার সঙ্গে কথা ক'য়ে নিয়ে আপনি দুর্যোধনের খরচপত্র যা দেবার দিয়ে দিন। তা ছাড়া, যাবার আগে ওদের বেশ ভাল ক'রে জল খাইয়ে দেবেন।”

কানাই হালদার বললে, “আচ্ছা, তা দেবো।”

মন্দাকিনী বললেন, “খরচপত্র যা দেবার তা তুই-ই ব'লে দেনা সুধা। অনেকদিন পরে তুই এখানে এসেছিস্, তোর হুকুম মতো বকসিস পেলে ওরা খুসীই হবে।”

মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে সুধীরা কানাই হালদারকে বললে, “আজ দুর্যোধনকে দশ টাকা, আর অন্য সকলকে দু'টাকা ক'রে দিন। আর, কাজ শেষ হ'লে দুর্যোধন আরো পঞ্চাশ টাকা, আর তার দলের লোকেরা প্রত্যেকে দশ টাকা ক'রে পাবে। তা ছাড়া, একখানা ক'রে ধুতি। তারপর কারো যদি বেশি রকম চোট্ জখম লাগে, তার ব্যবস্থা আমরা স্বতন্ত্র করব।”

যৌতুক

সুধীরার আদেশ শুনে দুর্যোধনেরা সদলে উল্লাসের সহিত চীৎকার ক'রে উঠল।

সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "তোমরা খুসী হয়েছ দুর্যোধন ?"

দুর্যোধন বললে, "খুব খুসী হয়েছি দিদিরাণী !"

"কবে পাঁচিল গাঁথা, তা তোমাদের ঠিক মনে আছে ত ?"

দুর্যোধন বললে, "কাল শুক্রবারের পরের শুক্রবারে।"

সন্তুষ্টমুখে সুধীরা বললে, "ঠিক বলেছ। আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় তোমরা এখানে আসবে। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে এইখানেই রাত্রি কাটাবে। কেমন ?"

"তাই হবে দিদিরাণী।"

মন্দাকিনীকে সুধীরা বললে, "আর ত এদের কিছু বলবার নেই পিসিমা ?"

মন্দাকিনী বললেন, "না, সব কথাই ত হ'ল,—উপস্থিত আর কিছু বলবার নেই।"

তখন সুধীরা দুর্যোধনকে বললে, "আচ্ছা, এবার তা হ'লে তোমরা সদর দেউড়িতে গিয়ে মুখ হাত পা ধুয়ে একটু বিশ্রাম কর। হালদার মশায় এখনি যাচ্ছেন।"

সদলে দুর্যোধনেরা প্রস্থান করলে সুধীরা বললে, "থানা পুলিশের কোনো ব্যবস্থা ওরা করেছে কি-না সে খবর আপনি রাখছেন ত হালদার মশায় ?"

কানাই হালদার বললে, "এ পর্যন্ত কোন কিছু ত' করেনি। করলেই আমরা খবর পাব, সে ব্যবস্থা আমার ঠিক করা আছে।"

সুধীরা বললে, "আজ পর্যন্ত চৌধুরীরা পুলিসকে খবর দিয়ে কোনো দাঙ্গা করেনি; এবারও করবে না। কিন্তু ওরা কিছু করলে বাধ্য হয়ে আমাদের তার প্রতিকার করতে হবে।"

কানাই হালদার বললে, "থানা পুলিশের বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো মা, সে বিষয়ে যা করা দরকার তা আমি করব। শুধু তুমি রঘুনাথ রায়ের কথাটা দিদিমণির সঙ্গে একবার পরামর্শ ক'রে দেখো।" মন্দাকিনীকে কানাই হালদার দিদিমণি ব'লে ডাকে।

কানাই হালদারের কথা শুনে সুধীরা মনে মনে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হ'ল; একটু তীব্র কণ্ঠে বললে, "কি আশ্চর্য! রঘুনাথ রায়ের কথাটা কি আমাদের মধ্যে কিছুতেই শেষ হবে না!"

কানাই হালদার বললে, "যে কথা কর্তামশাই একবার শেষ করেছেন কার সাধ্যি আছে সে কথা আবার তোলে। আমি বলছিলাম, ওকে একেবারে নির্ভরসা না ক'রে এই ক'টা দিন একটু আশায় আশায় রাখলে হয় না?—শুধু এই পাঁচিল গাঁথা পর্যন্ত কয়েকটা দিন।"

সুধীরা বললে, "কিন্তু ওকে আপনারা এত ভয় করছেন কেন?"

কানাই বললে, "ও যেমন পরাক্রান্ত তেমনি দুর্দান্ত। মহেশ করের সাত বিঘে নিষ্কর জমিটা নিয়ে যা কাণ্ড করলে তা যদি জানতে তা হলে আমার কথাটা বুঝতে পারতে। রাতারাতি জমির চেহারা গেল বদলে, আর তিনটে লোক যে কোথায় অদৃশ্য হ'ল তা আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। পুলিশ যখন এল তখন সারা গাঁয়ের লোক আতঙ্কে আধমরা হ'য়ে রয়েছে—একটা লোকও মহেশের সপক্ষে একটা কথা বলতে সাহস করলে না। পুলিশ মহেশ করকে কোমরে

দড়ি বেঁধে নিয়ে গেল। তারপর মকদ্দমায় মহেশের দেড় বৎসর সশ্রম জেল হ'ল। আমার ভয়, রঘুনাথ রায়ের লোক এ গ্রামে যে-রকম শেকড় গেড়ে বসেছে, শেষ পর্যন্ত বীরেন চাটুয্যের দলে ওরা যোগ না দেয়!"

মন্দাকিনী বললেন, "আমার কিন্তু মনে হয় হালদার মশায়, বীরেন কখনো রঘুনাথ রায়ের সাহায্য নেবে না।"

সাগ্রহ কণ্ঠে কানাই বললে,"এ আপনি কি ক'রে বলছেন দিদিমণি?"

মন্দাকিনী বললেন, "যে রকম ক'রেই বলি না কেন, আপনি দেখবেন এ কথা সত্যি হবে।"

কানাই হালদার এবং রাখাল ঘটক প্রস্থান করলে সুধীরা আগ্রহ ভরে মন্দাকিনীকে ঠিক কানাইয়ের প্রশ্নটাই করলে; বললে, "এ তুমি কি ক'রে বলছ পিসিমা? কারো কাছে কিছু শুনেছ?"

স্নিগ্ধকণ্ঠে স্মিতমুখে মন্দাকিনী বল্লেন, "তোর কাছেই ত শুনেছি সুধা।"

বিস্মিত কণ্ঠে সুধীরা বল্লে, "বীরেন বাবুর সেই কথার ওপর নির্ভর ক'রে বল্ছ?"

মন্দাকিনী বল্লেন, "শুধু সেই কথা কেন, বীরেনের সব কথার ওপর নির্ভর ক'রে বলা যায়; বিশেষত তোকে যে কথা সে দিয়েছে তার ওপর নির্ভর করে ত' নিশ্চয়ই বলা যায়।"

মন্দাকিনীর কথা শুনে সুধীরার মুখ ঈষৎ আরক্ত হ'য়ে উঠল। একবার ইচ্ছা হ'ল জিজ্ঞাসা করে, তাকে-দেওয়া কথার এ বিশেষত্ব কেমন করে আসে; কিন্তু সাহস হ'ল না, পাছে সে প্রশ্নের উত্তরে আরো গুরুতর কোনো কথা উত্থিত হয়। বললে, "তবে দুর্যোধনকে আনালে কেন?"

যৌতুক

"কতকগুলো গরীব লোক তোর হাত দিয়ে কিছু টাকা পাবে তাই আনালাম।" ব'লে মন্দাকিনী হেসে উঠলেন।

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা ক'রে সুধীরা বললে, "এবার থেকে আমি নিজে নিজে আর কোনো কিছুই করব না পিসিমা, তুমি যা বলবে শুধু তাই করব।"

মন্দাকিনী ঘাড় নাড়লেন; বললেন, "না তা করিসনে সুধা, তাতে আসল জিনিষে দেরি প'ড়ে যাবে।"

সকৌতূহলে সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "আসল জিনিষ কি পিসিমা?"

প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে মন্দাকিনী যেন পূর্ব কথারই অনুবৃত্তি স্বরূপ বলতে লাগলেন, "নিজে ভুল ভ্রান্তি করিস সে ভাল, তাতে একদিন ঠিক পথের সন্ধান পাবি; কিন্তু পরের বুদ্ধি দিয়ে সব সময়ে সব সমস্যার সমাধান হয় না সুধা।"

এবার সুধীরা অধিকতর বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করলে, "আমার আবার সমস্যা কিসের? আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে।"

মন্দাকিনী বললেন, "তোর সমস্যা শুধু পাঁচিল গাঁথারই নয়, পাঁচিল ভাঙারও।"

"পাঁচিল ভাঙারও? কোন্ পাচিল ভাঙার?" উগ্র বিস্ময়ে সুধীরার দুই চক্ষু কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল।

"মনের পাঁচিল সুধা। আমাদের সকলেরই মনের মধ্যে এমন সব কঠিন পাঁচিল আছে যা তোর ওই ইঁট-সুরকির পাঁচিল—আট-নদিন পরে যা তুই গাঁথতে চলেছিস্—তার চেয়েও অনেক শক্ত।"

ক্ষুব্ধ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সুধীরা বললে, "পিসিমা!"

মন্দাকিনী বল্‌লেন, "কি বলছিস্‌ ?"

"তুমি আমাকে শুভ প্রবৃত্তি দিয়ো।"

সুধীরার কথা শুনে মন্দাকিনীর মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিলে। শান্তকণ্ঠে বল্‌লেন, "ভাগ্যিস্‌ মনে করিয়ে দিলি ! কিন্তু কোন্‌টা শুভ, আর কোন্‌টা অশুভ, তা তুই নিজে চিনতে পারবি ত ? যা, ওপর থেকে তৈরী হ'য়ে আয়, আমিও গা ধুয়ে আসি, চায়ের সময় হ'ল।" ব'লে প্রস্থান করলেন।

চৌদ্দ

একটা সুতীব্র আত্মাবমাননার গ্লানিতে সুধীরার সমস্ত অন্তর ভ'রে উঠ্‌ল। আমি দুর্বল, আমি অক্ষম, আমি অদৃঢ়, এইরূপ একটা আত্মতিরস্কারে সে নিরন্তর নিজেকে ধিক্কৃত করতে লাগল। দুর্যোধন যখন বীরেনের একটা হাত অথবা পা ভেঙ্গে দেবার প্রস্তাব করেছিল তখন সে তাতে আপত্তি করেছিল কোন্ মূঢ়তার বশে ? কেন সে নিজের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাকে চেপে রাখতে পারেনি !

সন্ধ্যার পর রাখালের সহিত সাক্ষাৎ হ'তে সুধীরা বললে, "রাখাল দাদা, তুমি পাঁচিল গাঁথার দিন পর্যন্ত আর চাটুয্যে বাড়ি যেয়ো না।"

রাখাল বললে, "স্বেচ্ছায় যাব না ; কিন্তু যেতে যদি বাধ্য হ'তে হয়, তা হ'লে ?"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সুধীরা বল্‌লে, "বাধ্য হ'তে হয় মানে ?"

"মানে, যদি বলপ্রয়োগ হেতু যেতে বাধ্য হই ?"

বিরক্তিবিরূপ মুখে সুধীরা বললে, "অতটুকুও যদি সামলাবার শক্তি তোমার না থাকে, তা হ'লে চাটুয্যে বাড়ির সামনে দিয়ে এ ক'দিন না হয় চলাফেরা কোরো না।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে রাখাল বললে, "কি সর্বনাশ ! সে তো এখনো

আট-ন দিনের কথা সুধারা ; এই এতদিন তুমি আমার আত্রাই নদীর পথ বন্ধ ক'রে দিতে চাও না-কি ?"

সুধীরার মুখে হাস্যরেখা ফুটে উঠল ; বললে, "আত্রাই নদীর পথ ? না, চা খাওয়ার পথ ?"

সহাস্যমুখে রাখাল ঘটক বললে, "তা যদি বল ত' দুই-ই।"

সুধীরা বললে, "তা হ'লে রাখাল দাদা, দুই জায়গার পথই এ কয়েকদিন বন্ধ থাক।"

রাখাল বললে, "তা না-হয় থাক্ ; কিন্তু সুধীরা, দাঙ্গা হাঙ্গামা না হ'য়ে এ বিবাদ কি কোনো রকমেই মেটবার আশা নেই ?"

সুধীরা বললে "কেন থাকবে না ? নিঃস্বত্ব কবুল হ'য়ে বীরেন বাবু দখল ছেড়ে দিন, তা হ'লে মিটবে।"

সুধীরার কথা শুনে হতাশ ভাবে মাথা নেড়ে রাখাল বল্‌লে, "নাঃ, তা হ'লে দেখছি নিতান্তই সেই অঙ্ক কষা ভিন্ন মিটমাটের অন্য কোনো সম্ভাবনা নেই।"

সকৌতূহলে সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "অঙ্ককষা আবার কি রাখাল দাদা ?"

রাখালের মুখে রহস্য এবং কৌতুকের রুদ্ধ হাসি দেখা দিলে ; বললে, "কি বল দেখি ?"

ভেবে দেখবার কিছুমাত্র চেষ্টা না ক'রে সুধীরা বললে, "বলতে পারলাম না।"

রাখাল বল্‌লে, "আচ্ছা, এততে যদি অত হয়, তা হ'লে ততোতে কত, —এ কোন্ অঙ্ক বল দেখি ?"

একটু চিন্তা ক'রে সুধীরা বললে, "রুল অফ থ্রি।"

খুসী হ'য়ে রাখাল বললে, "Right! বীরেন আশা করে, এই রুল অফ থ্রি'র মধ্য দিয়েই তার প্রার্থনা মঞ্জুর হ'তে পারে।"

একথার উত্তরে সুধীরা কোনো প্রশ্ন করলে না, কিন্তু তার প্রখর দৃষ্টির মধ্যে প্রশ্নের ব্যঞ্জনাই সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠল।

সেই নিঃশব্দ প্রশ্নের উত্তরে রাখাল বললে, "সে বলে, সামান্য একটু দাঁতের কামড়ে যদি টিঞ্চার আয়োডিন আর ব্যাণ্ডেজ হয়, তা হ'লে লাঠির চোটে মাথা ফাটাতে পারলে তার প্রার্থনা মঞ্জুর না হ'য়ে যায় না।"

রাখালের কথা শুনে প্রথমটা সুধীরার মুখমণ্ডলে একটা সূক্ষ্ম ছায়া দেখা দিলে; পরমুহূর্তেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বললে, "ভুল, ভুল! সম্পূর্ণ ভুল! যদি কখনো তোমার বীরেন চাটুয্যের সঙ্গে এ বিষয়ে আবার কথা হয় ত' তাকে বোলো, এ Simple Rule of Three-র ব্যাপার নয়, এ Compound Rule of Three-র ব্যাপার। এতে লাঠির চোটে মাথা ফাটাতে পারলে দেড় বিঘা জমির পরিবর্তে হয়ত তাঁর অদৃষ্টে দেড় মাস হাঁসপাতালে বাসই সার হবে।"

উত্তরে রাখাল একটা কিছু বলবার উপক্রম করতেই তাকে থামিয়ে দিয়ে সুধীরা বলতে লাগল, "দোহাই রাখালদাদা, এ প্রসঙ্গ আর বন্ধ কর! তোমার কোনো চিন্তা নেই, তোমাদের বাক্যবীর বীরেন চাটুয্যে ঘটনার দিনে ঠিক অক্ষত মস্তকেই বর্তমান থাকবেন। এত বেশি, আর এত রকম, যারা কথা কইতে পারে, কার্যকালে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না, এ তুমি ঠিক জেনো। সে যাই হোক, এ কথা সর্বদা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, উপস্থিত বীরেন চাটুয্যে আমাদের

পরম শত্রু, সুতরাং তার সঙ্গে আমরা কোনো সামাজিকতা কোনো আত্মীয়তা করব না। কোনো কিছুই আমরা তার হাত থেকে নোবো না,—এমন কি এক পেয়ালা চা পর্যন্ত নয়। শোনো রাখালদা, তুমি আমাকে কথা দাও, আমি না বললে তুমি আর ও বাড়ির ছায়া মাড়াবে না।"

রাখাল বললে, "আচ্ছা, প্রতিশ্রুত হলাম! কিন্তু –"

রাখালের কথায় বাধা দিয়ে সুধীরা বললে, "আর কিন্তু-টিন্তু নয়, একেবারে ঠিক।"

ঈষৎ ক্ষুব্ধ স্বরে রাখাল বললে, "আচ্ছা, ঠিকই তা হ'লে হ'ল। এখন আমি চললাম মিত্তিরদের বাড়ি। একটু আগে বিপিন মিত্তির ডাকতে এসেছিল। খাবার সময় হ'লে দয়া ক'রে ডেকে পাঠিয়ো।"

সুধীরা বললে, "পাঠাব।"

গেটের নিকট উপস্থিত হ'য়ে রাখালের মনে হ'ল কে একজন স্ত্রীলোক যেন অলক্ষিতে পাশ কাটিয়ে জমিদার গৃহে প্রবেশ করতে চায়। কৃষ্ণা পঞ্চমী ; চন্দ্র উদিত হ'তে তখনো অনেক বিলম্ব। চতুর্দিক তমসাবৃত। গেটের মাথায় ধুম-মলিন চিমনির ভিতরে কেরোসিনের একটি বাতি কোনো প্রকারে মাত্র স্বীয় অনুজ্জ্বল অস্তিত্বটুকুর প্রমাণ দিয়ে রেখেছে ; নীচেকার পুঞ্জীভূত অন্ধকারের প্রতি তার কিছুমাত্র বৈরাচরণের পরিচয় নেই।

"কে ?" ব'লে পকেট থেকে টর্চ বার ক'রে মুখে ফেলতেই রাখাল দেখলে প্রভাময়ী। একটু স'রে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়িয়ে বললে, "I see, মিস্ প্রভাময়ী ব্যানার্জি! এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ ?"

যৌতুক

হাত দিয়ে চক্ষু হ'তে টর্চের আলো নিবারিত ক'রে প্রভাময়ী বললে, "জমিদার বাড়ি। উঃ! পথ ছাড়ুন।"

রাখাল বললে, "ছাড়চি। তার আগে তুমি বল, কেন জমিদার বাড়ি যাচ্ছ।"

"সুধীরা দিদির সঙ্গে দেখা করতে।"

"কি দরকার ?"

"তা বলব না! উঃ! টর্চ বন্ধ করুন।"

টর্চের আলোক রেখা একটু নিচের দিকে নামিয়ে রাখাল বললে, "তুমি জমিদার বাড়িও যাও, চাটুয্যে বাড়িও যাও। এ পক্ষের কথা ও পক্ষকে বল, আবার ও পক্ষের কথা এ পক্ষকে বল। তুমি কোন্ পক্ষের লোক বল ত ?"

"আমি দু পক্ষেরই লোক।"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে রাখাল বললে, "দেখ, আমিও বোধহয় দু পক্ষেরই লোক।"

রাখালের কথা শুনে প্রভাময়ী খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠে বললে, "একদিন চন্দ্রপুলি খেয়েই দু পক্ষের লোক হয়েছেন, তা হ'লে আর একদিন খেলে ত' এ পক্ষকে ছেড়ে একেবারে ও পক্ষের হ'য়ে যাবেন!"

"তুমি ভারি দুষ্টু!"

"এত বড় মেয়েকে দুষ্টু বলতে আপনার মুখে বাধে না ?"

"আচ্ছা, তা হ'লে তুমি ভারি লক্ষ্মী! কেমন ?—এবার হ'ল ত ?"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে পাশ কাটাবার নিষ্ফল চেষ্টা ক'রে

প্রভাময়ী বললে, "নিন্, পথ ছাড়ুন। টর্চ নেভান। আচ্ছা, লোকে দেখলে কি ভাববে বলুন ত ?"

টর্চের আলোটা একেবারে ভূমিতলে ফেলে রাখাল বললে, "লোকে দেখলে ভাববে, মাথা-ফাটাফাটি না হ'য়ে বিবাদটা যাতে মেটানো যায় সেই উদ্দেশ্যে এরা একটা Confederacy তৈরী করছে।"

"সে আবার কি জিনিষ ?"

সবিস্ময়ে রাখাল বললে, "Confederacy। Confederacy কা'কে বলে জান না ? এই Confederacy, অর্থাৎ কি-না তোমরা যাকে বল—কি যেন ভাল ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে—সংসদ।"

প্রভাময়ী বললে, "সংসদের সঙ কে ? আপনি ?"

রাখাল বললে, "হ্যাঁ, আমি সঙ, আর তুমি সঙ্গিনী!" ব'লে পুনরায় টর্চের আলোটা প্রভাময়ীর মুখের উপর নিক্ষেপ করলে।

বিরক্তি মিশ্রিত স্বরে প্রভাময়ী বললে, "আবার আপনি আরম্ভ করলেন! আচ্ছা, রইলাম আমি চোখ বুজে, থাকুন আপনি যতক্ষণ পারেন আলো ফেলে!" ব'লে চক্ষু মুদ্রিত করলে।

রাখাল বললে, "না, বেশীক্ষণ থাকতে হবে না। তোমার মুখে একটা কিছু গিয়ে ঠেকলেই চোখ খুলো।"

তাড়াতাড়ি চোখ খুলে সতর্জনে প্রভাময়ী বললে, "ছি-ছি! ভারি অসভ্য ত আপনি!"

রাখাল বললে, "কেন, অসভ্য কেন ? ইয়েই বা ভাবছ কেন তুমি ? ইয়ে না হ'য়েও ত' হ'তে পারে।"

রুষ্টস্বরে প্রভাময়ী বললে, "কিয়ে হ'তে পারে ?"

"কেন, এই টর্চের কাঁচ।"

"টর্চের কাঁচ, কি কিসের কাঁচ একবার দেখাচ্ছি ভাল ক'রে!" ব'লে চাবির রিং টেনে নিয়ে অধরে স্থাপিত ক'রে প্রভাময়ী বললে, "হুইসিল্ বাজাই? করিম বক্সকে টেনে নিয়ে আসি এখানে?"

প্রভাময়ীর প্রস্তাব শুনে রাখাল চকিত হ'য়ে উঠল; সভীতিকণ্ঠে বল্লে, "তোমার রিং-এ হুইসিল্ আছে না-কি?"

সদর্পে প্রভাময়ী বল্লে, "নেই? বাজিয়ে দেখাব না-কি একবার?"

ব্যগ্রকণ্ঠে রাখাল বললে, "না, না, দোহাই তোমার দেখিয়ো না। কোথায় পেলে?"

"বীরুদা দিয়েছে। বলেছে, যতদিন আপনি পলতাডাঙ্গায় থাকবেন, সঙ্গে সঙ্গে রাখতে।"

"কেন?"

"দেখাচ্ছি, কেন।" পুনরায় অধরের নিকট চাবির রিং নিয়ে গিয়ে আদেশের ভঙ্গি সহকারে প্রভাময়ী বল্লে, "টর্চ নেভান।"

তাড়াতাড়ি টর্চ নিভিয়ে রাখাল বল্লে, "এই নেভালাম!"

"পথ ছাড়ুন!"

একটু স'রে দাঁড়িয়ে রাখাল বল্লে, "এই ছাড়লাম্!"

রাখালকে অতিক্রম ক'রে জমিদার বাড়ির দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে প্রভাময়ী বল্লে, "এবার চললাম।"

রাখাল বল্লে, "আচ্ছা, এস!"

রাখালের আয়ত্তের বাইরে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে প্রভাময়ী খিল খিল্ ক'রে হেসে উঠে বল্লে, "এটা কিন্তু হুইসিল্ নয়,—এটা একটা

বড় তালার মোটা চাবি। আজ এইতেই কাজ চলল, কিন্তু কাল বীরুদার কাছ থেকে সত্যি-সত্যিই একটা হুইসিল্ চেয়ে নিতে হবে।” ব’লে দ্রুতপদে অগ্রসর হ’ল।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রাখাল এক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল; তারপর প্রস্থানপরা প্রভাময়ীকে উদ্দেশ ক’রে উচ্চৈঃস্বরে বললে, “দুষ্টু!” পরক্ষণেই ততোধিক উচ্চৈঃস্বরে বললে, “না, না, লক্ষ্মী!” ব’লে ধীরে ধীরে মিত্রদের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করলে।

পনর

পরদিন সকালে চা পানের সময় সুধীরা শুধু এক পেয়ালা চা খেলে ; খাবার একটুও খেলে না।

মন্দাকিনী ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, "সে কি সুধা, খাবার একেবারে খেলিনে যে ?"

সুধীরা বললে, "ক্ষিদে একেবারে নেই পিসিমা। তা ছাড়া পেটটা কেমন ভার হ'য়ে রয়েছে, একটু ব্যথাও করছে।"

মন্দাকিনী বললেন, "ওমা, এত অসুখ করেছে ! তা হ'লে চা-ই বা খেলি কেন ?"

মৃদু হেসে সুধীরা বললে, "চায়ে অপকার করবে না—উপকারই করবে।"

কৃত্রিম রোষ সহকারে মন্দাকিনী বললেন, "কি চা-ভক্তই তোরা হয়েছিস ! চা যেন একটা ওষুধ—উপকার করবে ! বিনোদ কবরেজের কাছ থেকে গোটা দুই শূলকালান্তক বড়ি আনিয়ে দিই, এখন একটা খা, আর ঘণ্টা দুই পরে আর একটা খাস্—ক্ষিদেও হবে, ব্যথাও সেরে যাবে।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে সুধীরা বললে, "না পিসিমা, না ! তোমার

কালান্তক বড়ি পেটে গিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাণান্তক হবে! কবিরাজি ওষুধ আমি কোনোদিনই সহ্য করতে পারিনে। মিছে তুমি ভাবছ পিসিমা। এমন কিচ্ছু অসুখ করেনি আমার। ও একটু পরে এমনি-এমনিই ভাল হ'য়ে যাবে।"

একটা কথা মনে প'ড়ে মন্দাকিনী বললেন, "কবরেজি ওষুধ যদি না খাস ত, বীরেনের কাছ থেকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আনিয়ে দিই। ও বেশ ভাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করে।"

বিস্মিতকণ্ঠে সুধীরা বললে, "ও ডাক্তারিও করে নাকি?"

"ডাক্তারি করে না, তবে গরীবগুরবকে বিনা পয়সায় ওষুধ দেয়। কি বলিস? বীরেনের কাছ থেকে দু'দাগ ওষুধ আনিয়ে নোবো?"

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে সুধীরা বললে, "আধ দাগও নয়। ওর কাছ থেকে কোন উপকারই—তা সে যত সামান্যই হ'ক না কেন—এখনও আমরা নিতে পারিনে। এ ত' অসুখই নয়; কলেরা হলেও নিতাম না।"

সুধীরার কথা শুনে মনে মনে শিউরে উঠে তিরস্কারের ভঙ্গিতে মন্দাকিনী বললেন, "ষাট! ষাট! যখন-তখন ক্ষণে-অক্ষণে এমন ক'রে যা-তা কথা বলতে নেই সুধা! আচ্ছা, যা ওপরে গিয়ে একটু চুপ ক'রে শুয়ে থাক্—ভাল হ'য়ে যাবে।"

"তোমার কোনো ভয় নেই পিসিমা, অন্তত এবার ক্ষণে-অক্ষণে ফলবার কোনো সম্ভাবনা নেই।" বলে হাসতে হাসতে সুধীরা প্রস্থান করলে।

যৌতুক

অল্পক্ষণের মধ্যেই তার শরীরটা সুস্থ হয়ে গেল। মনটাও একটু খুশি হবার একটা কারণ উপস্থিত হ'ল। কানাই হালদার এসে সংবাদ দিয়ে গেল, সে বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছে যে, রঘুনাথ রায়ের লোক ঘন ঘন বীরেন চাটুয্যের সহিত দেখা করছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বীরেন চাটুয্যে কতকটা কটুবাক্য ব'লেই তাদের ভাগিয়ে দিয়েছে। সে রঘুনাথ রায়ের কাছ থেকে কোন প্রকার সাহায্য গ্রহণ করবে না তা এক রকম নিশ্চিত ব'লে গ্রহণ করা যেতে পারে।

এই সংবাদে সুধীরা খুশি হ'ল বীরেন চাটুয্যের পক্ষের শক্তি বৃদ্ধি হ'তে পারলে না ব'লে ততটা নয়, যতটা রঘুনাথ রায়ের সাহায্য গ্রহণ করবে না ব'লে বীরেন তাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতি অটুট রইল ব'লে। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হওয়ার মধ্যে খুশির উৎস কোথায় লুকায়িত আছে তার অনুসন্ধিৎসা সারাদিন তার মনকে অধিকার ক'রে রইল। তা ছাড়া, রঘুনাথের নিকট হ'তে তার বিরুদ্ধে সাহায্য গ্রহণ করতে বীরেনের প্রবল আপত্তি এমন এক রহস্য, যার সমাধানের চেষ্টার মধ্যে একটা সুমিষ্ট আনন্দ-রসের সন্ধান নিরন্তর জাগ্রত হ'য়ে রইল।

বৈকালে কিন্তু বীরেনকে বকুলতলায় ব'সে থাকতে দেখে মনটা আবার তিক্ত হ'য়ে গেল। বীরেনের এই ভঙ্গিটা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। মনে হয়, এই দর্পিত আচরণই তার স্বরূপের যথার্থ পরিচয়,—বাকি যা-কিছু সমস্তই স্বার্থান্বেষী কৌশলীর চতুর অভিনয়! সারাদিন মনের মধ্যে যে দু-একটি সমুজ্জল মনোবৃত্তি প্রভা বিকীরণ ক'রে বর্তমান ছিল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথায় তা অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

চা-পানের পর বস্ত্র পরিবর্তিত ক'রে সুধীরা নীচে উপস্থিত হ'ল। তার পদদ্বয়ে শু-জুতা লক্ষ্য ক'রে মন্দাকিনী বললেন, "কি রে সুধা, বাইরে বেড়াতে যাচ্ছিস নাকি?"

সুধীরা বললে, "হ্যাঁ পিসিমা। খোলা জায়গায় একটু ঘুরে এলে শরীরটা হয়ত একটু হাল্কা হবে।"

"তা বেশ ত,'—একটু ঘুরে আয় না। কিন্তু সঙ্গে যাচ্ছে কে?"

"জীবন সিং।"

"শুধু জীবন সিং? কেন, রাখালকেও সঙ্গে নে না?"

ব্যস্ত হ'য়ে সুধীরা বললে, "রক্ষে কর পিসিমা, তা হ'লে বাক্যের চোটে বেড়ানোর সমস্ত সুখটাই নষ্ট হ'য়ে যাবে।"

"আচ্ছা, তা হ'লে যা, কিন্তু সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসিস্।"

"তা আসব।" ব'লে সুধীরা প্রস্থান করলে। পথে পদার্পণ করেই মনে হ'ল একটা আশঙ্কার কথা আছে—বীরেনের সহিত দৈবাৎ দেখা হ'য়ে যেতেও পারে। একবার ফিরে যেতে ইচ্ছা হ'ল, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলে দেখা হ'লেই বা এমন কি ভয়ের কারণ আছে—সকলেই ত আর রাখাল ঘটক নয়।

"জীবন সিং!"

"দিদিরাণী?"

"মহেশপুরের মাঠের দিকে চল।"

"চলুন দিদিরাণী।"

ঠিক সেই সময়ে বকুলতলা থেকে উঠে এসে বারান্দায় ব'সে বীরেন পুলকিত চিত্তে প্রভাময়ীর মুখে গত রাত্রের কাহিনী সবিস্তারে শুনছিল।

কাহিনী শেষ হ'লে সহাস্তমুখে সে বললে, "তা হ'লে একটা হুইসিল নিয়ে রাখবে না-কি প্রভা ?"

প্রভাময়ী বললে, "রামচন্দ্রঃ ! ওকে ভয় দেখিয়েছি ব'লে সত্যি-সত্যিই নিতে হবে না কি ? সাধ্যি কি ওর আমার ওপর কোনো অন্যায় ব্যবহার করে ।"

বীরেন বললে, "তা ছাড়া, লোকটা ঠিক তত খারাপই নয়, প্রথম-প্রথম যতটা মনে হয়েছিল।"

প্রভাময়ী বললে, "তা ছাড়া, প্রথম দিনই তোমার হাতে রীতিমত শিক্ষা পেয়ে হয়ত' অনেকটা শুধরেও গেছে ।"

বীরেন বললে, "তা ছাড়া, তোমার হাতে পড়লে ও যে বেশ খানিকটা শিক্ষা পাবে না, সে ভরসাও ওর নেই ."

প্রভাময়ী বললে, "তা ছাড়া,—তোমাকে ত' এখন ও রীতিমত ভালবাসতেই আরম্ভ করেছে ।"

বীরেন বললে, "তা ছাড়া, আর একজনকেও হয়ত' ও যা করতে আরম্ভ করেছে তা বললে তুমি রেগে যেতে পারো । অতএব 'তা ছাড়া' ছেড়ে দিয়ে এইবার একটু চা খাওয়াবার ব্যবস্থা দেখ। চায়ের জন্যে প্রাণটা একেবারে চা-চা করছে ।"

কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে প্রভাময়ীকে ভোলাবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও কিন্তু প্রভাময়ীর রাগ নিবারণ করা গেল না। ক্রুদ্ধ-স্বরে সে বললে, "ছি ছি, বীরুদা, তোমার মুখে কিছুই আটকায় না দেখছি !"

মুখ-চক্ষের ভাব গভীর ক'রে নিয়ে বীরেন বললে, "কেন ? আটকায় না কেন ? আটকালো ত। বললাম, 'হয়ত যা করতে আরম্ভ করেছে' ।

না আটকালে যা বলতাম তা শুনলে বুঝতে পারতে আটকেছে কি-না। বলব, শুনবে ?"

দৃপ্তকণ্ঠে প্রভাময়ী বললে, "না, খবরদার বোলোনা! বলবার দরকার নেই!"

"আন্দাজেই বুঝেছ ?"

"জানিনে।" ব'লে সরোষভঙ্গী সহকারে প্রভাময়ী চা করবার জন্যে প্রস্থান করলে।

চা খেতে খেতে কথায় কথায় আবার সেই কথাটাই উঠল। বীরেন বললে, "কিন্তু তাতে তুমি রাগ করছ কেন প্রভা? কেউ যদি মনে মনে তোমাকে কিছু করে, তা'তে তোমার কি দোষ তা বল ?"

ব্যঙ্গপূর্ণ কণ্ঠে প্রভাময়ী বললে, "ওঃ! আসল কথা না ব'লে আবার 'করে' বলা হচ্ছে! কত সভ্যতা!"

বীরেন বললে, "বেশ ত, তোমার যদি আপত্তি না থাকে ত' সেই চার-অক্ষরের আসল কথাটাই না হয় বলি।"

"চললাম আমি তাহ'লে এখান থেকে।" ব'লে রুষ্টমুখে প্রভাময়ী দাঁড়িয়ে উঠে প্রস্থানোদ্যত হ'ল।

মিষ্টি বচনে তাকে শান্ত ক'রে বসিয়ে বীরেন বললে, "আচ্ছা, মিছিমিছি তুমি অত রাগ করছ কেন বল ত ?"

উত্তেজিত স্বরে প্রভা বললে, "মিছিমিছি 'কেউ যদি কিছু করে, কেউ যদি কিছু করে', বললে রাগ করব না ?"

বীরেনের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিলে ; বললে, "মিছিমিছি নয় প্রভা, সত্যিসত্যিই। তোমার মত এমন একটি মেয়েকে একজন অবিবাহিত

পুরুষ যদি একবার তুষ্টু, আর একবার লক্ষ্মী বলে তা হ'লে অনুমান করা যেতে পারে যে, সে তোমাকে হয়ত' চার-অক্ষরের কোন ব্যাপার করতেই আরম্ভ করেছে।"

উচ্চকণ্ঠে প্রভা বললে,"তোমাকে চার-অক্ষরের ব্যাপার করুক সুধীরা!"

প্রভাময়ীর কথা শুনে বীরেন হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে, "শাপ দিচ্ছ? কিন্তু করলে ত' বেঁচে যাই প্রভা। করে কই বল? সে ত' লাঠির ঘায়ে আমার মাথা ফাটাবার চেষ্টায় আছে।"

শেষোক্ত কথাকে উপেক্ষা ক'রে তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রভা বললে, "তুমি তাহ'লে সুধীরাকে—তারপর ঠিক কি বলবে ভেবে না পেয়ে ক্ষণকাল নিঃশব্দ থেকে অবশেষে সেই কথারই আশ্রয় গ্রহণ করে বললে—কর?"

দক্ষিণ করের তর্জনীর অগ্রভাগটুকু দেখিয়ে বীরেন বললে, "একটু একটু করি।"

ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে বিস্মিত কণ্ঠে প্রভাময়ী বললে, "কর! আচ্ছা তা'হলে রাখাল ঘটকেতে আর তোমাতে কী তফাৎ রইল বল দেখি?"

মৃদু মৃদু ঘাড় নেড়ে প্রশান্তমুখে বীরেন বললে, "কিছুই রইল না। সেও করে, আমিও করি।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রভাময়ী বললে, "না, সে তা করে না; সে আমাকে অপমান করে!"

বীরেন বললে, "সুধীরাও মনে করে, আমি তা করিনে, আমি তাকে অপমান করি।"

তীক্ষ্ণভাবে বীরেনের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রভাময়ী জিজ্ঞাসা করলে, "এ তোমাকে কে বললে?"

এ প্রশ্নের কিন্তু উত্তর দেওয়ার সময় হ'লনা। সহসা জমিদার বাড়ির

দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'য়ে বীরেন দেখলে গৃহ হ'তে লোকজন পথের দিকে ছুটে চলেছে। একজন ভৃত্য মাথার উপর একটা চেয়ার বহন ক'রে নিয়ে গেল। অকস্মাৎ একটা বিপদ উপস্থিত হ'লে যেমন চাঞ্চল্য দেখা যায়, ঠিক তেমনি চাঞ্চল্য।

খাবারের রেকাব হস্তে অদূরে হরিরাম পাচক আবির্ভূত হয়েছিল, ব্যস্ত হ'য়ে বীরেন তাকে বললে, "বামুন ঠাকুর, শীগগির গিয়ে দেখে এস জমিদার বাড়িতে কিসের অত গোলমাল হচ্ছে।"

রেকাবটা তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর স্থাপিত ক'রে হরিরাম দ্রুতপদে প্রস্থান করলে। ঘটনা-স্থল পর্যন্ত কিন্তু তাকে যেতে হ'ল না, মধ্য পথেই সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বললে, "সর্ব্বনাশ দাদাবাবু! চৌধুরী বাড়ির দিদিরাণীকে গোখরো সাপে কামড়েছে।"

বিদ্যুৎ বেগে চেয়ার পরিত্যাগ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বীরেন বললে, "কাকে? সুধীরাকে?"

"হ্যাঁ দাদাবাবু। রাস্তায় চৌধুরী বাড়ির গেটের একটু দূরে দিদিরাণী পড়ে আছে,—জ্ঞান নেই।"

পকেটে হাত দিয়ে বীরেন দেখে নিলে ছোরাটা তখনো পকেটেই আছে। ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে তাড়াতাড়ি আলমারি খুলে পোটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের শিশিটা বার ক'রে পকেটে ফেললে, টেবিলের উপর ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালিত ক'রে একটা মোটা লাল-নীল পেন্সিল দেখতে পেয়ে তুলে নিলে, তারপর বেরিয়ে এসে প্রবল বেগে টান দিয়ে বারান্দায় টাঙ্গানো শক্ত দড়ির আলনাটা পট্‌পট্ ক'রে দুই প্রান্তে ছিঁড়ে নিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হ'ল।

ঘটনাস্থলে উপনীত হ'য়ে সে দেখলে চতুর্দিক দিয়ে সুধীরাকে জনতা ঘিরে রয়েছে। উচ্চৈঃস্বরে একটা হাঁক দিয়ে উঠল, "কি করছ তোমরা এখানে এমন ক'রে ভীড় ক'রে? হাওয়া ছেড়ে দাও।"

ভৎ‍র্সিত জনতা তাড়াতাড়ি দূরে স'রে গেল।

অদূরে হাত দুয়েক দীর্ঘ একটা মৃত গোখরো সাপ প'ড়ে রয়েছে। লাঠির নির্দেশে জীবন সিং দেখিয়ে দিলে সেই বিষধর কালভুজঙ্গই এই আকস্মিক সর্বনাশের অধিনায়ক।

সুধীরার নিকটে দাঁড়িয়ে মন্দাকিনী চক্ষে অঞ্চল দিয়ে নিঃশব্দে রোদন করছেন। ভীতিবিহ্বল কানাই হালদার ও রাখাল ঘটক দুই বাহু ধ'রে সুধীরাকে চেয়ারে বসাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু তার স্রস্ত শিথিল দেহকে কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারছে না। সুধীরার মস্তক অবনমিত, মুখমণ্ডল ভয়ার্ত বিবর্ণ, দৃষ্টি অবসন্ন অনিমেষ, হস্তদ্বয় শিথিল বিলম্বিত। দেখলে মনে হয় সমস্ত দেহ জুড়ে চৈতন্য স্তিমিত হ'য়ে এসেছে।

ভূমিতলে তাড়াতাড়ি ব'সে প'ড়ে বীরেন জিজ্ঞাসা করলে, "বাঁধন দেওয়া হয়েছে?"

রাখাল বললে, "হ্যাঁ, হয়েছে।"

"কটা?"

"একটা। জীবন সিং তার পৈতে দিয়ে শক্ত ক'রে বেঁধে দিয়েছে।"

"কোন পা?"

"বাঁ পা।"

বাম পদের বস্ত্র সরিয়ে বীরেন দেখলে গোছের একটু উপরে বাঁধন পড়েছে। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ছোরা বার ক'রে আলনার দড়িটা

প্রয়োজন মত কেটে নিয়ে পায়ের ডিমের ঠিক নিম্নে বেশ ভাল ক'রে আর একটা বাঁধন দিয়ে লাল-নীল পেন্সিলের দ্বারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাঁধনটা ক'ষে শক্ত ক'রে বেঁধে দিলে; তারপর দু হাতের উপর সুধীরার বিবশ দেহ টপ্ ক'রে তুলে নিয়ে দ্রুতবেগে ধাবিত হ'ল।

হরিরাম যে-সংবাদ দিয়েছিল তা কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়; সুধীরার চৈতন্য একেবারে বিলুপ্ত হয় নি, তবে গভীর ভাবে আচ্ছন্ন হ'য়ে এসেছিল। এক সময়ে মনে হ'ল সে যেন তার অর্ধনিমীলিত চক্ষের অলস দৃষ্টি দিয়ে একবার বীরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে। বাম হস্তের জোরে মাথাটা একটু তুলে ধ'রে সুধীরার বাম কর্ণের নিকট মুখ নিয়ে গিয়ে বীরেন উচ্চৈঃস্বরে বললে, "মিস্ চৌধুরী! কিছু হয়নি আপনার। শুধু ভয় পেয়েছেন। এক্ষণি আপনাকে সম্পূর্ণ আরাম ক'রে দিচ্ছি।"

উত্তর দেবার ক্ষমতা সুধীরার ছিল না। দক্ষিণ পাশে ঢ'লে প'ড়ে তার মুখখানা বীরেনের দেহের দিকে আরো খানিকটা এগিয়ে এল; —দুর্বলতা বশত,—অথবা নিদারুণ দুঃসময়ে বিপদের বন্ধুর মধ্যে নিবিড়তর আশ্রয়ের সন্ধানে, তা ঠিক বোঝা গেল না।

জমিদার গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে বীরেন একজন ভৃত্যকে অবিলম্বে এক গেলাস পানীয় জল, একঘটি পরিষ্কার জল, সাবান, তোয়ালে ও একটা পরিষ্কার কাঁচের বাটি আন্‌তে আদেশ করলে; তারপর সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে দোতলার বারান্দায় উপস্থিত হ'য়ে ধীরে ধীরে সুধীরাকে একটা ইজিচেয়ারে শুইয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কানাই হালদার, রাখাল ঘটক ও মন্দাকিনী প্রভৃতি এসে পড়লেন।

যৌতুক

কানাই হালদারকে বারান্দার এক প্রান্তে নিয়ে গিয়ে মৃদু কণ্ঠে বীরেন বল্‌লে, "হালদার মশায়, চিকিৎসার কি ব্যবস্থা করেছেন ?"

কানাই হালদার বললে, "একজন সেপাই গ্রাম থেকে রোজা ডাকতে গেছে ; আর একজন সাইকেলে মাধবপুরে গিয়াছে রামরতন ডাক্তারকে নিয়ে আসতে।"

"মাধবপুর ত' এখান থেকে প্রায় চার মাইল পথ।"

"তা হবে বই কি।"

মন্দাকিনী দ্রুতপদে নিকটে এসে ত্রস্তকণ্ঠে বললেন, "বীরেন, দেখবে চল বাবা, সুধা কি রকম হ'য়ে গেছে !"

ত্বরিত-গতিতে সুধীরার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে বীরেন দেখলে সুধীরার মস্তক বাম পার্শ্বে ঈষৎ হেলে পড়েছে, আর চক্ষু প্রায় নিমীলিত হয়ে এসেছে।

সুধীরার উপর ঝুঁকে প'ড়ে উচ্চকণ্ঠে বীরেন ডাক দিলে, "মিস্ চৌধুরী ! আমার দিকে চেয়ে দেখুন। আপনার কোনো ভয় নেই। অনর্থক ভয় পাচ্ছেন।"

সুধীরার দিক থেকে কিছুমাত্র সাড়া পাওয়া গেল না। অত উচ্চ ডাকেও সুধীরাকে নিরুত্তর থাকতে দেখে মন্দাকিনী পুনরায় রোদন করতে আরম্ভ করলেন।

বিরক্তিবিরূপ দৃষ্টিতে মন্দাকিনীকে দূরে স'রে যেতে ইঙ্গিত ক'রে বীরেন সুধীরার দুই স্কন্ধে দুই হাত রেখে সজোরে নাড়া দিয়ে উচ্চতর কণ্ঠে ডাকলে, "সুধীরা ! চেয়ে দেখ ! তোমার কিছু হয়নি। শুধু ভয় পেয়েছ !"

এবার সুধীরার অবনমিত মুখ মুহূর্তের জন্য ঈষৎ উন্নত হ'য়ে পুনরায় নত হ'য়ে গেল। চিবুক ধ'রে সুধীরার মুখ ক্ষণকাল উত্তোলিত ক'রে রেখে বীরেন বললে, "মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন কেন? কিচ্ছু হয়নি আপনার। এক্ষণি আপনাকে ভাল ক'রে দিচ্ছি।"

দুইজন ভৃত্য জল সাবান তোয়ালে ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হ'ল। একজনের হাত থেকে তাড়াতাড়ি জলের গ্লাসটা নিয়ে সুধীরার মুখের কাছে ধ'রে বীরেন বলেন, "একটু জল খাবেন?"

সুধীরা সামান্য একটু জল পান করলে।

তখন সুধীরার সম্মুখে ভূমিতে উপবেশন ক'রে বীরেন দংশিত স্থানটা ভাল ক'রে পরীক্ষা করবার জন্য দুই হাত দিয়ে সুধীরার বাম পদ নিজ ক্রোড়ের দিকে টেনে নিলে। পা'টা তার অধিকার থেকে মুক্ত ক'রে নেবার জন্য সুধীরা চেষ্টা করছে অনুভব ক'রে ঈষৎ তিরস্কারের সুরে বীরেন বললে, "একটু চুপ ক'রে ব'সে থাকুন দেখি। ভাল হ'য়ে গেলে তখন না হয় ক্ষমা-টমা যা চাইবার চেয়ে নেবেন। এখন আমার কাজে বাধা দেবেন না।"

সূর্য অস্তমিত হ'লেও গোধূলির সুস্পষ্ট আলোকে বীরেন দেখতে পেলে ক্ষতস্থানে রক্ত পড়েনি, শুধু ঘন নীল বর্ণের দুইটি ক্ষুদ্র বিন্দু পাশাপাশি অবস্থান করছে। দংশনের রীতি দেখে বীরেন শঙ্কিত হ'ল! টিপ্, ছোবোল, ছড়—এই ত্রিবিধ দংশনের মধ্যে টিপ্ দংশনই সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। বিদ্বেষের বশীভূত হ'য়ে ক্রুদ্ধ বিষধর কর্তৃক মনুষ্যদেহে পুরাদস্তুর ইনজেক্সন ভিন্ন টিপ্ দংশন আর কিছুই নয়।

ক্ষিপ্রগতিতে সাবান-জল দ্বারা ক্ষতস্থান একটু পরিষ্কৃত ক'রে নিয়ে

বীরেন তার ছোরার অগ্রভাগ দিয়ে দংশিত স্থান চার পাঁচ ফালা ক'রে গভীরভাবে চিরে দিলে; তারপর ক্ষতর উপর ওষ্ঠাধর প্রয়োগ ক'রে বিষাক্ত রক্ত চুষে চুষে কাঁচের বাটিতে ফেলতে লাগল।

এই ভয়াবহ প্রক্রিয়ার কথা বোধ করি অনেকেরই জানা ছিলনা। বিস্ময়ে ও আতঙ্কে কয়েকজন অস্ফুট শব্দ ক'রে উঠল; মন্দাকিনী ভয়ে কাঠ হ'য়ে রইলেন; এবং সুধীরা প্রাণপণ শক্তিতে বীরেনের মুষ্টি থেকে নিজের পা মুক্ত ক'রে নেবার জন্তে চেষ্টা করতে লাগল;—চক্ষে তার দুরন্ত উদ্বেগের বিহ্বলতা!

দৃঢ় মুষ্টিতে সুধীরার পা চেপে ধ'রে রেখে ক্ষত হ'তে তার রক্তাক্ত মুখ উত্তোলিত ক'রে ক্রুদ্ধস্বরে বীরেন বললে, "ছেলেমানুষী করবেন না! আমাকে মন দিয়ে আমার কাজ করতে দিন।" ব'লে পুনরায় চুষে চুষে রক্ত বার ক'রে ফেলতে লাগল।

প্রায় মিনিট পাঁচেক ধ'রে নিঃশব্দ সন্ত্রাসের মধ্যে এই ভয়ঙ্কর প্রক্রিয়া চল্‌ল। সমবেত ব্যক্তিবর্গ দুঃসহ উত্তেজনায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইল, এবং শঙ্কাহত সুধীরা তার ভয়চকিত চিত্তের নিরুপায় বেদনার সহিত নির্নিমেষ আতঙ্কে বীরেনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে প'ড়ে রইল। জীবন তার এমনই কি মূল্যবান বস্তু যার জন্য বীরেন নিজের জীবন এমন ক'রে বিপন্ন করছে,—এই তার বেদনা!

রক্ত যখন শেষ হ'য়ে এল এবং স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করলে, তখন বীরেন রক্ত চোষা বন্ধ ক'রে পকেট থেকে পোটাশিয়ম্ পারম্যাঙ্গানেটের শিশি বার করলে। তারপর ক্ষতস্থানে খানিকটা ঔষধ প্রয়োগ ক'রে খুব জোরে রগড়াতে লাগল। মিনিট দুই রগড়ানোর পর ক্রোড় হ'তে

সুধীরার পা তুলে নিয়ে একটা নীচু টুলের উপর স্থাপন ক'রে উঠে দাঁড়াল। তার অধর, ওষ্ঠ, চিবুক তখন রক্তে আপ্লুত। সেই কদর্য ভয়াবহ দৃশ্য দেখে অনেকে শিউরে উঠল; কেউ কেউ চক্ষু ফিরিয়ে নিলে।

একজন ভৃত্যকে বীরেন জিজ্ঞাসা করলে, "ওপরে বাথরুম আছে?"

"আজ্ঞে, আছে। আমার সঙ্গে আসুন।" ব'লে ভৃত্য বীরেনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।

মুখ হাত ধুয়ে এসে বীরেন সেই বিষাক্ত রক্তের বাটিটা তুলে ধ'রে ক্ষণকাল ভাল ক'রে নিরীক্ষণ করলে, তারপর সুধীরার নিকটে গিয়ে সহাস্য মুখে বললে, "মিস্ চৌধুরী, সমস্ত বিষ এই বাটিতে উঠে এসেছে, আপনার দেহে আর একবিন্দুও নেই। এখন আপনি নিরাপদ।" তারপর রাখালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "দেখবে ন-কি রাখালদা?" ব'লে বাটিটা তার হাতে দিলে।

সন্তর্পণে বাটিটা হাতে নিয়ে তাকিয়ে দেখে রাখাল শিউরে উঠল! বল্লে, "By Jove! তুমি না থাকলে সুধীরাকে কিছুতেই বাঁচাতে পারা যেতনা বীরেন, তুমিই তার জীবন দিয়েছ!"

রাখালের কথা শুনে মৃদু মৃদু ঘাড় নেড়ে স্মিত মুখে বীরেন বললে, "না রাখাল দা, তোমার হিসেবে একটু ভুল হচ্ছে; ওপরওয়ালা ভদ্রলোককে যদি এ ব্যাপার থেকে একান্তই বাদ দাও, তাহ'লে বলতে হবে জীবন সিংই মিস্ চৌধুরীর জীবন দিয়েছে। অত তাড়াতাড়ি বাঁধন দিয়ে বিষটাকে সে একেবারে আটকে ফেলেছিল।"

মন্দাকিনী বললেন, "আর যে নিজের জীবনকে অগ্রাহ্য ক'রে চুষে চুষে সেই বিষটাকে বার ক'রে মেয়েটিকে বাঁচালে সে কিছুই করেনি?"

"সে নিশ্চয়ই একটু বাহাদুরী করেছে।" ব'লে বীরেন হাসতে লাগ্‌ল; তারপর সুধীরার সম্মুখে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কথা কইতে ঠিক পারছেন না,—না?"

অল্প ঘাড় নেড়ে সুধীরা জানালে,—না।

"ও শকের (shock) জন্যে হয়েছে, একটু পরেই পারবেন। কিন্তু মোটের ওপর একটু ভাল বোধ করছেন ত?"

সুধীরা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে।

উদ্বিগ্নস্বরে প্রভাময়ী জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু তুমি নিজে কেমন আছ বীরুদা?—তুমি নিজে কেমন বোধ করছ?"

এ প্রশ্ন শুধু প্রভাময়ীরই প্রশ্ন নয়, এ প্রশ্ন সুধীরারও প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তরে বীরেন কি বলে তা শোনবার আগ্রহে সুধীরা উৎকর্ণ হ'য়ে বীরেনের দিকে চেয়ে রইল।

প্রভাময়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে স্মিতমুখে বীরেন বললে, "আমি? আমি ত' একটুও ভাল বোধ করছিনে প্রভা! বুক ধড়ফড় করছে, মুখ শুকিয়ে উঠ্‌ছে, জিভ ভিতর দিকে টানছে। অর্থাৎ, একটু আগে তোমার সুধীরাদিদির যা কিছু উপসর্গ হচ্ছিল, আমার এখন তার সব-কিছুই হচ্ছে।" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

বীরেনের এই প্রাণখোলা উচ্চহাস্যে সকলের মনে নিদারুণ দুশ্চিন্তার দুর্বহ ভারটা একটু যেন লঘু হ'য়ে গেল। এমন কি সুধীরারও অধর-কোণে একটা ক্ষীণ হাস্যরেখা মুহূর্তের জন্য দেখা দিলে।

মন্দাকিনী বল্‌লেন, "ঠাট্টা ক'রেও ও-সব সর্বনেশে কথা বোলো না বাবা! সত্যি ক'রে বল, তুমি কেমন আছ।"

মন্দাকিনীর কথা শুনে বীরেন সহাস্য মুখে বললে, "সাপের বিষ এমন গুরুতর জিনিষ পিসিমা, যে, ভাল না থাকলে তা নিয়ে ঠাট্টা করা চলে না। আমি ভালই আছি। আচ্ছা, আমি তাহ'লে এখন বাড়ি চললাম। ডাক্তার এলে, যদি দরকার হয়, আমাকে খবর দেবেন।"

বীরেনের এ কথায় শুধু মন্দাকিনীই নয়, কানাই হালদার থেকে আরম্ভ ক'রে মোক্ষদা ঝি পর্যন্ত সকলেই বিশেষভাবে আপত্তি করলে। এমন কি, বাক্যহারা রোগিণীর মুখ-চক্ষের মধ্যে যে কাতরতা ফুটে উঠল তার একমাত্র ভাষ্য, বীরেনের গৃহে যাওয়ার বিরুদ্ধে ঐকান্তিক আপত্তি।

রাখাল বল্‌লে, "শুধু সুধীরার জন্যেই নয়, আমাদের জন্যেও তোমার থাকা উচিত। তোমার মুখ চেয়েই আমরা তবু একটু শক্তি পেয়েছি। রাস্তায় সুধীরার দুগাত ধ'রে আমার আর হালদার মশায়ের টানাটানির দুরবস্থা সে ত তুমি নিজ চক্ষে দেখেছ বীরেন ?" তারপর কানাই হালদারের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "বলুন না হালদার মশায়, তখন আপনার হাত পায়ের অবস্থা কেমন হয়েছিল, বলুন না।"

কানাই হালদার বললে, "আজ্ঞে, পেটের মধ্যে সব সেঁদিয়ে গিয়েছিল।"

কানাই হালদারের কৌতুকোদ্দীপক কিন্তু অকপট উত্তরে একটা মৃদু হাস্যধ্বনি উত্থিত হ'ল।

বীরেন বল্‌লে, "আচ্ছা, এরকম অবস্থায় অন্তত তোমার হেফাজতের জন্যে র'য়ে গেলাম রাখাল দাদা। ঐ ইজিচেয়ারটা দেখে মনে হচ্ছে, ওর কোলে দেহটাকে একটু এলিয়ে দিতে পারলে মন্দ হয় না।" ব'লে

যৌতুক

বারান্দার একেবারে অপর প্রান্তে রাখা একটা ইজি-চেয়ারের দিকে অগ্রসর হ'ল।

মন্দাকিনী বললেন, "চেয়ারটা এইখানেই এনে দিক্ না কেন বীরেন ?"

ফিরে তাকিয়ে বীরেন বললে, "না পিসিমা, একান্তে রয়েছে ব'লেই ওটার ওপর বিশেষ একটু লোভ হচ্ছে।" ব'লে সেই চেয়ারে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

একটু পরে বীরেনের নিকট এসে মন্দাকিনী জিজ্ঞাসা করলেন, "বীরেন, সুধাকে একটু দুধ-টুধ কিছু খেতে দোবো ?"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা ক'রে বীরেন বল্লে, "কাজ নেই পিসিমা, আমরা ত' আর ডাক্তার নই, এ সময়ে কি খেতে দেওয়া উচিত অথবা উচিত নয়, তার আমরা কিছুই জানিনে। ডাক্তার না আসা পর্যন্ত কিছুই খেতে দেবেন না। শুধু জল খেতে চাইলে একটু ক'রে জল দেবেন।"

"তোমাকে একটু চা দিই ?"

"না, পিসিমা একটু আগেই চা খেয়েছি।"

"তবে একটু খাবার আর জল ?"

"খাবারও খেয়েছি। এক গ্লাস জল না-হয় পাঠিয়ে দিন।"

"দিচ্ছি।" তারপর এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে মন্দাকিনী বললেন, 'বীরু, তোমাকে যে কি বলব তা আমি একটুও বুঝতে পারছিনে বাবা! আশীর্বাদ করি তুমি শতায়ু হও। তুমি আজ আমার মুখ রেখেছ!"

সবিস্ময়ে মন্দাকিনীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বীরেন বললে, "কেন পিসিমা ?"

"আমার মনের কথা তুমি ত সব জান না বাবা,—ঠিক বুঝতে পারবে না।"

যৌতুক

"কি জানিনে পিসিমা ?"

ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান ক'রে মন্দাকিনী বললেন, "তুমি যদি আমার ছেলে হ'তে বীরেন, তাহলে তোমাকে যেমন ভালবাসতাম, ঠিক তেমনিই তোমাকে ভালবাসি।"

এই একটিমাত্র কথায় দুর্ভাগিনী মন্দাকিনীর অন্তরের সমস্ত বেদনার পরিচয় পেয়ে চেয়ার পরিত্যাগ ক'রে বীরেন দাঁড়িয়ে উঠল ; তারপর নত হ'য়ে মন্দাকিনীর পদধূলি গ্রহণ ক'রে বললে, "পিসিমা, আজ থেকে তুমি আমাকে তোমার ছেলে ব'লেই মনে কোরো।"

বীরেনের মাথায় হাত দিয়ে নিঃশব্দে আশীর্ব্বাদ ক'রে চোখের জল সামলাতে সামলাতে মন্দাকিনী প্রস্থান করলেন।

একটু পরে একজন চাকর এসে বীরেনের দক্ষিণ দিকে একটা ছোট টিপয়ের উপর এক গ্লাস জল রাখলে।

বীরেন তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমাদের দিদিরাণী এখন জেগে আছেন, না ঘুমিয়ে আছেন ?"

ভৃত্য বললে, "আজ্ঞে, জেগে আছেন।"

"চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছেন, না পাশ ফিরে ?"

"আজ্ঞে, চিৎ হ'য়ে।"

"আচ্ছা, যাও।"

ভৃত্য প্রস্থান করলে বীরেন একটু জল খেলে, তারপর হঠাৎ কি মনে হয়ে মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগল,

হে নিরুপমা,
চপলতা যদি ক'রে থাকি কিছু
করিও ক্ষমা।

ষোল

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময়ে রামরতন ডাক্তার তাঁর টমটম গাড়ীর বেল বাজাতে বাজাতে জমিদার বাড়ির প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হ'লেন। একটা প্রশস্ত কাঁচা পথের উপর মাধবপুর এবং পলতাডাঙ্গা উভয় গ্রামই অবস্থিত। বর্ষাকাল ভিন্ন অপর সময়ে এই পথের উপর দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি, মোটরকার, সাইকেল প্রভৃতি অনায়াসে যাতায়াত করে। সেইজন্য ডাক্তার রামরতনের আসতে তেমন বিলম্ব হয়নি।

রামরতনের বয়স মাত্র পঞ্চাশ অতিক্রম করেছে! দীর্ঘ কৃশ ঋজু গৌরবর্ণ দেহ। গলাবন্ধ কোট এবং সরু-পা প্যাণ্টালুন পরিধান ক'রে রোগী দেখে বেড়ান। মাথায় কখনো গান্ধি ক্যাপ ব্যবহার করেন, কখনো বা টুপি নেবার কথা ভুলে যান। ভদ্র সদাশয় অন্তঃকরণ হ'তে উদ্গত একটি সরল মিষ্ট-হাসি সর্বদাই মুখে লেগে আছে, যা দেখলে রোগীর মনে আশার সঞ্চার হয়। অর্থকষ্ট জানালে রোগীর দর্শনী মাপ, জোড় হস্ত করলে বিনা মূল্যে ঔষধ লাভ এবং অশ্রুপাত করলে পথ্যের মূল্য প্রাপ্তি। লোকে বলে, 'ডাক্তার বাবু, ভালমানুষ পেয়ে অসৎ লোকেরা আপনাকে ঠকিয়ে থাকে।' ডাক্তার বলেন, 'কত ঠকাবে বল? অসৎ লোকেরা আমাকে ঠকায়, আমি সৎ লোকেদের

ঠকাই। মোটের উপর আমারই উদ্বৃত্ত থাকে, নইলে খাই পরি কোথা থেকে?'

ডাক্তার বিচক্ষণ চিকিৎসক এবং বগুড়া হ'তেও উপকৃত ব্যক্তিরা রামরতন চাটুয্যেকে চিকিৎসার জন্য সময়ে সময়ে আহ্বান ক'রে নিয়ে যায়। পলতাডাঙ্গা, কুমারগঞ্জ, হরিপুর প্রভৃতি আশেপাশের আট দশখানা গ্রামে তাঁর পশার যথেষ্ট। একটু কঠিন রোগ হ'লেই পলতাডাঙ্গার চৌধুরী এবং চাটুয্যে বাড়িতে তাঁর ডাক পড়ে।

টমটম হ'তে অবতরণ ক'রে দ্রুতপদে ডাক্তার দ্বিতলের বারান্দায় উপস্থিত হ'লেন। পিছনে পিছনে তাঁর সহিস একটি সুবৃহৎ বাক্স বহন ক'রে আনলে। বাক্সের মধ্যে যা ঔষধ-পত্র অস্ত্র-শস্ত্র আছে তদ্দ্বারা একটি ছোট-খাটো ডিস্‌পেনসারী সাজানো চলে।

ডাক্তার এসে সর্ব্বপ্রথম একটা উজ্জ্বল ডে-লাইট আলোকের সাহায্যে সুধীরার পায়ের বাঁধন পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, তারপর নাড়ী পরীক্ষা করলেন। আকৃতি দেখেই মনে ভরসা পেয়েছিলেন, নাড়ী পরীক্ষা ক'রে আশ্বস্ত হলেন। বাক্স খুলে একটা ঔষধ বার ক'রে ইনজেক্সন দিলেন, তারপর নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে বললেন, "কোনো ভয় নেই, সেরে যাবে। এখন সমস্ত ঘটনা গোড়া থেকে আরম্ভ ক'রে পর পর আমাকে ভাল ক'রে শোনাও। ক্ষতস্থান চিরে দিয়েছে কে?"

বীরেনকে দেখিয়ে রাখাল ঘটক বললে, "ইনি,—পাশের বাড়ীর বীরেনবাবু। শুধু চিরেই দেন নি, চুষে চুষে সমস্ত বিষাক্ত রক্ত বার ক'রে দিয়ে খুব ভাল ক'রে পোটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ঘ'ষে দিয়েছেন।"

বীরেনের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ডাক্তার বললেন, "কে? বীরেন

না-কি? অনেক দিন তোমাকে দেখি নি, চিন্‌তে পারি নি। তা ছাড়া ভাল ক'রে লক্ষ্যও করিনি। যা করেছ তা ত' ভালই করেছ, আর করেছ ব'লেই রোগীর অবস্থা এত ভাল, তা এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু দাঁত তোমার পান্‌সে নয় ত?"

বীরেন বললে, "না, তেমন পান্‌সে নয়।"

বীরেনের কথা শুনে চিন্তিত মুখে ডাক্তার বললেন, "বল কি হে! তেমন পানসে নয় কি বলছ? দাঁতন ব্যবহার করলে রক্ত পড়ে না ত?"

মৃদুস্মিত মুখে বীরেন বললে, "শুকনো দাঁতন ব্যবহার করলে কখনো কখনো পড়ে।"

"আর ব্রশ্‌ ব্যবহার করলে?"

"নরম ব্রশ্‌ ব্যবহার করলে পড়ে না।"

বীরেনের কথা শুনে ডাক্তারের মুখ উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠল; বললেন, "রক্তটা ধ'রে রেখেছ ত?"

রক্তের বাটি ডাক্তারকে দেখান হ'ল। রক্তের বর্ণ এবং পরিমাণ দেখে ডাক্তার শিউরে উঠে বললেন, "সর্ব্বনাশ! এ যে এক রাশ বিষ! একটা সাপে আর কত বিষ ঢালতে পারে? এ তুমি নিঃশেষে চুষে চুষে সমস্তটাই বার করেছ বাবা। কই, হাতটা তোমার দেখি একবার?"

বীরেনের নাড়ী পরীক্ষা ক'রে ডাক্তারের মুখ প্রফুল্ল হ'ল না। তাড়াতাড়ি বাক্স থেকে একটা ঔষধ বার ক'রে ইন্‌জেক্সন দিতে উদ্যত হ'লেন।

চকিত হ'য়ে বীরেন বল্‌লে, "আমাকে আবার মিছে এ-সব কেন করছেন ডাক্তারবাবু?"

যৌতুক

বীরেনের বাম হাতটা টেনে নিয়ে স্পিরিট দিয়ে একটা অংশ পরিষ্কার করতে করতে ডাক্তার বললেন, "আগে ইন্‌জেক্‌শনটা দিয়ে নিই, তারপর বলব কেন করছি।"

ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া হ'লে বললেন, "আর একটা ইজিচেয়ার নেই? থাকে ত' নিয়ে এস, বীরেন একটু শুয়ে থাকুন এখন।"

দুজন ভৃত্য মিলে বারান্দার অপর প্রান্তের ইজিচেয়ারটা নিয়ে এসে সুধীরার চেয়ারের পাশে স্থাপন করলে।

এবার বীরেন প্রবলভাবে আপত্তি করলে; বল্‌লে, "আপনি আমাকে অনর্থক রোগী ক'রে তুলচেন ডাক্তারবাবু। আমার এমন কিছুই হয়নি, যার জন্যে এত ব্যবস্থার দরকার।"

বীরেনের দুই স্কন্ধে হাত দিয়ে তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে ডাক্তার বললেন, "আমিও ত' বলছি এমন কিছু হয়নি। তেমন কিছু হ'লে এখন কি আর এমন ক'রে তোমার মুখ দিয়ে কথা বেরোতো? কিন্তু খানিকটা বিষ যে আত্মসাৎ করেছ তা'তে সন্দেহ নেই। তবে ভয় নেই, মারাত্মক পরিমাণ নয়।"

বীরেন বললে, "তাই যদি, তাহ'লে আমি বাড়ি গিয়ে খানিকটা ডন-বৈঠক ক'রে সেটুকু বিষ হজম ক'রে নিই।"

বীরেনের কথা শুনে ডাক্তার হাসতে লাগলেন; বল্‌লেন, "সাপের বিষ অত সহজ নয় রে বাবা! ডন-বৈঠক করলে রক্ত চলাচল বেড়ে গিয়ে অপকারই করবে, উপকার করবে না। আসল কথা তাহ'লে খুলে বলি শোন। মা লক্ষ্মীর চিকিৎসা তুমি করেছ, তোমার চিকিৎসা আমি করছি।" রাখালের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা-লক্ষ্মীর নামটি কি বলুন ত?"

যৌতুক

রাখাল বললে, "সুধীরা।"

ডাক্তার বলতে লাগলেন, "সুধীরা মার চিকিৎসা তুমি এমন সম্পূর্ণ-ভাবে করেছ বীরেন, যে আর কিছু না ক'রে কাল সন্ধ্যেবেলা বাঁধন খুলে দিলেও কোনো ক্ষতি হয় না। তবে আরো গোটা দুয়েক ফোঁড়-ফাড় আমাকে দিতে হবে, নইলে জমিদার বাড়ি থেকে একটা মোটা অঙ্কের টাকা কিছুতেই বের করা যাবে না।"

ডাক্তারের কথায় একটা হাস্যধ্বনি উত্থিত হ'ল।

বীরেনকে লক্ষ্য ক'রে ডাক্তার বললেন, "আর সোজা হ'য়ে ব'সে থেকো না, বেশ আরাম ক'রে শুয়ে পড়। একটু পরে তোমাকে একটা গ্লুকোজ ইন্‌জেকশন দোবো। বাড়ি যাবার কথা বলছিলে, সেটা আর আজ রাত্রে নয়, চা-টা খেয়ে কাল সকালে।"

এ কথায় বীরেন ভারি আপত্তি করতে লাগল। বললে, ইন্‌জেক্‌শনের জন্যে যদি একান্তই কিছুক্ষণ থাকতে হয় ত' থাকবে, কিন্তু বাড়ি তাকে যেতেই হবে।

রাখাল ঘটক, মন্দাকিনী প্রভৃতি এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করলেন। রাখাল বললে, "যদি দরকার হয়ত বলপ্রয়োগ করব।"

বীরেন বল্‌লে, "কি, দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলবে না কি?"

রাখাল বললে, "হ্যাঁ, মিনতির দড়ি দিয়ে।"

আবার একটা হাস্যধ্বনি উত্থিত হ'ল।

ডাক্তার বললেন, "তুমি ও বাড়ি গেলে আমাকে অন্তত বার দুয়েক তোমাকে দেখতে যেতে হবে। নইলে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হ'লে কি কৈফিয়ৎ দোবো বল ত? তিনি আমার একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু তা বোধকরি জান না?"

বীরেন বল্‌লে, "আজ্ঞে, হ্যাঁ, জানি।"

"তা যদি জানো, তাহ'লে অন্ধকার রাত্রে ঘাসের মধ্যে দিয়ে আমাকে টানাটানি ক'রে কি তোমার লাভ হবে বল? ডাক্তারকে কামড়ালে কে তাকে রক্ষে করবে শুনি? তা ছাড়া, এ বাড়িতে একটা রাত কাটাতে এতই বা তোমার আপত্তি কিসের তা ঠিক বুঝতে পারছিনে। তোমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ কিছু আছে না-কি? আমি ত দেখছি, উপস্থিত তুমি এ বাড়ির পরম বন্ধু।—নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে একটি মহা মূল্যবান জীবন রক্ষা করেছ। তোমার ত' এ বাড়ির ওপর একটা আধিপত্য জন্মে গেল হে!"

মৃদু স্বরে বীরেন বললে, "আসলে কিন্তু ঠিক সময়ে বাঁধন পড়েছিল ব'লেই উনি রক্ষা পেয়েছেন।"

ডাক্তার বললেন, "তা নয় রে বাবা, তা নয়। বাঁধন চিরকালই পড়ে, আর মারাও চিরকালই যায়। নাগরাজ যদি একটু গভীর ভাবে অনুগ্রহ করেন তাহ'লে বাঁধনের সাধ্য কি আটকায়। ওপরকার বাঁধন ওপরেই বাঁধা থাকে, তলায় তলায় সমস্ত রক্ত-প্রণালী দিয়ে দেহে বিষ ছড়িয়ে পড়ে। অত শীঘ্র তুমি যদি বিষ না বের ক'রে দিতে তাহ'লে আমি এসে হয়ত' বিশেষ কিছু করতে পারতাম না। আত্মপ্রশংসা হজম করবার মতো তোমার পরিপাক-শক্তি প্রবল নয় তা বুঝতে পারছি বীরেন, কিন্তু মানুষকে মানুষ যদি কখনো বাঁচিয়ে থাকে তাহ'লে তুমি মা-সুধীরাকে আজ বাঁচিয়েছ তা'তে কোনো সন্দেহ নেই।"

চেয়ার পরিত্যাগ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে ডাক্তার বললেন, "তোমরা দু'জনে শুয়ে শুয়ে একটু বিশ্রাম কর, আমি ততক্ষণ নীচে গিয়ে মুখ হাত

পা ধুয়ে একটু চা খাবার চেষ্টা দেখি। চা-টা না খেয়েই তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে পড়েছিলুম।" সুধীরার সম্মুখে এসে একটু নত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন কেমন আছ মা?"

এতক্ষণে সুধীরার বাক্‌শক্তি ফিরে এসেছিল। কম্পিত স্বরে বল্‌লে, "ভাল আছি।"

নাড়ীটা আর একবার পরীক্ষা ক'রে দেখে ডাক্তার বললেন, "সত্যিই ভাল আছ।"

সুধীরার সর্পাঘাতের কথা উমাশঙ্করকে জানানো হবে কি-না তদ্বিষয়ে মন্দাকিনী ডাক্তারের পরামর্শ প্রার্থনা করলেন।

উমাশঙ্করের শারীরিক অবস্থার কথা অবগত হ'য়ে ডাক্তার বললেন, "মা লক্ষ্মী যখন বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছেন ব'লে মনে হচ্ছে, তখন আমার মনে হয়, না জানানোই ভাল। আসতেও তিনি পারবেন না, অথচ সংবাদ পেয়ে একবারে অধীর হ'য়ে উঠ্‌বেন—তাতে কি লাভ হবে। পাঁচ ছয় দিনের আগে সুধীরা-মা যে কলকাতা যেতে পারবেন তা মনে হয় না। বিষ থেকে রক্ষে পেয়েও অনেক সময়ে ঘা নিয়ে বিপন্ন হ'তে হয়। ঘা শুকোবার আগে পায়ে চাড় লাগলে গুরুতর ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে।"

ডাক্তারের উপদেশ অনুযায়ী অবশেষে স্থির হ'ল, উমাশঙ্করকে উপস্থিত সংবাদ দেওয়া হবে না।

রাত্রি তখন দশটা। ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে ডাক্তার তাঁর চিকিৎসার বাকি কর্ত্তব্যটুকু শেষ করেছেন। সুধীরা এবং ধীরেন উভয়েই তাদের নিজ নিজ ইজিচেয়ারে নিদ্রাগত হয়েছে। বাইরের বারান্দায় ব'সে

রাখাল চুরুট খাচ্ছে। এমন সময়ে গৃহাভিমুখিনী প্রভাময়ী অন্দর মহল হ'তে নির্গত হ'য়ে বাইরের প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়ে গেটের দিকে অগ্রসর হ'ল।

রাখাল দেখতে পেয়ে দ্রুতপদে তাকে অনুসরণ ক'রে কাছাকাছি এসে পিছন দিক হ'তে টর্চের আলো নিক্ষেপ করলে। আলোক প্রভাময়ীকে অতিক্রম ক'রে এগিয়ে গিয়ে সামনে পড়ল।

আলো দেখে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে প্রভা বললে "এ কি! আপনি আসছেন কেন?"

নিকটে এসে রাখাল বল্‌লে, "চল, আলো দেখিয়ে তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসি।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রভা বললে, "না, আপনাকে পৌছতে হবে না!"

রাখাল বললে, "অবুঝ হ'য়ো না প্রভা। দেখলে ত' সুধীরা হঠাৎ কি একটা ভীষণ কাণ্ড ক'রে বসল। ভগবান না করুন, তোমারো যদি অম্‌নি কিছু হয় তাহ'লে আমাকেই ত' তোমার পা চুষতে হবে।"

তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠে প্রভাময়ী বললে, "না, কক্ষনো আপনি চুষবেন না!"

"তবে কে চুষবে?"

"কেউ চুষবে না।"

ব্যগ্র কণ্ঠে রাখাল বললে, "না, সে আমি প্রাণ থাকতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারব না! নিশ্চয় চুষব। বীরেন কেন তাহ'লে সুধীরার পা চুষলে বল?"

প্রভাময়ী বললে, "বীরুদা কেন চুষলে সে কথা আমি কক্ষনো আপনাকে বলব না!"

"আমিও তোমার পা কেন চুষব, সে কথা তোমাকে কক্ষনো বলব না। তবে তুমি যদি একান্তই শুনতে চাও তাহ'লে না-হয় বলি।"

উচ্ছলিত হ'য়ে উঠে প্রভা বললে, "না, খবরদার আপনি বলতে পাবেন না! আচ্ছা. কেন আপনি এমন ক'রে আমার পেছনে লেগেছেন বলুন ত?"

স্মিত মুখে রাখাল বললে, "তুমি এগিয়ে চলেছ ব'লে। পাশে এসে দাঁড়াও প্রভা, কোন গোল থাকবে না।"

"সে কথা আমি বলছিনে!"

"কিন্তু আমি যে সেই কথাই বলছি।"

একটু বিমূঢ়ভাবে ইতস্তত: ক'রে প্রভা জিজ্ঞাসা করলে. "কোন্ পাশে?"

"বাঁ পাশে।"

"কক্ষনো না,—ডান পাশে!"

"আচ্ছা, তাই সই।"

"উঃ! কি নাছোড়বান্দা লোক আপনি!" ব'লে বিরক্তি ভরে প্রভাময়ী রাখালের দক্ষিণ পাশে গিয়ে দাঁড়াল। "কিন্তু অর্ধেক পথ থেকে ফিরে আসতে হবে আপনাকে, তা ব'লে দিলাম!"

রাখাল বললে, "আচ্ছা চল ত এখন, তারপর অর্ধেক কি পুরো দেখা যাবে।"

বিরক্তি-মিশ্রিত কণ্ঠে প্রভা বললে, "পুরো পথ না গিয়ে ফেরবার লোক তুমি নও তা আমি জানি!"

পুলকিত স্বরে রাখাল বললে, "তুমি বললে যে আমাকে?"

"আপনি! আপনি! আপনি! হয়েছে? এখন চল তাড়াতাড়ি।" ব'লে গজর গজর করতে করতে প্রভাময়ী রাখালের দক্ষিণ পাশে অবস্থান ক'রে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হ'ল।

সতের

প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের পর বীরেন দেখলে তার পাশে ইজিচেয়ারে সুধীরা জাগ্রত হ'য়ে শুয়ে আছে, এবং গত রাত্রে যে সাত আট জন লোক তাদের সহিত বারান্দায় শয়ন করেছিল সকলেই ঘুম ভেঙ্গে কখন নীচে নেমে গেছে। এখনো হয় ত' সুধীরা তার ঘুম ভাঙ্গার কথা টের পায় নি। বীরেন ধীরে ধীরে পুনরায় চক্ষু নিমীলিত করলে। সদ্যঘটিত অচিন্ত্যপূর্ব পরিবৃত্তির সহিত নিজ মনের ছন্দ মিলিয়ে নিয়ে তবে সে সুধীরার নিকট জাগ্রত হ'তে চায়; যাতে না নবজাগ্রত মনের অসতর্কতা বশতঃ বচনে-আচরণে কোনো প্রকার ছন্দঃপতন ঘটে।

কি অদ্ভুত গত রজনীর অচিন্তনীয় ঘটনাচক্র! সাত দিন পরে যার সহিত মারাত্মক সংঘর্ষের ব্যবস্থা স্থির হ'য়ে আছে, একই বিষের নেশায় বুঁদ হ'য়ে পাশাপাশি শয্যায় তার সহিত একত্র নিশা-যাপন! বিভিন্ন যাত্রীদলের নৌকাডুবির ফলে নদী-সৈকতের বাসর-শয়নে তারা যেন অদৃষ্টমিলিত মাত্র একটি রজনীর অপরিণীত বর-বধূ! আশ্চর্য! দৈব যখন বলবৎ হ'য়ে কাজ করে তখন কোনো কিছুই অসম্ভব থাকে না।

অথচ বাস্তব জগতের পণ্যশালায় এর মূল্য এক কপর্দকও নয়। নিশীথে দেখা স্বপ্নেরই মতো নিশীথের এই ঘটনা অলীক এবং মূল্যহীন। ডাক্তার বলে, সে সুধীরার জীবন রক্ষা করেছে। ডাক্তার কিছুই জানে না। শুধু মানুষের দেহের সহিতই তার পরিচয়, মনের সহিত কোনো পরিচয়ই নেই। সে সামান্য একজন প্রজানন্দন, জমিদার নন্দিনীর জীবন রক্ষা সে কেমন ক'রে করে! রঘুনাথ রায় এগু কো তা হয় ত করলেও করতে পারত।

বীরেন মনে মনে খুশী হ'ল। স্বপ্ন ভেঙ্গেছে, বাস্তব জগতে সে জাগ্রত হয়েছে।

চক্ষু উন্মীলিত ক'রে সে সোজা হয়ে উঠে বসল। সুধীরার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "ভাল আছেন মিস্ চৌধুরী?"

বীরেনের দিকে মাথা ফিরিয়ে সুধীরা বললে, "ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন?"

"আমি? আমার ত' কিছু হয়নি,—আমি ভালই আছি।" ব'লে চেয়ার পরিত্যাগ ক'রে উঠে বারান্দার পশ্চিম প্রান্তে একবার গিয়ে দাঁড়াল; তারপর ফিরে এসে পুনরায় চেয়ারে উপবেশন ক'রে বললে, "দেখুন, আপনি আর বেশি দিন এখানে থাকবেন না, কলকাতায় ফিরে যান। কি ব্যাপারই হ'তে চলেছিল বলুন ত? নিতান্ত ভগবানের দয়া বলেই না সামলে গেল। এখনো মনে হলে গা কাঁপে। আসচে শুক্রবার পর্যন্ত অবশ্য আপনাকে থাকতেই হবে। তা ছাড়া, পাঁচ ছ দিনের আগে ত' পায়ের জন্যে আপনার এমনিই যাওয়া হবে না। কিন্তু শুক্রবারের ব্যাপারটা চুকে গেলেই কলকাতায় চ'লে যাবেন। কলকাতার

ময়দান যাদের পক্ষে মাঠ, ইডেন গার্ডেন অরণ্য, তাদের কি আর পাড়াগাঁয়ে বসবাস করা চলে? আমরা পাড়াগেঁয়েরা এখানকার হদিস জানি। পথ চলবার সময়ে পঁচিশ হাত দেখে দেখে পথ চলি, আর সাধ্যমত ঘাস পাতা মাড়াইনে। আপনি শুক্রবারের কাজ সেরে শনিবারেই নিশ্চয় কলকাতা ফিরে যাবেন।"

এ কথার উত্তরে সুধীরা কোন কথাই বললে না, বীরেনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সোজা হ'য়ে শুয়ে বাইরের আকাশের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইল।

"মিস্ চৌধুরী!"

সুধীরা মুখ ফিরিয়ে বীরেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

বীরেন বল্লে, "কাল সন্ধ্যাবেলা আপনার প্রতি একটু অন্যায় ব্যবহার করেছিলাম, তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি।"

মুখ না ফিরিয়ে সুধীরা শুধু বীরেনের উপর হ'তে তার দৃষ্টি একটু সরিয়ে নিলে।

"কাল সন্ধ্যেবেলা এক সময়ে আপনাকে নাম ধ'রে আর তুমি ব'লে ডেকেছিলাম। প্রবল উত্তেজনার মুহূর্তে ওটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। যখন দেখলাম, মিস্ চৌধুরী ডাকে আপনি সাড়া দিচ্ছেন না, তখন হয়ত মনে হয়েছিল একেবারে আপনার সাক্ষাৎ নাম ধ'রে ডাকতে পারলে আপনার কানে তা হয়ত পৌছুতে পারে। পৌছেওছিল তাই। কিন্তু আসল কথা কি তা জানেন মিস্ চৌধুরী? এত কিছুই বিচার-বিবেচনা ক'রে তখন ডাকিনি—মুখ দিয়ে আপনা-আপনিই ও ডাক বেরিয়ে গিয়েছিল। মানুষের জীবনে

এমন সব মুহূর্ত আসে যখন তার প্রচণ্ড দাবীদাওয়ার সামনে থেকে সমস্ত সংস্কার সামাজিকতা স'রে দাঁড়ায়। কাল আমারও হয়ত সেই রকম একটা মুহূর্ত এসেছিল। জলে ডুবেছে এমন লোককে বাঁচাতে গিয়ে এক হাতে তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে, আর এক হাতে আর পায়ে সাঁতার কেটে চ'লে আসবারও ত' দরকার হ'য়ে থাকে।" বলে বীরেন হাসতে লাগল।

পর মুহূর্তে সে দাঁড়িয়ে উঠে যুক্ত করে নমস্কার ক'রে বললে, "আমি এখন বাড়ি চললাম।"

সুধীরা বললে, "একবার ডাক্তার মশায়কে ব'লে যাবেন না ?"

"তিনি ত নিচেই আছেন, দেখা হবে অখন।" ব'লে বীরেন ধীরে ধীরে নিচে নেমে গেল।

বীরেন চ'লে গেলে সুধীরার দুই চক্ষু দিয়ে খানিকটা অশ্রু ঝ'রে পড়ল,—দুঃখে, অভিমানে. বেদনায়, অথবা অন্য কোন দুর্নির্ণেয় মনোবৃত্তির প্রভাবে, তা তার অন্তর্যামীই বলতে সক্ষম।

আঠারো

মঙ্গলবারের সকাল। গত শুক্রবারে সুধীরাকে সর্প দংশন করেছিল। রবিবার সকালে রামরতন ডাক্তার এসে তার পায়ের বাঁধন কেটে দিয়ে মন্দাকিনীর অনুরোধে সমস্ত দিন পলতাডাঙ্গায় অতিবাহিত ক'রে বৈকালে মাধবপুরে ফিরে গিয়েছিলেন। সুধীরার ক্ষতর অবস্থা ভালই। বুধবার পর্যন্ত তার নিম্ন তলায় অবতরণ করা ডাক্তার কর্তৃক নিষিদ্ধ।

জলভরা মেঘ যেমন তার বৃষ্টি এবং বিদ্যুৎ বুকে নিয়ে থমথমিয়ে থাকে, সুধীরা তেমনি এ কয়েকদিন তার দুঃখ এবং বেদনা অন্তরে বহন ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে আছে। সে হাসে না, কথা কয় না, আলাপ আলোচনায় যোগ দেয় না, বই পড়ে না; একটা প্রগাঢ় বিষণ্ণতার দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত হ'য়ে সমস্ত দিন নিঃশব্দে শয্যার উপর প'ড়ে থাকে। রাখাল ঘটক রসিকতা করতে এসে পালিয়ে যায়, মন্দাকিনী সুধীরার প্রাণের নিরুদ্ধ কপাট খুলতে এসে কথা খুঁজে পান না, প্রভাময়ী গল্প করতে এসে নিঃশব্দে কাছে ব'সে থাকে।

দুই একটা নিতান্ত মামুলি কথা ভিন্ন সুধীরা তার সহিত কোনো থাই কয় না,—এমন কি বীরেন শারীরিক কেমন আছে সে কথাও তাকে জিজ্ঞাসা করে না। কি তার প্রাণের দুঃখ, কি তার অন্তরের

বেদনা, কি তার দ্বন্দ্ব-সমস্যা, কেউ তা সঠিক বুঝতে পারে না। কেউ কেউ অনুমান করে,—কিন্তু ঐ পর্যন্তই। অনুমান অনুমানই থেকে যায়।

বৈকালে সুধীরা বারান্দায় এসে সন্ধ্যার পর পর্যন্ত ইজিচেয়ারে ব'সে থাকে। যেখানে বসে সেখান থেকে বকুলতলা স্পষ্ট দেখা যায়; কিন্তু শনি, রবি এবং সোম—এই তিনদিনের মধ্যে একদিনও বীরেনকে বকুলতলায় মূহূর্তের জন্ম দেখা যায় নি। পূর্ব্বের মত এ কয়দিন বীরেন যদি চেয়ার নিয়ে এসে বকুলতলায় বসত তা হ'লে নিশ্চয় ভাল লাগত না, একথা সুধীরা বুঝতে পারে। অথচ বকুলতলায় বীরেনকে না দেখতে পেয়ে মনের কোণে এক সুগোপন প্রদেশে একটা যে সূক্ষ্ম নৈরাশ্যের ব্যথা জাগে, এ কথাও বুঝতে তার বাকি থাকে না। শুধু বুঝতে পারে না, কিরূপে এই দুটি পরস্পর-বিরোধী মনোবৃত্তি একই মনের মধে বাসা বেঁধে অবস্থান করতে পারে। আশ্চর্য্য মানুষের যুক্তিবিবর্জিত অবুঝ মন!

পূর্বে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে বকুলতলায় ব'সে বিবাদী জমিতে অধিকার প্রচার ক'রে এসে সর্পদংশনের ঠিক পরদিন হ'তে কি কারণে বীরেন বকুলতলায় আসা একেবারে বন্ধ করেছে তা' সুধীরার নিকট একটুও অস্পষ্ট নয়। নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে উপকার সাধনের দ্বারা অপর পক্ষকে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করার পরও ঠিক পূর্বের ন্যায় বৈর ভঙ্গী বলবৎ রেখে নিরুপায় অপর পক্ষকে অসুবিধার অবস্থায় ফেলতে বীরেনের ভদ্র মনে বাধে, এ কথা সুধীরা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করে।

এই ত ও পক্ষের উদার উন্নত মনোভঙ্গী! আর এ পক্ষে? এ পক্ষে বৈর সাধনের বিস্তৃত ব্যবস্থা অখণ্ড সমগ্রতায় সচল রয়েছে।

যৌতুক

নিষ্পেষণ-যন্ত্রের কোনো দিকের কোন স্বইচ কেউ তুলে দেয়নি। ঢেঁকিশালে মজুরণীরা সুর ক'রে গান গেয়ে সুরকি কুটচে, বিবাদী জমির কাছে কাছে মজুররা থাকবন্দী ক'রে ইঁট সাজাচ্ছে, প্রধান রাজমিস্ত্রী মাথায় চুমকির কাজ করা টুপি প'রে চতুর্দিকে তদারক ক'রে বেড়াচ্ছে ; ও দিকে করিমগঞ্জে দুর্যোধন মণ্ডল এবং তার লাঠিয়ালেরা আঘাত যাতে অব্যর্থ এবং সাংঘাতিক হয় সে জন্যে দল বেঁধে লাঠি চালনার অভ্যাস করছে। দিনের পর দিন অতিবাহিত হ'য়ে সুনিশ্চিত পদক্ষেপে সর্বনাশা শুক্রবার এগিয়ে আসছে। মধ্যে আর মাত্র ছটা দিন বাকি। তারপর? তারপর শুক্রবার সকালে এই নির্যাতন-নিষ্পেষণের নিষ্ঠুর যন্ত্র পরিপূর্ণ দাপটে চলবে ত? তা যদি না চলে ত কে তাকে রোধ করবে? যে চালিয়েছে সে? কিন্তু কি ক'রে? কি করে?

উঃ! কি কুক্ষণেই না সে কলকাতা থেকে পা বাড়িয়েছিল! এখনো অদৃষ্টে কত দুর্গতি আছে কে জানে!

মোক্ষদা এসে বললে, "দিদিরাণী, ও বাড়ীর বীরেনবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

সুধীরার মুখ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল।

"এসেছেন? এইখানে ডেকে নিয়ে আয়।"

বীরেন এসেছে শুনে একটা অজানা আশার আনন্দে সুধীরার মন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এ কয়েকদিন সে একেবারে নিঃশব্দে ডুব মেরেছিল ; সুধীরার সংবাদ নেবার জন্যও একবার আসে নি। আজ সে এসেছে! কিন্তু কি কথা ভেবে কি কথা বলতে এসেছে কে জানে। তা' সে যাই হোক না কেন, কথাবার্তা ত' হবে, তার মধ্যে একটা

রদ-বদলের, একটা ওলট-পালটের সম্ভাবনা ত' থাকতে পারে। ওঃ, তা যদি হয় ত সে একেবারে বেঁচে যায়! হঠাৎ যেন কোথায় কোন্ দিকে একটা রুদ্ধ জানলা খুলে গিয়ে তার বদ্ধ নির্বাত মন হাওয়ায় হাওয়ায় হাল্কা হ'য়ে উঠল।

দোতলার বারান্দায় বীরেন পদার্পণ করতেই সুধীরা চেয়ার ত্যাগ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে করজোড়ে প্রসন্নমুখে বললে, "আসুন!"

প্রতিনমস্কার ক'রে স্মিতমুখে বীরেন বললে, "এই যে দাঁড়িয়েছেন দেখছি। তাহ'লে ডাক্তার মশায় যে পাঁচ-ছ' দিন বলেছিলেন, তার কিছু আগেই সেরে উঠলেন।"

উভয়ে আসন গ্রহণ করার পর সুধীরা বললে, "সেরে উঠেছি, একটু একটু চলাফেরাও করছি, কিন্তু বৃহস্পতিবারের আগে নীচে নামবার হুকুম নেই। তাই আপনাকে ওপরেই আসতে হ'ল। আপনি কেমন আছেন বলুন?"

বীরেন বললে, "সেই নিদারুণ আতঙ্কটা এখনো মনের মধ্যে লেগে রয়েছে; তা ভিন্ন ভালই আছি। কি ভয়টাই না আপনি সেদিন আমাদের দেখিয়েছিলেন!"

"আপনাকেও?"

"তাই মনে হয়।"

"কিন্তু আমি ম'রে গেলে অন্তত আপনার পক্ষে ত' ভালই হোত।"

"কেন বলুন ত'?"

"শত্রু নিপাত হ'ত।" কথাটা সুধীরা হাসিমুখেই বললে বটে, কিন্তু কোন্ দিকের কোন সূক্ষ্ম বেদনার আঘাতে তার চোখের কোণও ভিজে এল।

বীরেন বললে, "তা বটে। এ কথাটা এ পর্যন্ত খেয়ালই হয় নি।"

তারপর একমুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললে, "সুখে স্বাস্থ্যে শত্রুর শত বর্ষ পরমায়ু হোক, কিন্তু আজ আমি শত্রুর কাছে হার স্বীকার করতে এসেছি।"

বীরেনের কথা শুনে সুধীরার মুখের দীপ্তি একটু যেন হ্রাস পেলে; সাগ্রহে বললে, "কিসের হার?"

স্মিতমুখে বীরেন বললে, "কিসের নয়? সব-কিছুরই!" তারপর সহসা গৌরচন্দ্রিকা পরিত্যাগ ক'রে গভীর কণ্ঠে বলতে লাগল, "দেখুন, শুক্রবারে আপনার পাঁচিল গাঁথায় আমি কোনো বাধাই দোবো না। তার আগে আমি এ গ্রাম ছেড়ে চ'লে যাব। এ গ্রামের ওপর থেকে আমার মন একেবারে উঠে গেছে,—আর কোনো দিনই এ গ্রামে আমি ফিরব না। কি হবে বলুন ত' এ রকম ঝগড়া-ঝাঁটি লাঠালাঠি ক'রে এখানে বাস ক'রে? বিবাদ ত' মেটাতেই গিয়েছিলাম, শুক্রবার থেকে বিবাদটা আরও বেড়েই যাবে। এক-আধটা খুন জখম হ'য়ে যাওয়াও আশ্চর্য নয়। এ আমি আর চাইনে, আমি আপনাদের কাছে হার স্বীকার করছি। আপনি যদি দয়া ক'রে একটু শোনেন তা হ'লে আপনার কাছে একটা প্রস্তাব করি।"

স্তব্ধ নিষ্প্রভ মুখে সুধীরা বললে, "কি আপনার প্রস্তাব বলুন।"

বীরেন বললে, "আমার প্রস্তাব, আপনারা আমাদের এ গ্রামের সমস্ত সম্পত্তি কিনে নিন। শুধু বিবাদী জমির কথাই বলছিনে, জমি-জমা ভদ্রাসন বাড়ী পুকুর বাগান—যা-কিছু আছে সব। এর জন্যে আপনি যা দাম বলবেন আমি ত'াতেই রাজি হব। যদি বলেন পাঁচ টাকা,

যৌতুক

আমি ছ'টাকা চাইব না। আমি আপনাকে অঙ্গীকার-পত্র লিখে দোবো যে, আজ থেকে এক মাসের মধ্যে বাবাকে দিয়ে রেজেষ্ট্রী-কোবালা করিয়ে দেবো। বাবা একটুও আপত্তি করবেন না। আপনি আপনার বাবার অনুমতি ভিন্ন কিছুই করতে পারেন না, আমি কিন্তু তা পারি। আমি যদি সমস্ত সম্পত্তি বিলিয়ে দিয়েও বাবাকে সে কথা জানাই—বাবা একবারও আমার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চাইবেন না। তিনি মনে করবেন, যে অবস্থায় সম্পত্তি বিলিয়ে দেওয়াই উচিত, ঠিক সেই অবস্থাতেই আমি বিলিয়ে দিয়েছি। আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমার প্রস্তাবে রাজি হ'ন! এতে খুব চমৎকার হবে। আপনি মনে করবেন, বিবাদী জমী বাদ দিয়ে আপনি সম্পত্তি কিন্‌লেন; আমি মনে করব, বিবাদী জমি শুদ্ধ আমি সম্পত্তি বেচলাম। আপনিও খুসী হবেন, আমিও খুসী হব, মধ্যে থেকে আমাদের বিবাদ বেচারা ডুবে মারা যাবে।" ব'লে বীরেন হাসতে লাগল।

এত কথার পরে সুধীরা একটা কথাও বললে না—স্তব্ধ বিরস মুখে ব'সে রইল।

বীরেন বলতে লাগ্‌ল, "একটা কথা আপনাকে খুলে বলি। আজ একটু আগে স্বয়ং রঘুনাথ রায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আপনাদের ওপর তার রাগের অন্ত দেখ্‌তে পেলাম না! প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে অপমানে রাগে হতাশায় সে একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের লোভে কত ভীষণ ভীষণ যুদ্ধ হ'য়ে গেছে তা জানেন ত? আমার মনে হয় আপনার এ গ্রামে এমন ক'রে বাস করা সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। আপনাকে নিয়ে একটা ছোটখাট রাম-রাবণের যুদ্ধ যদি ঘ'টে

যায় ত খুব আশ্চর্য হব না। এ ক্ষেত্রে অবশ্য রাম এখনো কেউ নেই. কিন্তু রাবণ যে আছে, সে রাবণেরই মতো ভীষণ। সেই রাবণ চায় আমার কাছ থেকে মায় বিবাদী জমি আরো কিছু জমি কিনে নিয়ে আপনাদের কানাচে এসে বস্‌তে। সে আমাদের সমস্ত সম্পত্তি কেনবার প্রস্তাবও করেছে—আর তার জন্যে যে টাকা দিতে চেয়েছে তা শুনলে আপনি আশ্চর্য হবেন। এই পাড়াগাঁয়ে আমাদের সম্পত্তির আর কত মূল্য হবে, ধরুন পাঁচ-ছ' হাজার টাকা। রঘুনাথ রায় দিতে চেয়েছে বিশ হাজার টাকা। আর তার রাগের যে-রকম বহর দেখলাম তা'তে বিশ হাজার শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজারে উঠলেও খুব আশ্চর্য হব না—কারণ এ ত' আর সত্যি-সত্যি জমির দাম নয়—এ তার বৈর নির্যাতনের খরচ। আমি অবশ্য তার প্রস্তাব যে-ভাবে প্রত্যাখ্যান করা উচিত ঠিক সেই ভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছি। কিন্তু মানুষের মন ত', কখন্‌ লোভ এসে অধিকার করে বলা যায় না। তা ছাড়া, সম্পত্তি ত' আর আমার নয়, বাবাকে গিয়ে যদি চেপে ধরে তাহ'লে কি হয় তাই বা কে বলতে পারে। মিস্‌ চৌধুরী, আমার প্রস্তাবে আপনি অনুগ্রহ ক'রে রাজি হোন!"

এবারও সুধীরা কোনো উত্তর দিলে না, গভীর-গম্ভীর মুখে নিঃশব্দে ব'সে রইল।

বীরেন বল্‌লে, "তা ছাড়া, আপনিও পড়েছেন এক মহাবিপদে। পিতৃসত্য লঙ্ঘনই বা কি ক'রে করবেন, অথচ সম্প্রতি যে-সকল ঘটনা ঘ'টে গেল তা'তে শুক্রবারে যা হবার কথা আছে তার জন্যে মনের মধ্যে একটু সঙ্কোচও হয় বৈ-কি। তাই বলছি, আমার প্রস্তাবে আপনি রাজি হ'লে সব দিকই একরকম রক্ষে হয়।"

তারপর চেয়ার ত্যাগ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "আচ্ছা, এখনি যে আপনার মতামত আমাকে জানাতে হবে তার কি মানে আছে, একটু না হয় ভেবেই দেখুন। কালকের মধ্যে কিন্তু আমাকে জানাবেন। করিম বক্‌স্ আর আমার অন্যান্য লোকজন আজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়া ক'রে রওনা হচ্ছে। আমি বৃহস্পতিবারে চ'লে যাব। শুক্রবারে আমার এখানে থাকা ভাল হবে না। জানেন ত গোঁয়ার-গোবিন্দ মানুষ, চোখের সামনে আপনারা লাঠির জোরে পাঁচিল গাঁথিয়ে নিচ্ছেন দেখলে হয়ত সামলাতে পারব না, একাই তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ব। তখন আপনারা পড়বেন বিপদে। সেদিনকার কথা মনে ক'রে আমার প্রতি খুব কঠোর হওয়া হয়ত আপনাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তার চেয়ে আড়ালে স'রে যাওয়াই ভাল। আচ্ছা, চললাম। নমস্কার।"

বীরেনের সহিত সুধীরাও দাঁড়িয়ে উঠেছিল, নীরবে করজোড়ে বীরেনকে প্রতি-নমস্কার করলে।

যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বীরেন বললে, "এ বিষয়ে আমার কিন্তু ঐকান্তিক অনুরোধ রইল। আপনি অনুগ্রহ ক'রে সম্মত হ'লে আমার নিজের সমস্যাও অনেকটা লঘু হবে।" ব'লে প্রস্থান করলে।

উনিশ

সেইদিন সন্ধ্যার পর চা-পানান্তে বীরেনের বসবার ঘরে ব'সে বীরেন ও প্রভাময়ী কথোপকথন করছিল।

প্রভাময়ী বল্‌লে, "শুধু কি তাই? বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে নানা রকম ফুস্‌মন্তর দিয়ে বাবাকে রাজি ক'রে নিয়েছে। আমি আড়াল থেকে দেখলাম. বাবার হাতে এক তাড়া নোট গুঁজে দিলে। আচ্ছা. এ রকম নাছোড়বান্দা লোককে নিয়ে কি করা যায় বলত বীরুদা?"

খুব গভীর ভাবে চিন্তা করবার ভান ক'রে গম্ভীর মুখে বীরেন বললে, "আমার ত' মনে হয় একমাত্র বিয়ে করা ছাড়া আর কিছুই করা যায় না।"

সতর্জনে প্রভাময়ী বললে, "আচ্ছা বীরুদা, তুমিও একথা বলবে?" তর্জনের মধ্যে কিন্তু পূর্বের ন্যায় উগ্রতা পরিলক্ষিত হ'ল না।

বীরেন্ বললে, "শুধু আমি কেন প্রভা, যাকেই তুমি জিজ্ঞাসা করবে সেই তোমাকে একথা বলবে। আচ্ছা, তুমি ত বলছ এ দু-তিন দিন রাখাল তোমাকে উত্তম-খুশুম ক'রে মেরেছে, তাহ'লে তাকে বোঝবার যথেষ্ট সুযোগ তোমার হ'য়েছিল। কি রকম লোক তাকে দেখলে? — সত্যি ক'রে বল।"

একটু ইতস্তত ক'রে ঈষৎ লজ্জিতকণ্ঠে প্রভাময়ী বললে, "তা যদি বলতে হয় ত' খুব খারাপ লোক বোধ হয় নয়।"

বীরেন বললে, "আমি তোমাকে নিশ্চয় করে বলছি, এই 'খুব খারাপ হয় ত নয়' লোককে তুমি শীঘ্রই 'খুব ভা'ল লোক' বলতে আরম্ভ করবে। আচ্ছা, সেই চিঠিটার তুমি কোনো উত্তর দিয়েছিলে?"

এ কথার উত্তর দেওয়ার সময় হ'ল না, হরিরাম প্রবেশ ক'রে বললে, "দাদাবাবু, ও বাড়ির রাণীদিদি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

উগ্র বিস্ময়ে বীরেন জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায়?"

"এই বারান্দায়।"

ত্বরিতপদে বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে বীরেন দেখলে সুধীরা এবং রাখাল দাঁড়িয়ে আছে।

বিস্ময়বিরক্তি-মিশ্রিত কণ্ঠে বীরেন বললে, "আচ্ছা, এ কি কাণ্ড আপনার বলুন দেখি? এই সেদিন ও রকম একটা ব্যাপার হ'ল, আর আজই অন্ধকারে ঘাস-পাতার মধ্যে দিয়ে এই এতখানি পথ হেঁটে এসেছেন! নাঃ, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না দেখচি! এসেছেন, আমার বাড়ি আপনার পদস্পর্শে পবিত্র হয়েছে। কিন্তু আমাকে ডাকিয়ে পাঠালেই ত' হোত, আমি নিজে গিয়ে শুনে আসতাম।" তারপর রাখালের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "আচ্ছা রাখাল দাদা, তোমারই বা এ কি-রকম বিবেচনা তা ত বুঝতে পারছিনে!"

রাখাল বললে, "কি করব ভাই বল? স্টীম-এঞ্জিন যখন সবেগে এগিয়ে চলে তখন মালগাড়িকে তার পিছনে পিছনে ছুটতেই হয়।"

যৌতুক

সুধীরাকে লক্ষ্য ক'রে বীরেন বললে, "আসুন মিস্ চৌধুরী, ঘরের ভেতরে আসুন। এস রাখালদা।"

রাখাল বললে, "তোমাদের কি কনফিডেন্সিয়াল মিটিং আছে। সেখানে আমার প্রবেশ নিষেধ। বাইরে অপেক্ষা করবার জন্যে আমার প্রতি হার ম্যাজেষ্টির অর্ডার আছে। শ্রীমতী প্রভাময়ীরও বোধ হয় সেখানে থাকা চলবে না।"

বলা বাহুল্য বীরেনের সহিত প্রভাও বারান্দায় এসেছিল।

সহাস্যমুখে বীরেন বললে, "তা হলে ত' ভালই হ'ল, তোমাকে আর একলা ব'সে থাকতে হবে না। শ্রীমতী প্রভাময়ীতে আর তোমাতে দুখানা চেয়ার অধিকার ক'রে ব'সে ব'সে গল্প কর।"

রাখাল বললে, "তোমার এ উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ।"

ঘরের ভিতর সুধীরাকে নিয়ে গিয়ে একটা ইজিচেয়ারে বসিয়ে তার সম্মুখে আর একটা চেয়ারে নিজে ব'সে বীরেন "বললে, আসতে পায়ে খুব লেগেছে ত?"

ঘাড় নেড়ে সুধীরা জানালে, লাগে নি।

"বৃহস্পতিবারের আগে নিচে নামতে ডাক্তারের নিষেধ—আর মঙ্গলবারেই এতখানি পথ হেঁটে আমার বাড়ী আপনি এলেন। এ অপ্রত্যাশিত সম্মান পেয়ে আমি অবশ্য কৃতার্থ হয়েছি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, আপনার শরীরের ইষ্ট-অনিষ্ট।"

নিজের মনের উচ্ছ্বসিত আবেগ এতক্ষণে কতকটা সামলে নিয়ে আর্দ্রকণ্ঠে সুধীরা বললে, "আপনি বলছিলেন চিরদিনের জন্যে আপনি এ গ্রাম ছেড়ে চ'লে যাবেন, এ কিন্তু আপনি কখনো করবেন না।

কিসের জন্যে আপনি আপনার এতদিনকার পৈত্রিক ভদ্রাসন বাড়ি ছেড়ে যাবেন? বিবাদী জমি আর বিবাদ রইল এখানে প'ড়ে—আমি কালই কলকাতা চ'লে যাচ্ছি। শুক্রবারে পাঁচিল গাঁথা-টাথা কিছুই হবে না, এ আপনি নিশ্চয় জানবেন।"

বীরেন বললে, "তা না হোক, কিন্তু আরও তিন-চার দিন আপনার একটু বিশ্রাম নিয়ে গেলে হ'ত না? কাল আপনি যেতে পারবেন ত?"

সুধীরা বললে, "পারব। বাবার কাছে যেতে কোনো কষ্ট হবে না। আপনি বলছিলেন, বাবার অনুমতি ভিন্ন আমি কোনো-কিছুই করতে পারিনে,—তা হয়ত পারিনে; কিন্তু এমন কোনো উপরোধ-অনুরোধ আদর-আবদার নেই যা বাবার কাছে আমার খাটে না। আমি সেখানে গেলে আমার সব গোলযোগ সহজ হ'য়ে যাবে, বাবা তাঁর অপরাধী মেয়েকে নিশ্চয় ক্ষমা করবেন।"

দুঃখার্ত কণ্ঠে বীরেন বললে, "আমি ও কথা ব'লে অপরাধ করেছি মিস্ চৌধুরী! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন!"

সুধীরা বললে, "না, আপনি কোনো অপরাধই করেননি, অপরাধ আমিই করেছি। পুরুষের মন নিয়ে আপনাকে হারাব ব'লে ভারী দর্প ক'রে এসেছিলাম; মেয়েমানুষের মন নিয়ে সম্পূর্ণ হেরেচি! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন!" ব'লে সহসা ভূমিতলে ব'সে প'ড়ে সজোরে বীরেনের দুই পা জড়িয়ে ধরলে। যে অশ্রু কোনো প্রকারে দুঃখার্ত নেত্রের মধ্যে আটকে ছিল, বীরেনের দুই পায়ের উপর তা ঝরঝর ক'রে ঝরে পড়ল।

ব্যস্ত হয়ে সুধীরাকে দুই বাহু ধ'রে তুলে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে

যৌতুক

আর্দ্র-আর্ত কণ্ঠে বীরেন বললে, "না, না, সুধীরা, এ তুমি ভারি অন্যায় করেছ! এ তুমি কেন করলে! এ তুমি একটুও ভাল করনি! আগে তুমি কোনো অপরাধ করেছ কি-না জানিনে, কিন্তু আজ গুরুতর অপরাধ করলে! এ অপরাধের জন্যে আমি বোধ হয় কোনো দিনই তোমাকে ক্ষমা করতে পারব না।"

এ তিরস্কারের উত্তর দেয় কে! সুধীরা তখন ইজিচেয়ারের হাতলের উপর দুইবাহুর মধ্যে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে রোদন করছে।

সুধীরার মাথার চুলে দুই তিন বার ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বীরেন বললে "সুধীরা, শান্ত হও ; লক্ষ্মীটি আর কেঁদো না!"

ধীরে ধীরে সুধীরার রোদন বন্ধ হ'ল। বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছে বীরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললে, "এবার যাই ?"

বীরেন বললে, "যাবার আগে কিন্তু একটা কথা ব'লে যাও সুধীরা!"

"কি কথা ?"

একটু ইতস্তত ক'রে বীরেন বললে, "জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না, পাছে আবার ভুল ক'রে বসি, তবু জিজ্ঞাসা করি। কলকাতায় গিয়ে তোমার বাবাকে আমার প্রার্থনা জানাব কি ?"

মুহূর্তের জন্য বীরেনের দিকে চেয়ে চক্ষু নত ক'রে সুধীরা বললে, "জানিয়ো।"

"সুধীরা!"

সুধীরা চেয়ে দেখলে ঐকান্তিক আগ্রহ ভরে বীরেন তার দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত ক'রে রয়েছে।

সুমিষ্ট কুণ্ঠার সহিত সুধীরা তার নিজের দক্ষিণ হস্ত বীরেনের হস্তের উপর স্থাপন করলে।

ক্ষণকাল পরে উভয়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই রাখাল এবং প্রভাময়ী নিকটে এসে উপস্থিত হ'ল।

বীরেন বললে, "রোসো, তোমাদের সঙ্গে একটা জোর আলো দিয়ে দিই।"

রাখাল ঘাড় নেড়ে বললে, "কোনো দরকার নেই বীরেন, আমার সঙ্গে খুব জোর টর্চ আছে।" ব'লে টর্চ জ্বেলে প্রভাময়ীর মুখের উপর আলো ফেললে।

প্রভাময়ী কিছু না ব'লে মৃদু হেসে তার মুখ স'রিয়ে নিলে। বীরেন দেখলে, সত্যই অন্য আলোর বিশেষ প্রয়োজন নেই, রাখালের টর্চ খুব জোরালো।

সুধীরার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বীরেন বললে, "সুধীরা, আমরা যদি এখনি গিয়ে পিসিমাকে প্রণাম করি?"

সুধীরার মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল; মৃদুস্বরে বললে, "চল।"

চক্ষু কুঞ্চিত ক'রে রাখাল বললে, "কিন্তু 'আমরা' মানে কি? শুধু তোমরা দুজনে, না আমরা চারজনে?"

স্মিত মুখে বীরেন বললে, "আমরা চারজনে নিশ্চয় রাখাল দাদা!"

"That's all right!" ব'লে রাখাল টর্চ জ্বেলে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, "আমার পিছনে সুধীরা দাঁড়াও। তার পরে প্রভা, সব শেষে বীরেন। Ladies middle, men flanks!"

রাখালের নির্দেশ মত সকলে দাঁড়ানোর পর রাখাল বললে, "Now, quick march!" তারপর জমিদার বাড়ির দিকে অগ্রসর হ'ল। পিছনে পিছনে সুধীরা প্রভা এবং বীরেন তাকে অনুসরণ ক'রে চলল।

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ মোটা কম্পিত কণ্ঠে রাখাল গেয়ে উঠল,

I have a flower within my heart,

Daisy, Daisy !

তখন ক্ষণমাহাত্ম্য এমন তুঙ্গ, সকলের মনের তন্ত্রী এমন প্রবল উচ্চ সুরে বাঁধা যে, সমস্তই তার প্রভাবে অসামান্য অপরূপ হ'য়ে উঠল। রাখালের গান শুনে কেউ হাসলে না, কেউ পরিহাস করলে না, এমন কি প্রভাময়ী পর্যন্ত মনে করলে যে, সে গানের সে সময়ে বিশেষ কোনো উপযোগিতা নিশ্চয়ই আছে।

একটু পরে রাখাল পুনরায় গাইলে,

Weather she loves me or loves me not,

Sometime it's hard to tell !

গান শেষ হ'লে বীরেন বললে, "মাথার ওপরে তাকিয়ে দেখ !"

সকলে তাকিয়ে দেখলে ঘন কৃষ্ণবর্ণ আকাশে একরাশ তারকা ঝিকমিক্ ক'রে হাসছে।

সমাপ্ত